৩। সু শী ল এবং :ত র লা

শী ত ল ব সা ল

ল ল না লা ল সা

৪। অবিস্মরণীয় কাবিতা; মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৫। পকেট ঘড়ি।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র, কলিকাতা; শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ ও শ্রীশারদানাথ খাঁ, বগুড়া; ইঁহার উপরের প্রশ্নগুলির ঠিক উত্তর করিয়া পাঠাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সরকার, কলিকাতা এবং শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার, মালতীনগর, ইঁহারা একটী ভিন্ন আর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

নূতন।

১। ি—ি—ি—।=খাইতে মিষ্ট।—া—া—া—া =খাইতে মিষ্ট।

২। পুস্তকেতে আছি আমি, নাই কিন্তু মনে,
কাননেতে আছি আমি, নাই কিন্তু বনে।
কলিকাতা মাঝে আমি দুই ঠাঁই থাকি,
অথচ সহরে মোরে পাবেনা নিরখি।
শিক্ষকেতে আছি আমি পণ্ডিতেতে নাই।
বল দেখি কোন প্রাণী আমি হই ভাই।

৩। আমার ১ম ও ৩য় অক্ষর এক সঙ্গে লইলে— আশা

———১ম ও ৪র্থ অক্ষর কলারে বামণের আশা কিন্তু পোড়োর ভয়।

———১ম ও ৫ম অক্ষর বড়লোকে মাথায় বাঁধে।

———২য় ও ৪র্থ অক্ষর অসময়ে ছেলেরা বাহির হয় না।

———২য় ও ৫ম অক্ষর চটা মেজাজ।

———২য় ৩য় ও ৬ষ্ঠ অক্ষর একটা রাক্ষস।

বলত আমি কে?

১। নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি যথা স্থানে বসাইয়া তাহাতে কি নাম হয় তাহা বাহির কর:—

নাম	বিশেষ পরিচয়
সূর্ঘতাদীত্র	এই দোষে লোকের কোন কাজ হয় না, এ দোষ যাহাকে ধরে তাহাকে কি বিদ্যালয়ে, কি অর্থোপার্জনে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে দেয় না। ইংরাজীতে ইহাকে লোকে সময়ের চোর বলিয়া থাকে।
বণতাশ্ব পয়রাঈ	এই গুণ থাকলে মানুষ কখনও ক্লেশে পড়ে না, ঈশ্বরই তাহার সহায় হন।

৫। একটী ছেলে তান ছেড়ে দেশের কাছে গেল; অমনি সে একটী ভাল খাবার জিনিশ হয়ে গেল। বল দেখি কেমন ক'রে?

৬। তিনটি অক্ষরে নাম যথা তথা মম ধাম
দ্বিতীয় ছাড়িলে অর্থ অল্প-মাত্র হয়।
তৃতীয়ে ছাড়িলে পরে যন্ত্র অর্থ সবে কহে
তাহার বাচক আমি কেবা মহাশয়?

সখা

সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। 'সখা'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র। মফঃস্বলে স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। বর্ত্তমান মার্চ মাসের পরে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন বিদেশবাসী হইলে তাহাদের পক্ষে পত্রিকার মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা নির্দ্দিষ্ট হইবে। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ একখানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে, তবে সুদীর্ঘ হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালকবালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সম্বাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে, কেবল রচনা পরামর্শ প্রভৃতি, সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল বা কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে, তাহার উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৫০ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা"-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রথম ভাগ। ১লা এপ্রেল ১৮৮৩, রবিবার। ৪র্থ সংখ্যা।

জর্জ ষ্টিফেন্সন— ৫৭ পৃষ্ঠা।

রামায়ণের উপদেশ।

(খ) হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গবাস ও পতন।

হরিশ্চন্দ্রের পূর্ব্বে অযোধ্যাতে অনেক রাজা ছিলেন—কিন্তু কেহই আমাদের ভক্তি পান নাই, আর রাজা হরিশ্চন্দ্রকেই বা এত ভক্তি করি কেন? ভক্তি করিবার কারণ আছে; হরিশ্চন্দ্রের জীবন উপদেশে পূর্ণ। আমরা সচরাচর কি দেখিতে পাই? বড়লোক হইলে প্রায়ই ধার্ম্মিক হয় না—যাহার টাকা আছে সে প্রায়ই অহঙ্কারে মাতিয়া পরম ধন যে ধর্ম্ম তার দিকে মন দিতে চায় না। এই যখন পৃথিবীর দশা, তখন যদি দেখি একজন বড়লোক রাশি রাশি টাকার অধিকারী হইয়াও অহঙ্কারী নন, যদি দেখি একজন রাজা হাজার হাজার লোকের প্রধান হয়ে, কখনও তাদের কটু কথা বলেন না, বা অপকার করেন না, যদি দেখি পৃথিবীতে যত সুখ থাকিতে পারে সে সকল সুখে সুখী হয়েও একজন অতি প্রধান পুরুষ ধর্ম্মের জন্য সব ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা হইলে আর আমাদের আশ্চর্য্যের সীমা থাকে না। এই জন্যই আমরা ভক্তির সহিত, আশ্চর্য্যের সহিত হরিশ্চন্দ্রের গল্প পড়িয়া থাকি বা শুনিয়া থাকি। যে সময় হরিশ্চন্দ্র অযোধ্যার রাজা ছিলেন, তখন অযোধ্যাই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান নগরী ছিল, তখন অযোধ্যার রাজার নামে চারিদিকের রাজারা ভয়ে কাঁপিতেন। হরিশ্চন্দ্র এত বড় রাজা হইয়াও কখনও অহঙ্কৃত হন নাই; সৎপথে থাকিয়া রাজ্য শাসন করাই হরিশ্চন্দ্র পরম ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রী শৈব্যার রোহিতাশ্ব নামে সবে একটী পুত্র ছিল। হরিশ্চন্দ্র এই রোহিতাশ্বকে অধিক ভাল বাসিতেন, কি আপন প্রজার উপকার করাকে অধিক ভাল বাসিতেন, তাহা স্থির করা কঠিন। হরিশ্চন্দ্র মৃগয়া অর্থাৎ পশুশিকার করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। রাজকার্য্য করিয়া অবসর পাইলেই অথবা মন্ত্রীকে রাজকার্য্যের ভার দিয়া হরিশ্চন্দ্র মধ্যে মধ্যে আপন রাজ্যের নানা স্থানে বনে বনে বন্যপশু মারিয়া ফিরিতেন।

এই মৃগয়া করিবার জন্য একদিন হরিশ্চন্দ্র এক প্রকাণ্ড বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রথমে এজন্তু ওজন্তু শিকার করিয়া অবশেষে হরিশ্চন্দ্র একটা বরাহ অর্থাৎ বুনো শূকর বধ করিবার জন্য এত মত্ত হইলেন, যে তাঁহার সঙ্গীরা কেহই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিল না। তিনি একটা বন হইতে আর একটা বনে, অল্পবন হইতে বেশী বনে যাইতে লাগিলেন, কিন্তু তথাপি বরাহ বধ হয় না—হঠাৎ তাঁহার কাণে কি একটা শব্দ আসিল। যে দিক হইতে শব্দটী আসিতেছিল, সেই দিকে কাণ পাতিয়া হরিশ্চন্দ্র শুনিতে পাইলেন, কতক গুলি স্ত্রীলোক চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, এবং 'কোথায় মহারাজ হরিশ্চন্দ্র রক্ষা কর!' এই বলিয়া তাঁহাকেই ডাকিতেছে। পরম ধার্ম্মিক হরিশ্চন্দ্রের হৃদয় এই কাতর বাক্যে বড়ই ব্যথিত হইল—তিনি বরাহ বধ ছাড়িয়া দিয়া যে দিক হইতে রোদনের শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে চলিলেন, এবং 'ভয় নাই, ভয় নাই,' এই কথা বলিতে বলিতে শীঘ্রই সেই গভীরবন ছাড়িয়া একটা নিকটবর্ত্তী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যেখানে হরিশ্চন্দ্র উপস্থিত হইলেন, বাস্তবিক ধরিতে গেলে তাহাকে বাড়ী বলা যায় না; চারিদিকে সুন্দর সুন্দর গাছ মিলিয়া একটী ঘরের মত হইয়াছে—তাহার ভিতরে একটী বেদী অর্থাৎ বসিবার আসন। দুএকখানি কুঁড়ে ঘর যা আছে, তাও ঘর নয় বলিলেও হয়। কিন্তু এই স্থানের স্বাভাবিক শোভা অতি সুন্দর। এই রূপ স্থানটী মুনি বিশ্বামিত্রের আশ্রম বা তপোবন; এইখানে বসিয়া মুনি, দেব-পূজা বা তপস্যা করেন—এখানে আসিলেই চারিদিকের সৌন্দর্য্য দেখিয়া

মন পবিত্র ভাবে পূর্ণ হয়। এই খানে যে বিশ্বামিত্রের তপোবন, তাহা হরিশ্চন্দ্র জানিতেন না সুতরাং যখন তিনি আসিয়া দেখিলেন, কতকগুলি স্ত্রীলোক বাঁধা রহিয়াছে এবং প্রাণ যাইবার ভয়ে তাঁহারা কাঁদিতেছে—তখন তিনি অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন, এবং অল্পকালের মধ্যেই অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে বিশ্বামিত্র সংবাদ পাইলেন হরিশ্চন্দ্র তাঁহার তপোবনে প্রবেশ করিয়া যে মেয়েদের তিনি বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন—তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তখনি তিনি ভয়ানক রাগিয়া উঠিলেন—মনে মনে ভাবিলেন "কি? আমার তপোবনে আমার অনুমতি না নিয়ে এসে আবার আমারই উপর অত্যাচার? এর শোধ যদি না দিই তবে আমার নাম বিশ্বামিত্রই নয়!" এই ভাবিয়া বিশ্বামিত্র অযোধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বজ্রের ন্যায় কর্কশ স্বরে ডাকিয়া বলিলেন "ওরে দুরাত্মা, তুমি রাজা হয়ে বড় অহঙ্কৃত হয়েছ? তোমার কি সাহস—আমার তপোবনে গিয়ে সেই মেয়েদের খুলে দিয়ে এসেছ?" বিশ্বামিত্রের রাগ দেখিয়া হরিশ্চন্দ্রের ভয় হইল; তিনি বলিলেন "ঠাকুর, আমিতো জানি না আপনি বেঁধেছেন? আমি শুনিলাম কতকগুলি স্ত্রীলোক 'রক্ষা কর' 'রক্ষা কর' বলিয়া কাঁদিতেছে; আমি ক্ষত্রিয়, দান করা, রক্ষা করা, এসকল আমার স্বধর্ম, তাই নিজ ধর্ম্মানুসারে মেয়েদের ছাড়িয়া দিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন।" বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের এই মহৎ কথাগুলি শুনিয়া কিছু হটিয়া গেলেন—কিন্তু তিনি জব্দ করিতে আসিয়াছিলেন, এই কথাতেই চুপ করিয়া গেলেতো জব্দ করা হয় না! তাই বলিলেন "তুমি দান করে থাক, না? আচ্ছা আমাকে দাও দেখি কি দেবে?" হরিশ্চন্দ্র বলিলেন "প্রভো, আপনাকে ধন-জন-পূর্ণ আমার সমস্ত রাজ্য দিলাম।" বিশ্বামিত্র ইহাতেও না পারিয়া দক্ষিণার ছল করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে বিপদে ফেলিলেন। তোমরা বোধ হয় সকলেই জান ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বকালে কাহারও বাড়ীতে আহার করিতেন না, অথবা কাহারও দান লইতেন না; যদি কাহাকেও এই বিষয়ে অনুগ্রহ করিতেন তাহা হইলে এই অনুগ্রহের জন্য তাঁহাকে কিছু টাকা দিতে হইত; এই টাকার নাম দক্ষিণা এখনও অনেক স্থানে ব্রাহ্মণেরা কাহারও বাটীতে আহার করিলে এইরূপ দক্ষিণা লইয়া থাকেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন "তোমার দান আমি লইলাম; যেমন দান তেমনি দক্ষিণা চাই, এই দানের মতন দক্ষিণা সাত কোটী মোহর আমাকে দিতে হইবে।" হরিশ্চন্দ্র চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন; এত টাকা কোথায় পাইবেন?—নিজের ধনাগারে টাকা আছে বটে, কিন্তু তাহাতো দান করিয়াছেন; কাহার ধন কাহাকে দিবেন? হরিশ্চন্দ্রকে ভাবনায় পতিত দেখিয়া বিশ্বামিত্র মনে মনে ঘৃণার সহিত হাসিলেন, এবং ঠাট্টার স্বরে বলিয়া উঠিলেন "বড় নিজের গর্ব্বের জাঁক করা হচ্ছিল! হারে পামর! এখন দক্ষিণা দেবার বেলা মুখ শুকিয়ে গেল কেন?" হরিশ্চন্দ্র স্থির ভাবে বলিলেন "ঠাকুর, আপনি অনুগ্রহ করে এক মাস অপেক্ষা করুন; আমি উপার্জ্জন করে আপনার দেনা পরিশোধ করিতেছি।" বিশ্বামিত্র আরও রাগিয়া বলিলেন "তুমি রোজগার করেই আন আর চুরি করেই আন—এক মাসের মধ্যেই দিতে হবে; আর আমার এ রাজ্য থেকে তুমি চলে গিয়ে যা খুসি তাই করগে। কাশী আমার পৃথিবী রাজ্যের মধ্যে নয়, তুমি সেই খানে যাও।" এই বলিয়া বিশ্বামিত্র স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন; হরিশ্চন্দ্র দুঃখিত মনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

হরিশ্চন্দ্রের দুঃখের কারণ এ নহে যে তিনি কেন না বুঝিয়া পৃথিবী দান করিলেন; কিন্তু উঁহ

দুঃখের কারণ অনেক গুলি,—প্রথম তিনি না জানিয়া, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, কোন একজন মুনির ক্ষতি করিলেন? দ্বিতীয়,—মুনি যদি রাগান্বিত হইয়া তাঁহার রাজ্যের কোন অপকার করেন, তাহা হইলে তাঁহারই দোষে তাঁহার প্রজারা কষ্ট পাইবে; তৃতীয়,—দক্ষিণার টাকা উপার্জ্জনে যে ক্লেশ হইবে, তাহাতে তিনি কাতর নন, কিন্তু সেই কষ্টের সময় মহারাণী শৈব্যা ও বালক রোহিতাশ্ব কোথায় দাঁড়াইবে? কার মুখ চেয়ে বাঁচিবে? তিনি তাঁর সত্যের জন্য দায়ী—প্রাণ দিয়ে নিজের সত্য পালন করিবেন, কিন্তু তাহার জন্য অন্য লোকে কষ্ট সহ্য করিবে, একি বিষম বিপদ এইরূপ ভাবনাতেই হরিশ্চন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি মলিনমুখে অন্তঃপুরে—যেখানে রাজরাণী ও রাজকুমার ছিলেন, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

শৈব্যা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হরিশ্চন্দ্রের পথ চাহিয়া ছিলেন; তিনি আসিলে তাঁহার ম্লানমুখ দেখিয়াই শৈব্যার প্রাণ উড়িয়া গেল। অধিক বিলম্ব করিতে হইল না, হরিশ্চন্দ্র শৈব্যাকে সমস্তই খুলিয়া বলিলেন। হরিশ্চন্দ্রের মুখে তাহার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া শৈব্যা ভয় বা কষ্ট কিছুই বোধ করিলেন না। বরং স্বামী যাহাতে নিজের কথা রাখিয়া ধর্ম্মে বজায় থাকিতে পারেন, তাহার জন্য স্বামীর সহিত কাশীতে যাইতে চাহিলেন। বালক রোহিতাশ্বও পিতার সাহায্য করিবে বলিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিল। রাজ্যের দুটী একটী প্রধান কর্ম্মচারী ভিন্ন, আর কেহই এ সম্বাদ জানিল না। জানিলে তাহারা তাহাদের পিতৃতুল্য রাজার সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া আসিত। রাত্রির অন্ধকারে প্রজাদিগকে ফাঁকি দিয়া প্রজার পিতা হরিশ্চন্দ্র ধর্ম্মপালনের জন্য অযোধ্যা ত্যাগ করিলেন।

হরিশ্চন্দ্র চলিয়া গেলে অযোধ্যার দশা কি হইল তাহা বলিতে চাই না; হরিশ্চন্দ্র রাণীকে এবং রোহিতাশ্বকে লইয়া কোথায় গেলেন, আইস তাহাই দেখি। যথাসময়ে হরিশ্চন্দ্র কাশীতে পৌঁছিলেন।—অনেক দিন, কি করিবেন এই ভাবনাতেই গেল।—অবশেষে বিশ্বামিত্রের টাকা দিবার দিন আসিল।—শৈব্যা আর উপায় নাই দেখিয়া বলিলেন "আমাকে বিক্রয় করিয়া আপনার অর্থ পরিশোধ করুন, আর ভাবিয়া কি হইবে?"—যখন শৈব্যা এই কথা বলিতেছিলেন, তখন দুঃখে তাঁহার গলার স্বর বন্ধ হইয়া আসিল—তিনি যে দাসী হইবেন, তাহাতে কষ্ট কি? কিন্তু তিনি চলিয়া গেলে হরিশ্চন্দ্রের ক্লেশ হইবে—বালক রোহিতাশ্ব কাহার মুখ চাহিয়া দাঁড়াইবে, এই ভাবনায় তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল।—শৈব্যা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "মহারাজ—আর বিলম্বে কাজ নাই। যাহাতে নিজের কথা থাকে তাহা করুন।" হরিশ্চন্দ্র ব্যথিত মনে 'কেউ দাসী কিনিবে? কাহারও দাসীর প্রয়োজন আছে?' এই বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।—এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে দাসী বিক্রী ক'চ্ছ, বাপু? আমার একটী দাসী চাই। 'এই—এই দাসীটী—তা বেশ! বাপু, কত হলে দাসীটী পাওয়া যায়?" হায়! হায়! ধর্ম্মের জন্য কি কষ্ট-স্বীকার! হরিশ্চন্দ্র বলিলেন "৩ কোটী মোহর চাই।" ব্রাহ্মণ তাহাতেই রাজি হইলেন, কিন্তু যখন রোহিতাশ্ব—'মাকে কোথায় নিয়ে যাও' বলিয়া মায়ের অঞ্চল ধরিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল, তখন ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইল। শৈব্যা বলিলেন "ঠাকুর, আপনাকে পয়সা দিতে হইবে না—এ ছেলেটীকেও আপনি ক্রয় করুন; আপনার পূজার আয়োজন করা, ফুলটুল তুলে দেওয়া, এসব পারবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "না বাপু, আর আমি বেশী লোক নিয়ে খেতে দিতে পারবো না;—

আবার ছেলে মানুষ, কত দুষ্ট, তা কে জানে।" ব্রাহ্মণ, তুমি কি নিষ্ঠুর?—ঐ দেখ শৈব্যা চোখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতেছেন—একটী ছোট ছেলেকে মা ছাড়া করে রাখিতে চাহিতেছ? কি নিষ্ঠুর?—শৈব্যা বলিলেন "আমার পুত্র আপনার চাকর হইয়া থাকিবেক; উহাকে আহার দিবার জন্য আপনাকে ভাবিতে হইবে না—আমাকে যাহা দিবেন, তাহা হইতেই উহার আহার চলিবেক।"

ক্রমশঃ—

জেম্‌শ্‌ এব্রাম গার্‌ফীল্‌ড্‌।

প্রথমে দুটী কথা বলা আবশ্যক। বিদেশীয় নামগুলি লইয়া কোন কোন বালক আমাদিগকে বড়ই ত্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন "প্রথমটীই নাম, শেষেরটীতো বংশের উপাধি, তবে সাহেবদিগকে শেষের নামে ডাকা হয় কেন? ইহাতে এক বংশের অনেকের মধ্যে গোল হয় না?" এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিতেছি। সাহেবদিগের শেষের নামটী বংশের;—যেমন সেন বংশ, দাস বংশ, কি রায় বংশ, সেইরূপ গার্‌ফীল্‌ড্‌ বংশ, এ কথা সত্য, এবং পূর্ব্বের নামগুলি পিতা মাতার দ্বারা তাঁহাদের নিজের নামের সহিত মিলাইয়া বা কোন বড় লোকের নামের সহিত মিলাইয়া রাখা হয়, সুতরাং সেইগুলিই যথার্থ নাম, তাহাও সত্য, কিন্তু সাহেবদিগের মধ্যে এই নিয়মই চিরকাল চলিয়া আসিতেছে যে প্রত্যেককে বংশের নাম ধরিয়া ডাকা হয়। তবে পিতা মাতা কিম্বা বয়সের বড় অন্য কোন নিকট আত্মীয় হইলে, তাঁহারা প্রথম নামেই ডাকেন। যদি এক স্থানে এক বংশের দুই তিন জন থাকেন, তাহা হইলে প্রথম ও শেষের নাম দুই ধরিয়া বাছিয়া লওয়া হয়। এই সম্পর্কে আর একটী কথা আছে। সাহেবদের বংশের নামের আগে যে দুটী নামই থাকিবে তাহার অর্থ নাই—কাহারও একটী কাহারও বা তিনটী থাকে, সুতরাং আমাদের যেমন 'সতীশ' বলিলেই 'চন্দ্র' তাহার পরে আপনি বসে—সাহেবদিগের সেইরূপ একটী নাম আর একটা নামের উপর নির্ভর করে না, প্রত্যেকটীই স্বতন্ত্র।

আমাদিগের দ্বিতীয় কথা আমেরিকার সম্বন্ধে। উত্তর আমেরিকার খানিকটা স্থান পূর্ব্বে ইংরাজদিগের অধীন ছিল, কিন্তু ইংরাজেরা কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু অত্যাচার করাতে সেই স্থানের লোকেরা দল বাঁধিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ করিয়া তাড়াইয়া দেয়। এই দলের কর্ত্তার নাম জর্জ ওয়াশিংটন। ইহাঁর সম্বন্ধে এখন কিছুই বলিবার নাই, তবে এই বলিলেই চলিতে পারে যে যখন ইংরাজেরা ইহাঁদের দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন সে দেশের রাজকার্য্য কি ভাবে চলিবে, ইনি সে বিষয়ে অনেক পরামর্শ দেন, এবং ইহাঁরই চেষ্টাতে স্থির হয় যে এ দেশের কেহই রাজা থাকিবেন না, সকলে মনোনীত করিয়া একদল লোক বাছিয়া দিবেন, তাঁহাদের পরামর্শে সমস্ত কাজ চলিবে, এবং সকলে মনোনীত করিয়া কয়েক বৎসরের জন্য এমন একজনকে বাছিয়া দিবেন, যিনি এই মহাসভার কর্ত্তা হইবেন, এবং যাঁহার নামে আমেরিকার সমস্ত রাজকার্য্য চলিবে। এই কর্ম্মচারীর নাম 'প্রেসিডেণ্ট।' যে উপযুক্ত হইবে সেই এই কার্য্য পাইতে পারিবে, ইহাতে ছোট বড়

বিচার থাকিবে না; একজন সামান্য পথের মুটে পর্য্যন্ত আশা করিতে পারিবে যে, লেখা পড়া শিখিয়া খুব বুদ্ধিমান এবং উপযুক্ত হইলে সেও একদিন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হইতে পারে। গরিবের ঘরে জন্মিলে আমেরিকার কোন ভয় নাই, গুণ থাকিলেই প্রত্যেকে তাহার উপযুক্ত আদর পায়।

এমন আমেরিকা দেশে এক গরিবের ঘরে মহাত্মা গার্‌ফীল্‌ড্‌ জন্মগ্রহণ করেন। গার্‌ফীল্‌ড্‌ তাঁহার বাপ মায়ের সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান, এই জন্য বাপ মায়ের বড় ভালবাসার পাত্র ছিলেন। যখন গার্‌ফীল্‌ডের বাপ মরিয়া যান, তখন গার্‌ফীল্‌ড্‌ অতি অল্প বয়স্ক। গার্‌ফীল্‌ড্‌-পরিবার যেখানে বাস করিতেন, তাহার চারিদিকেই জঙ্গল; তাহার মাঝের একটু স্থান পরিষ্কার করিয়া তাঁহারা নিজেদের বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। একবার এই বনে আগুন লাগিয়া গেল, ভয়ানক রৌদ্রে গাছপালা প্রায় শুষ্ক হইয়াছিল, সুতরাং চারিদিক পোড়াইয়া ভয়ানক বেগে আগুন গার্‌ফীল্‌ড্‌দিগের ঘরেরদিকে আসিতে লাগিল। বাড়ী ঘর, ছেলে মেয়ে, সকলই বুঝি এইবার যায়, এই ভয়ে গার্‌ফীল্‌ডের পিতা ভয়ানক সাহসের সহিত সেই প্রচণ্ড রৌদ্রে দাঁড়াইয়া গাছ কাটিয়া আগুনের পথ বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টার পর অগ্নি থামিল বটে, কিন্তু ভয়ানক গরমে শরীর উত্তপ্ত হইয়াছিল, তাহার পর অনেকক্ষণ শীতল বাতাসে বসিয়া থাকাতে অল্প সময়ের মধ্যেই কাশরোগে হঠাৎ গার্‌ফীল্‌ডের পিতা মরিয়া গেলেন, যে পরিবারটীকে প্রাণে বাঁচাইবার জন্য তিনি নিজে মারা পড়িলেন, তাহাদের জন্য কিছুই পুঁজি করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিলেন না। কেবল মরিবার সময় গার্‌ফীল্‌ডের মাতাকে এই কথা বলিয়া গেলেন,—"যে ঈশ্বর এতদিন রক্ষা করিয়াছেন, তিনি এখনও রক্ষা করিবেন; আমার বালক বালিকাদিগকে তোমার কাছে রাখিয়া গেলাম, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তোমার সুবুদ্ধির দ্বারা ইহাদিগকে চালাইও।

গার্‌ফীল্‌ডের পিতার মৃত্যু হইলে অনেকে তাঁহাদিগকে সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়াছিল, কিন্তু গার্‌ফীল্‌ডের মাতা তাহাতে স্বীকৃতা হইলেন না। তিনি নিজে অত্যন্ত পরিশ্রমশীলা ছিলেন, তাহাতে তাঁহার বড় পুত্র টম্‌ ভয়ানক পরিশ্রমের সহিত ক্ষেতের কাজ করিতে লাগিল; কাজেই সেই পরিবারের বিশেষরূপ কষ্ট ছিল না। যদিও বা কখনও কষ্ট হইত, তাহা হইলে তাঁহারা এই ভাবিয়া সকল কষ্ট ভুলিতেন যে সৎপথে থাকিয়া কষ্ট পাইলে, তাহাতে দুঃখ নাই।

টমের বয়স এই সময় ১১ বৎসর মাত্র, কিন্তু পরিশ্রম করিতে তিনি বুড়ো মানুষের মত মজবুত ছিলেন। লাঙ্গল চষা, গাছ রোপণ করা, বীজ ছড়ান, কাঠ কাটা, গরু দোহা, এইরূপ অনেক কাজে টম্‌ প্রাণপণে খাটিতে লাগিলেন। মা বাড়ীতে বসিয়া চরকায় কাটিয়া ছেলে মেয়েদের জন্য কাপড় প্রস্তুত করেন। এইরূপে সেই গরিব পরিবারটী অনেককাল সেই স্থানে কাটাইলেন। নিজেদের বাড়ীর আবশ্যকীয় কাজ করিয়াই যে টম্‌ স্থির থাকিতেন, তাহা নহে; তাঁহাদের বাড়ীর নিকটে একটী পরিবারের একজন চাকরের প্রয়োজন হইয়াছিল;—টম্‌ মায়ের পরামর্শে অমনি সেখানে গিয়া চাকরী আরম্ভ করিলেন। এইরূপে যে টাকা উপার্জ্জন করা হইল, বালক গার্‌ফীল্‌ডের জন্যই তাহা কাজে আসিল; তাঁহার একযোড়া জুতা হইল, (ইহার পূর্ব্বে আর জুতা ছিল না;—গরিব কোথায় পাইবেন?) এবং তাঁহার স্কুলে পড়িবার বন্দোবস্ত হইল। সেই জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা দূরে যে একটী স্কুল ছিল, ৩।৪ বৎসরের বালক গার্‌ফীল্‌ডের সাধ্য ছিল না সেখানে হাটিয়া যান, কাজেই তাঁহার দিদি তাঁহার যোড়া হইলেন।

দিদির ঘাড়ে চড়িয়া গার্‌ফীল্ড্‌ প্রত্যহ স্কুলে যাইতে লাগিলেন। গ্রীষ্মের দিনে ঘরের কাজ কর্ম্ম, চাষবাস করিতে হইত, সুতরাং সে সময় পড়াশুনার তত বেশী সুবিধা হইত না; যে সময় শীত আসিত, ভয়ানক শীতে চাষবাস বন্ধ হইয়া যাইত, তখনই তাঁহাদের পড়িবার সময়। তেলের পয়সা জুটিত না, বাড়ীতে আগুন পোহাইবার জন্য যে কাঠ জ্বালা হইত, তাহাতেই আগুন পোহান এবং পড়া শুনা, দুয়েরই কাজ চলিয়া যাইত। যাহা হউক এইরূপ কষ্টে পড়িয়াও গার্‌ফীল্ডের পড়াশুনার কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। আট বৎসর যখন তাঁহার বয়স, তখন তাঁহাকে তাঁহার জানিত বিষয়ে কেহই ঠকাইতে পারিত না, কারণ তিনি কিছুই অর্দ্ধেক শিখিয়া ফেলিয়া রাখিতেন না। ক্ষেত্রের কাজেও তিনি এই সময়ের মধ্যে পটু হইয়াছিলেন। আর না হইবেনই বা কেন? ছোট ছেলেরা যেমন কোন কাজ করিতে বলিলে, বলিয়া বসেন 'আমি পারিব না,' গার্‌ফীল্ডের সে অভ্যাস ছিল না; বরং তিনি কোন কাজ করিতে পাইলেই, আনন্দের সহিত 'আচ্ছা যাই' বলিয়া ছুটিয়া যাইতেন। তাঁহার মা সর্ব্বদাই তাঁহাকে বলিতেন, "দেখ বাছা! কোন কাজ করিতে হইলে, 'পারিব' বলিয়া মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস ও সাহস থাকিলেই সে কাজের অর্দ্ধেক হইয়া যায়"; গার্‌ফীল্ডেরও মনে মনে এই বিশ্বাস চিরকাল ছিল।

ইহার কিছুকাল পরে টম্ চাকরী করিবার জন্য বিদেশে যান, কাজেই ক্ষেত্রের সমস্ত কাজ গার্‌ফীল্ডের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। ভাবিয়া দেখিলে এই অল্প বয়সেই গার্‌ফীল্ডের একরূপ সংসারের আরম্ভ হইল। সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার মাতা তাঁহাকে দুটী অমূল্য উপদেশ দিলেন—(১) "ঈশ্বর তোমাকে যে অবস্থাতেই রাখুন, তিনি যে তোমার মঙ্গলই করিবেন, এটী বিশ্বাস করিও, এবং সকল বিষয়ে তাঁহারই সাহায্য চাহিও, কারণ তাঁহার সাহায্য ব্যতীত কিছুই হয় না।" (২) "যাহা ঠিক বুঝিবে তাহা করিতে ভয় পাইওনা। পৃথিবীর মধ্যে সেই সর্ব্বাপেক্ষা ভীত যে ভাল কাজ করিতে ভয় পায়।" শেষের উপদেশটী শুনিয়া গার্‌ফীল্ড্‌ বলিলেন, "মা, যাহারা বড় হইয়াছে, তাহাদের ভাল কাজ করিতে ভয় পাওয়া উচিত নয়, তুমি এই কথা বলিতেছ?" মাতা উত্তর করিলেন "কেবল তাহা কেন? বালকদিগের কথাও বলিতেছি। অনেক বালক ভাল কাজ করিতে সাহস পায় না। মাতা অথবা শিক্ষক একটা কাজ করিতে হয়তো বারণ করিয়াছেন, কিন্তু পাছে একবয়স্ক সঙ্গীরা ঠাট্টা করে এই ভয়ে অনেক বালক সেই কাজ করিয়া ফেলে, এরূপ করা ভয়ানক অন্যায়। যে দিকে ভাল কাজ সেই দিকেই ঈশ্বর থাকেন; তবেই বোঝ, যদি ঈশ্বর তোমার দিকে থাকিলেন, হাজার বন্ধুবান্ধব ঠাট্টা করিলে বা চটিয়া গেলেই বা ক্ষতি কি?"

এইরূপ উপদেশ পাইয়া গার্‌ফীল্ড্‌ চলিতে লাগিলেন। ভয়ানক পরিশ্রম করিয়াও তাঁহার কো[ন] কষ্ট হইত না! বিশ্রাম যে এক দ্রব্য তাহা তিনি চাহিতেন না। কাজ করিয়া অবকাশ পাইলেই সে সময়টুকু পড়াশুনায় কাটাইয়া দিতেন, আবা[র] পড়া শুনা করিয়া যে অবকাশ পাইতেন, সে টুকু নূতন নূতন কাজ শিখিয়া কাটাইয়া দিতেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ছুতোরের কাজ শিখিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহার দাদা টাকা উপার্জ্জন করিয়া বাড়ী ফিরিলে, তাঁহার সাহায্যে মাতাকে একখানি সুন্দর ঘর প্রস্তুত করিয়া দিলেন। আবার দুই তিন রকম কাজ করিয়া গার্‌ফীল্ডের বড় ইচ্ছা হইল, একবার সমুদ্রে চাকরী করিতে যা[ন]। তিনি গল্পের পুস্তকে সমুদ্রের নানারূপ গল্প [প]ড়িয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন, কাজেই ইচ্ছা[টী কি]ছু প্রবল হইল; মাতা ঠিক বুঝিয়া বলি[লে]ন "আপ[া]তত: সমুদ্রে গিয়া কাজ নাই, নিকট[ব]র্ত্তী হ্রদে যা

সেখানে গিয়া যদি সমুদ্রে যাইবার ইচ্ছা অধিক হয়, তখন যাইও।” এইরূপে পুত্রকে বিদায় দিয়া স্নেহময়ী মাতা ভয়ানক কষ্টে দিন শেষ করিতে লাগিলেন।

এদিকে গার্ফীল্ড্ আপনার ‘পুঁজিপত্র’ বাঁধিয়া হ্রদের ধারে উপস্থিত হইলেন, এবং এক জাহাজে উঠিয়া সেই জাহাজের কাপ্তেনের সহিত দেখা করিলেন। তিনি পুস্তকে পড়িয়াছিলেন কাপ্তেন সাহেবেরা বেশ ভদ্রলোক, কিন্তু কাজে যাহা দেখিলেন, তাহাতে প্রাণ উড়িয়া গেল। ভয়ানক মাতাল একটা লোক সকলকে বিশ্রী ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তিনি কি জন্য আসিয়াছেন, জানিতে পারিয়া গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিল। যাহা হউক ইহারই নিকটে কোন একস্থানে গার্ফীল্ড্ একটুকু আশ্রয় পাইলেন। একজন ভদ্রকাপ্তেন দয়া করিয়া তাঁহাকে চাকরী দিলেন। এইখানে কিছুকাল থাকিয়া ৰ্ফীল্ডের সমুদ্রে যাইবার ইচ্ছা চলিয়া গেল। বের প্রতি তাচ্ছিল্য করিয়া তাহার ফল ইতে পাইতে তিনি বাড়ী আসিলেন। যদিও ।জ্বরে ভুগিতে ছিলেন, তথাপি পূর্ব্বের ন্যায় ন্নভাবেই তিনি বাটী আসিলেন, এবং মা কি ছেন দেখিবার জন্য চুপি চুপি জানালা য় ।কাইলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, ঘরে মালো জ্বলিতেছে, তিনি সেই আলোতে দখিতে পাইলেন ঘরের এককোণে তাঁহার মা হাঁটুপাতিয়া বসিয়াছেন, সম্মুখে চেয়ারে একখানি স্তক খোলা। মা কি পড়িতেছেন? গার্ফীল্ড ণ পাতিয়া এই কথা শুনিলেন—(তাহাতে হার মনে কি রূপ ভাব হইল, আমরা বলিতে না, পাঠকপাঠিকাগণ বুঝিয়া লইবেন)—তিনি শুনিলেন;—“হে জগদীশ্বর, আমায় দেখা দাও, আমাকে দয়া কর। তোমার দাসীর মনে বল দাও, এবং তোমার দাসীর পুত্রকে রক্ষা কর।” ধন্য মা! ধন্য মা! আমরা আর কি বলিব? ঈশ্বর হাতে হাতে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, তাঁহার ভালবাসার ধন ঘরে গিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল,—আহ্লাদে মায়ের চক্ষের জল পড়িতে লাগিল।

এই খানেই তাঁহার বাল্য জীবন একরূপ শেষ হইল। তাহার পর তিনি কেমন করিয়া নিজের চেষ্টায় টাকা উপার্জ্জন করিয়া ভালরূপ লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন, স্কুল হইতে কালেজে, কালেজ হইতে সংসারে, কেমন করিয়া তিনি নিজের সদ্গুণের দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কেমন করিয়া তাঁহার দেশীয় মহাসভার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, কেমন করিয়া হতভাগ্য কাফ্রীদিগকে স্বাধীন করিবার জন্য যুদ্ধ করিলেন, কেমন করিয়া সকলের মনের সম্মতিতে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হইলেন, সামান্য কাঠের ঘর ছাড়িয়া রাজবাড়ীতে আসিলেন, এ সকল বিশেষ করিয়া বলিবার স্থান আমাদের নাই।

একজন পাগলের বন্দুকের গুলিতে অবশেষে গার্ফীল্ডের প্রাণ গেল। যখন তিনি বাঁচিবেন কি মরিবেন তাহার স্থিরতা ছিল না, তখন একজন ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন ‘গার্ফীল্ড্ মরিয়া গেলে আমেরিকার ঘরে ঘরে ক্রন্দন উঠিবে।” আজ তাহাই হইয়াছে—এমন লোক আমেরিকাতে নাই, যে না আজ এই মহাত্মার মৃত্যুতে দুঃখ করিতেছে। এইরূপ জীবনই ধন্য! ধন্য গার্ফীল্ড্! ধন্য আমেরিকা।

রেলের গাড়ী।

বাল্যকালে আমার বিশ্বাস ছিল যে বাড়ীতে বা স্কুলে যেরূপ রেল থাকে, সেই রূপ রেলের উপর দিয়াই গাড়ী যায়, কিন্তু যখন সত্য সত্যই রেলের গাড়ী দেখিলাম, তখন জানিলাম সেরূপ নহে। মাটীর উপরে লোহার রেল শক্ত করিয়া বসান, তাহার উপর দিয়া গাড়ী যায়। দেখিয়া আগের ভুল চলিয়া গেল বটে, কিন্তু তখনও একটা বিশ্বাস মনে রহিল—তাহা এই যে, যেখানে রেলের গাড়ী যাইবে, সেখানকার সমস্ত জিনিশ ভয়ানক দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিবে, পল্লীগ্রামের সমস্ত ভাল ভাল খাবার জিনিশগুলি কলিকাতায় বা অন্যান্য বড় সহরে আসিয়া পড়িবে—আর গরিব পাড়াগেঁয়ে লোকেরা হাত তুলিয়া হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিবে!!!

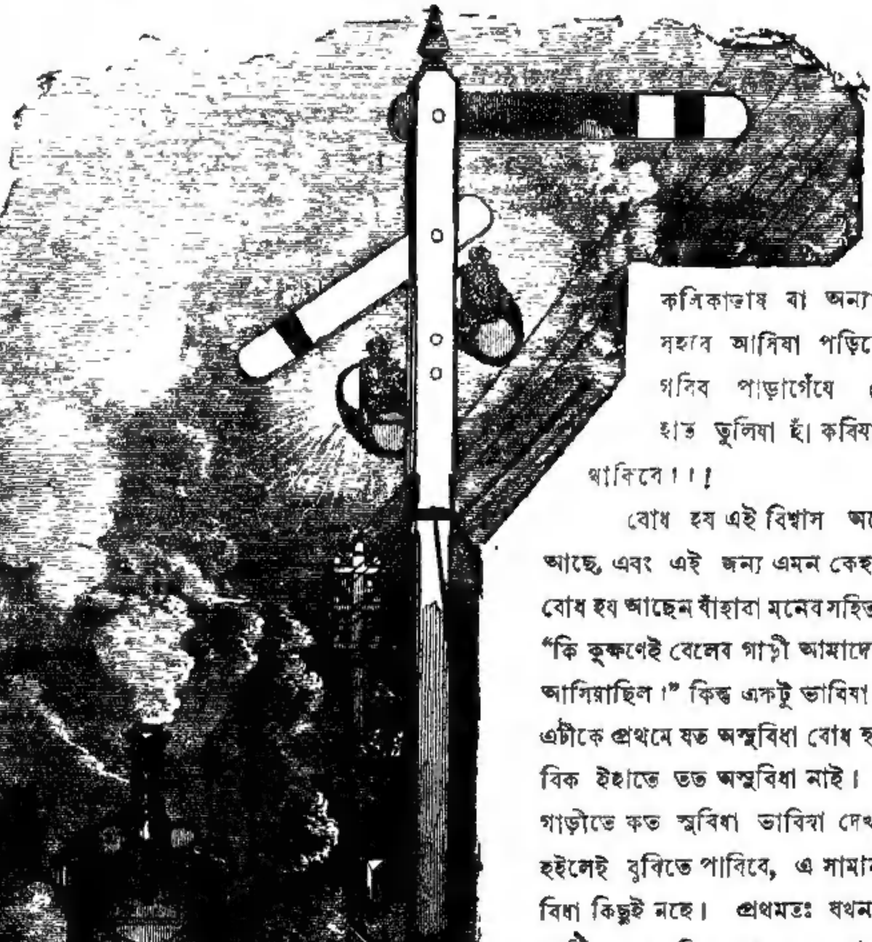

বোধ হয় এই বিশ্বাস অনেকেরই আছে, এবং এই জন্য এমন কেহ কেহ ও বোধ হয় আছেন যাঁহারা মনের সহিত ভাবে "কি কুক্ষণেই রেলের গাড়ী আমাদের আসিয়াছিল।" কিন্তু একটু ভাবিয়া এটাকে প্রথমে যত অসুবিধা বোধ হয়, ঠিক ইহাতে তত অসুবিধা নাই। রেলের গাড়ীতে কত সুবিধা ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, এ সামান্য অসুবিধা কিছুই নহে। প্রথমতঃ যখন রেলের গাড়ী দেশে ছিল না, তখন যাতায়াতের কত কষ্ট ছিল, ভাবিয়া দেখ। দূরদেশে যাইতে হইলে বাড়ীতে সকলের নিকট বিদায় লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতে হইত—পাছে আর ফিরিয়া আসিতে না হয়, রাস্তা ঘাট নানারূপ ভয়ে পূর্ণ ছিল; প্রাণটী হাতে করিয়া বাহির হইতে হইত। আর যখন রেলের গাড়ী হইল, তখন এই রূপ ভাবনা চলিয়া গেল—

লোকে অনায়াসে নির্ভয়ে দেশে বিদেশে যাইতে লাগিল।

দ্বিতীয়তঃ—তোমরা বোধ হয় জান বাণিজ্য অর্থাৎ কারবারের যত উন্নতি হয়, ততই দেশের উপকার হয়। রেলের গাড়ীর সৃষ্টি হওয়াতে যে এই দিকে ভয়ানক উন্নতি হইয়াছে, তাহার কি আর সন্দেহ আছে? কারবারের সৃষ্টি কেমন করিয়া হয় জান? মনে কর, পাটনায় খুব ভাল ডাল হয়, কিন্তু এত বেশী হয় যে সেখানকার সমস্ত লোকের কুলাইয়া গিয়াও অতিরিক্ত থাকে; এ দিকে আমাদের দেশে এত চাল হয় যে আমাদের প্রয়োজনের ও বেশী থাকে; অথচ আমাদিগের ডালের প্রয়োজন এবং পাটনার লোকদিগের চালের প্রয়োজন, তাহা হইলে পাটনার লোকে আমাদিগের চাল লইবে, এবং আমরা পাটনার ডাল আনিব। এখন, মনে কর পাটনা ও আমাদিগের দেশের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধা নাই, তাহা হইলে এদেশ হইতে [illegible] দেশে দ্রব্যজাত লইতে যে খরচ হইবে, তাহাতেই দ্রব্য গুলি ভয়ানক দুর্মূল্য হইবে। যে পরিমাণে যাতায়াতের সুবিধা, সেই পরিমাণেই কারবার চলিবে। রেলের গাড়ী হওয়াতে এই [illegible] তের সুবিধা কত বাড়িয়াছে, তাহা সকলেই [illegible]; আজ যে আমরা কলিকাতায় বসিয়া [illegible]য়াসে বৈদ্যবাটীর তরকারি, পদ্মার মাছ, এবং অন্যান্য স্থানের অন্যান্য ভাল জিনিস আহার করিতে পাইতেছি, ইহা কি রেলের গাড়ীর প্রসাদে নয়?

তৃতীয়তঃ—সহরে বা বড় বড় নগরে লেখা-পড়া এবং জ্ঞানের চর্চ্চা সর্ব্ব প্রথমে হয়, তাহা বোধ হয় জান। এখন, যদি সহর হইতে এই জ্ঞানের চর্চ্চা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবার সুবিধা না থাকিত, তাহা হইলে সহরেরই গুটী কয়েক লোক মাত্র বিচক্ষণ বুদ্ধিমান থাকিতেন, পল্লীগ্রামের লোক যে মূর্খ, যে অল্পবুদ্ধি, তাহাই থাকিত। কিন্তু রেলের গাড়ীর সৃষ্টি হইয়া যাতা-য়াতের সুবিধা বাড়িয়াছে; দেশ বিদেশ হইতে অনেক লোক সহরে বা বড় বড় নগরে আসিয়া জ্ঞান লাভ করিয়া যাইতেছেন; তাঁহাদের সহিত মিশিয়া, আলাপ করিয়া পল্লীগ্রামের লোকে অনেক নূতন কথা শিখিতেছে; আবার সহর হইতেও অনেক সুশিক্ষিত লোক নানা স্থানে গিয়া নানা রূপ উপদেশ দিয়া সাধারণ লোক-দিগকে শিক্ষিত ও উন্নত করিতে পারেন। কেবল যে লোকের মুখের দ্বারাই এই শিক্ষা হয়, তাহা নহে। আজকাল দেশে নানা রূপ সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে; রেলের গাড়ীর সাহায্যে সেই সকল পত্র দেশময় নানা রূপ নূতন সংবাদ ছড়াইয়া দিতেছে। আজ কলিকাতায় লাট সাহেব ও তাঁহার মন্ত্রীরা যে আইন করিবার পরামর্শ করিলেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই হিমালয় হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত সে খবর পৌছিল; লোকে সেই আইনের সম্বন্ধে চারিদিকে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল, এবং এই রূপে তাহাদের জ্ঞান বাড়িতে লাগিল।

চতুর্থতঃ—যাঁহাদের সহরে কারবার বা চাকরী করিতে হয়, রেলের গাড়ী হইবার পূর্ব্বে তাঁহা-দিগকে অনেক সময় সহরেই কাটাইতে হইত, বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে সহরের মহা গোলমালে ঝালাপালা হইতে হইত; কিন্তু এখন রেলের গাড়ী হইয়াছে বলিয়া অনেকেই নির্ভয় মনে সহরের ১০।১৫ ক্রোশ দূরেও থাকিতে পারেন; দরকার হইলেই কর্ম্মস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন। ইহাতে তাঁহাদের পল্লীগ্রামের শীতল বাতাস লাভ করাও হয়, অথচ সহরের কার্য্যাদিরও কিছুই ব্যাঘাত হয় না।

রেলের গাড়ীর এতগুলি সুবিধা; ইহা ভিন্ন আরও [illegible] সুবিধা আছে, তাহা [illegible] জিনিষ?

আর অসুবিধার মধ্যে পল্লীগ্রামের দ্রব্য, জিব মূল্য বাড়িয়া যায়, তাহা সত্য; কিন্তু অন্যপক্ষে আবার সহরের জিনিষ পল্লীগ্রামে সহজে আমদানি হইয়া, তাহার মূল্য কমিয়া যায়। কাগজ, কলম, ছুরি, কাঁচি, প্রভৃতি পূর্ব্বে যে মূল্যে পাওয়া যাইত, রেলের গাড়ী দেশ বিদেশে যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়া, তাহার মূল্য অনেক স্থানে কমাইয়া ফেলিয়াছে। আরও যত রেলওয়ে হইবে, তত আরও সুবিধা বাড়িবে। তবে কত সুবিধা হইল দেখ।

রেলের গাড়ী আমাদিগের দেশের জিনিষ নহে। আমরা পূর্ব্বকালের নানা রূপ রথের কথা শুনিতে পাই বটে, কিন্তু রেলের গাড়ী আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের জানা ছিল কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ। জলের বাষ্প দেখিয়া জেমস্ ওয়াট নামক কোন সাহেব স্থির করেন যে বাষ্পের জোর আছে, একথা আমরা গতবারে পাঠক [illegible] পাঠিকাদিগকে জানাইয়াছি। তিনি বাল্যকাল হইতেই নানা রূপ 'কারীকুরী' কাজে পটু ছিলেন; সম্প্রতি বাষ্পের এই গুণ আছে জানিতে পারিয়া তাহাকে কাজে লাগাইতে চেষ্টা পাইলেন। ইহার কিছুকাল পরেই মোটামুটি রকমের একখানি 'এঞ্জিন' অর্থাৎ বাষ্পীয় শকট প্রস্তুত হয়, কিন্তু তাহাতে ভাল রূপ কাজ চলিত না। অবশেষে মহাত্মা জর্জ ষ্টিফেন্‌সন (৪১শ পৃষ্ঠা দেখ) অনেক বুদ্ধি করিয়া বাষ্পীয় শকটের এরূপ উন্নতি করেন, যাহাতে সমস্ত বাষ্পের জোরে শকট চলিতে লাগিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় ৫২ বৎসর পূর্ব্বে লিভারপুল এবং ম্যাঞ্চেষ্টার নামক ইংলণ্ডের পশ্চিমদিকের দুটী নগ-[illegible] মধ্যে লোকজনের যাতায়াতের জন্য প্রথম রেলের গাড়ী খোলা হয়। সেই অবধি পৃথিবীর সমুদায় স্থানেই রেলের গাড়ী জালের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের দেশে আজ প্রায় ৩১।৩২ বৎসর হইল রেলের গাড়ী স্থাপিত হইয়াছে। * এখনও অনেক স্থানে রেলের গাড়ীর পথ প্রস্তুত হইতেছে। ছবিতে দেখ কেমন ধুঁয়া উড়াইয়া গাড়ী আসিতেছে। এক পাশে প্রকাণ্ড একটী থামের দুপাশে দুখণ্ড কাষ্ঠ লাগান রহিয়াছে দেখিতেছ? উহা গাড়ীর চিহ্ন বিশেষ। রাস্তায় বিপদাপদের সম্ভাবনা না থাকিলে আগে সংবাদ লইয়া, যে দিকে গাড়ী যাইবে সেই দিককার কাষ্ঠ খণ্ডটী নীচেকার শিকলির দ্বারা টানিয়া ফেলিয়া দেয়; যে গাড়ী চালায় সে তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারে, পথ পরিষ্কার—তখন সে স্বচ্ছন্দ মনে গাড়ী ছাড়িয়া দিতে পারে। রেলের পাশে পাশে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যুতের তার বসান থাকে। ইহার দ্বারা কোন্ সময় কোন্ গাড়ী কোথা হইতে কোথায় যাইতেছে, সমুদায় স্থানে তাহার খবরাখবর যায়, এরূপ না হইলে কার্য্যের বড় অসুবিধা হয়—দুখানি গাড়ী হয়ত পরস্পরের মুখে মুখে লাগিয়া ভয়ানক ক্ষতি হইল, কত লোকজন মারা গেল। আর পূর্ব্বে যদি সকল বিষয় ঠিক জানা থাকে, তাহা হইলে কোন গোলই হইতে পারে না।

যতই মানুষের সভ্যতা এবং জ্ঞান বাড়িতেছে, ততই আমাদের সুখ ও সুবিধার জন্য নিত্য নূতন নূতন যন্ত্র সকল বাহির হইতেছে। এই উন্নতি এবং জ্ঞানের যে কোথায় শেষ হইবে, কে বলিতে পারে?

"শীঘ্রগতি চল চল পরে লও সাজ,
কলিতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ।
কর ত্বরা! পড়ে থাক্ ছড়ি, ঘড়ি, তাজ।
দুয়ারে পুষ্পকরথ বেঁধেছে ইংরাজ।"

---

* এই [illegible] লর্ড ডালহৌসী আমাদিগের দেশের প্রধান শাসনকর্ত্তা অর্থাৎ বড় লাট সাহেব ছিলেন।

ভীমের কপাল।

৫ম অধ্যায়।

দীনদয়াল বাবুর ভাইবোন অনেক গুলি ছিল ; কিন্তু তাঁহারা এখন ভাই বোনে দুজন মাত্র বাঁচিয়া আছেন ; সুতরাং বাপ মা তাঁহাদিগকে বড়ই স্নেহ করেন। দীনদয়াল এবং তরলা যাহা কিছু করিবে, অন্যায় না হইলে, কর্ত্তার তাহাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। গৃহিনী বড় কোমলস্বভাবা ছিলেন। এইরূপ বাপ মায়ের সন্তান বলিয়াই দীনদয়াল দয়াতে পূর্ণ এবং তরলা করুণার ভাণ্ডার ছিলেন। তাঁহাদের ধন সম্পত্তি তত অধিক না থাকিলেও তাঁহারা এরূপ মিতব্যয়ী ছিলেন, যে সংসারের খরচ নির্ব্বাহ হইয়া দরিদ্রদিগের দুঃখ মোচনের জন্যও যথেষ্ট অর্থ থাকিত। দীনদয়াল বাড়িতে আসিলেই এইরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথায় কে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া বেড়াইতেন, এবং যদি দেখিতেন কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন, অমনি তাহাকে লইয়া বাড়ীতে আসিতেন। চতুর্দ্দশবর্ষীয়া তরলা এসকল বিষয়ে দাদার সঙ্গিনী ছিলেন। তাঁহারা দু ভাইবোনে গরিব দুঃখীদের জন্য যে কত কাঁদিয়াছেন তাহার সীমা নাই। দাদা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুঃখী, রোগী সংগ্রহ করিতেন, বোন তাহাদের রীতিমত সেবা শুশ্রূষা করিতেন। ফলতঃ দীনদয়াল বাবু বাড়ীতে আসিলে বাড়ীর দশা কিরূপ হইত তাহা নিম্নলিখিত গল্পটী হইতে বুঝা যাইতে পারে,—এক দিন চাকরেরা কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া গৃহিনীর কাছে উপস্থিত হইয়া বলিল "মা, আমাদের মাইনে হিসেব করে দিন, আমরা থাকিব না।" গৃহিনী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেনরে কি হয়েছে?" চাকরেরা বলিল "আপনারা ভদ্রলোক, আপনাদের চাকরী ক'রে দুটো করে খাব বলে এসেছি—কিন্তু ছোট বাবুর জ্বালায় আর তরু দিদির উৎপাতে রোজ এক দল ছোটলোকের খান্‌সামাগিরি করতে হয়, তা আমরা পারি না, এতে আমাদের মানের হানি হয়।" গৃহিনী মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া, জলখাবারের জন্য সকলকে পয়সা দিয়া তুষ্ট করিলেন।

সুজনখালীর মিত্রদের বাড়ী দয়ার মন্দির বলিলেও হয়। এই দয়ার মন্দিরে দীনদয়াল ভীমেন্দ্রকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। চাকরেরা দেখিবামাত্র পরস্পরকে টেপাটিপি করিয়া বলিতে লাগিল "যা বলিছি, ঐ আর একটা উৎপাত জুটিয়ে এনেছেন।" দীনদয়াল বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াই ছুটিয়া মাতার নিকট গেলেন এবং কি অবস্থায় ভীমেন্দ্রকে পাইয়াছেন, তাহা বলিয়া তরুকে তাঁহার সাহায্যের জন্য ডাকিলেন। তরু তখন স্নানের পর চুল শুকাইয়া চুল বাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছিল, দাদার কথা শুনিয়া কেশবিন্যাস রাখিয়া ছুটিয়া গেল। তাহারা দুজনে মিলিয়া ভীমেন্দ্রকে একটা বিছানায় শোওয়াইয়া খানিকটা পুষ্টিকর ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই উপযুক্তরূপ খাদ্য প্রস্তুত হইল। ভীমেন্দ্রকে দীনদয়াল পরিতোষমত আহার করাইলেন,—ভীমেন্দ্র সুস্থ হইল। প্রায় ৭ দিন ভীমেন্দ্র মিত্রদের বাড়ী রহিল।

উদ্ধত গোঁয়ার লোকের স্বভাবই এই, তাহারা কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিতে পারে না, এবং অনেক কাল অপরিচিত কাহারও আশ্রয়ে (বিশেষ আবশ্যক হইলেও) থাকিতে ভালবাসে না। ভীমেন্দ্র দেখিল দীনদয়ালদের বাড়ীর সকলেই তাহাকে নিজের বাড়ীর ছেলের মত দেখেন; দীনদয়াল, তরলা যখন যাহা প্রয়োজন সাধ্যমত তাহা যোগাড় করিয়া দেন, তথাপি ভীমেন্দ্র চঞ্চল হইয়া উঠিল, সেখানে আর অধিক কাল থাকিতে ইচ্ছা

হইল না। এক দিন বিকালে বেড়াইবার নাম করিয়া ভীমেন্দ্র নদীর ধারে গেল, এক জন মাঝির সহিত কলিকাতায় যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিল। ভীমেন্দ্র কি মূর্খ! মাঝির নাম জিজ্ঞাসা করিল না। মিত্রদের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া কাহাকেও কিছু বলিল না; অবশেষে যখন রাত্রি এক প্রহর, তখন ভীমেন্দ্র ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইল।

ভীমেন্দ্র! কি করিলে? যাঁহাদের সেবা শুশ্রূষায় বাঁচিয়া গেলে, যাইবার সময় তাঁহাদিগকে দুটো মিষ্ট কথা বলিতেও ইচ্ছা হইল না? এই কি তোমার কৃতজ্ঞতা? আর যাইবার সময় সিদ্ধি দাতা পরমেশ্বরের নামও লইলে না? ধন্য তোমার বুদ্ধির গতি!

অন্ধকার রাত্রিতে ভীমেন্দ্র কোন মতে পথ চিনিয়া গেল, এবং শীঘ্রই নৌকায় উঠিল। মাঝিরা জাগিয়াছিল, ভীমেন্দ্র উঠিবা মাত্র নৌকা ছাড়িয়া দিল। সমস্ত রাত্রি নৌকা চলিল। একটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই সমস্ত রাত্রির মধ্যে কখনও বিপরীত স্রোত হয় নাই। পরদিন প্রাতে যখন দীনদয়ালদিগের বাড়ীতে ভীমেন্দ্র কোথায় গেল খোঁজ আরম্ভ হইল, এবং স্নেহময়ী তরু ছল ছল চক্ষে বসিয়া পড়িল, তখন ভীমেন্দ্র একটা প্রকাণ্ড নদীর উপরে নৌকার মধ্যে। দীনদয়ালদিগের বাড়ীতে শীতে কষ্ট পাইতে হইত না, কিন্তু নৌকায় ভীমেন্দ্র ভয়ানক কষ্ট পাইল। প্রাতে সূর্য্য ভালরূপ উদয় হইলে ভীমেন্দ্র নৌকার ভিতর হইতে বাহির হইল; কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল গত কল্য যে নৌকা ভাড়া করিয়াছিল এবং যে মাঝির সহিত কথা বলিয়াছিল এ সে নৌকা নহে, এবং এ নৌকায় সে মাঝি নাই। মাঝিরাও আশ্চর্য্য হইয়া টেপাটিপি করিয়া বলিতে লাগিল "এ কোন্ বাবুরে!"— কিন্তু চেঁচামেঁচি করিল না। ভীমেন্দ্রের কিছু আশঙ্কা হইল, কিন্তু কিছুই বলিল না। নৌকা চলিতে লাগিল। রাত্রি শেষে একটা ছোট নগরের নিকটে নৌকা থামিল। মাঝিরা অপরাহ্নে রন্ধন ও আহারাদি করিয়া লইয়াছিল—কিন্তু ভীমেন্দ্রের যে কি হইবে তাহা তাহারা জিজ্ঞাসা করে নাই, ভীমেন্দ্রও তাহা ভাবে নাই। নৌকা থামিলে মাঝিরা বলিল "বাবু নামুন।" ভীমেন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া নামিল। মাঝিরাও টাকা চাহিল না, ভীমেন্দ্রও দিল না; সেই নগর মধ্যে ভীমেন্দ্র প্রবিষ্ট হইল। ক্রমশঃ—

কেন্দ্রীয় উষা।

গদীশ্বর এই পৃথিবীর কত স্থানে যে কতরূপ সুন্দর দ্রব্যের সৃষ্টি করিয়া মানুষের সুখ স্বচ্ছন্দতা বাড়াইয়াছেন তাহার সীমা নাই, কেন্দ্রীয় উষা নামক দ্রব্যটী এই সকল আশ্চর্য্য সৃষ্টির মধ্যে একটী।

পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে যদি চারিদিকে ঘুরাইয়া একটী রেখা টানা যায়, তাহা হইলে সেই রেখাকে বিষুব রেখা বলে। এই বিষুব রেখার দুপাশে খানিক দূরে যে সকল দেশ, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা গরম। এই সকল দেশ হইতে যতই উত্তরে এবং দক্ষিণে যাওয়া যায় ততই শীত বেশী পৃথিবীর কেন্দ্র অর্থাৎ ঠিক উত্তর ও দক্ষিণ সীমা ভয়ানক শীতে চির কাল বরফ-ঢাকা হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশের একটী নিয়ম এই যে তথায় দিন ছোট, রাত বড় হইয়া যায়, যে দেশে শীত যে পরিমাণে বেশী, সেই দেশে দিন তত ছোট এবং রাত তত বড়। এই হিসাবে ধরিয়া গেলে পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটে সকল দেশ, সেখানে কি হইতে পারে ভাবিয়া দেখ। আমরা শুনিয়াছি সেই দেশে ছমাস দিন এবং ছমাস রাত্রি হয়। কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে কি সেখানকার

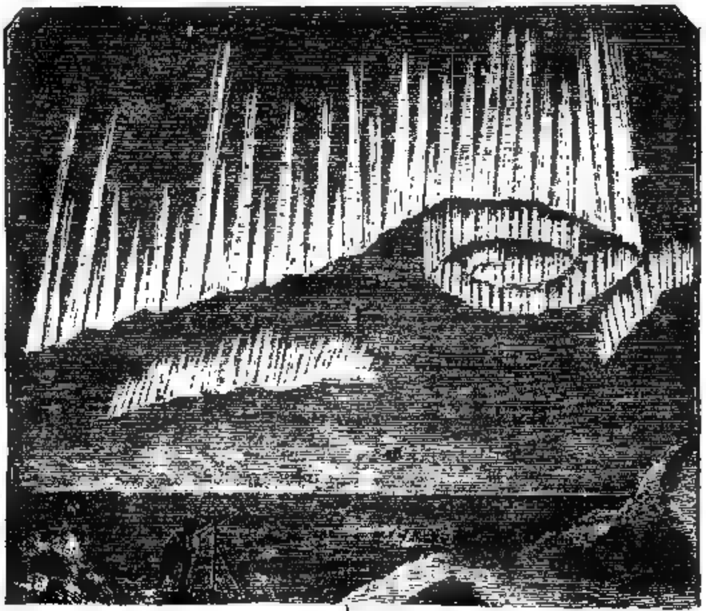

লোক রাত্রির ছমাস কুম্ভকর্ণের মত ঘুমাইয়া কাটায় ? না, তাহা কেন ? তাহারা আমাদেরই মত ৬।৭ ঘণ্টা ঘুমায়, এবং অন্য সময় আমাদেরই মত সংসারের কাজ কর্ম্ম করে ! কিন্তু অন্ধকারের সময় কাজ কর্ম্মের কত অসুবিধা ভাবিয়া দেখ। এই জন্য দয়াময় জগদীশ্বর কেন্দ্রীয় উষা নামক এক রূপ আলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা অদ্য তাহারই একটী চিত্র প্রদান করিলাম। সকল স্থলের কেন্দ্রীয় উষা দেখিতে একরূপ হয় না, কিন্তু কার্য্য সকল গুলিরই একরূপ। অন্ধকারের সময় আকাশে উঠিয়া উত্তম আলোকে সমস্ত দেশ উজ্জ্বল করিয়া কেন্দ্রীয় উষা সেই দেশের লোকদিগের লম্বা রাত্রির কষ্ট দূর করিয়া দেয় যদিও সূর্য্যের আলোকের [redacted] উষার আলোক তত পরিষ্কার নহে, তথাপি এই আলোকে লোকের অনেক অসুবিধা দূর হয়। ভোর বেলা আমাদের যেরূপ অস্পষ্ট আলো হয়, কেন্দ্রের এই আলোকমালারও সেই রূপ আলো, এই জন্যই বোধ হয় ইহার নাম কেন্দ্রীয় উষা। এই আলোকটী কোথা হইতে কেমন করিয়া আসে তাহা ভালরূপ জানা যায় নাই, এবং যাহা জানা গিয়াছে তাহা লিখিলেও অল্পবয়স্ক পাঠক পাঠিকাদিগের বুঝিতে একটু শক্ত হইবে সুতরাং সে বিষয়ে বলিবার প্রয়োজন নাই।

জগদীশ্বর এইরূপ অনেক স্থানে অনেকরূপ সুন্দর সুন্দর দ্রব্য সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দেখিলে অথবা তাহার বিষয় শুনিলে অবাক্ হইতে হয়, এবং পরমেশ্বরকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

একটী আশার কথা।

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত আমাদিগের পাঠকগণকে জানাইতেছি, যে আমাদিগের মফস্বলের কোন পাঠক গতবারের ধূমপান বিষয়ক প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া, তামাক খাওয়া একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি [redacted] আমাদিগকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল; নাম প্রকাশ লজ্জার কারণ হইতে পারে বলিয়া, প্রকাশ করা [redacted] না।

"মহাশয় !

আমি পূর্ব্বে হইতে তামাক খাইতাম; কিন্তু "সখার" একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া [redacted] হইতে তামাক খাওয়া ছাড়ি-

দিবের [redacted] পরিত্যাগ করিলাম। ইতি, তারিখ ৬০ই চৈত্র, ১২৮৯ সাল।"

শ্রী—————

'সখা'র-পাঠক মাত্রেরই শুনিয়া আহ্লাদ হইবে যে বালকদিগের মধ্যে যাহাতে ধূমপান প্রচলিত না হয়, তাহার জন্য এখানকার কোন কোন বন্ধু একটী সভা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। যদি সভাটী বাস্তবিক স্থাপিত হয়, তাহা হইলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

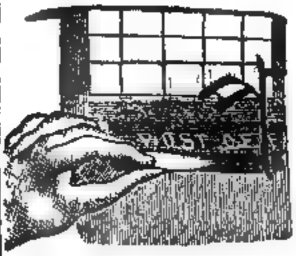

পত্রপ্রেরকদের প্রতি।

আমরা এবার এত স্থান হইতে এতগুলি পত্র পাইয়াছি যে সমস্ত গুলির প্রাপ্তি স্বীকার পর্য্যন্ত আমরা করিতে পারিতেছি না। যাঁধার উত্তর যাঁহারা ঠিক দিতে পারিয়াছেন, কেবল তাঁহাদেরই নাম যথাস্থানে প্রকাশিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সরকার, হেয়ার স্কুল।—

প্রথমবারে বালকবালিকাদিগের আলোচনার [redacted] খানিকটা স্থান রাখিবার কথা ছিল, কিন্তু অদ্যাবধি কেহই কোন বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন নাই কাজেকাজেই সে বিষয়ে কোন কাজ হয় নাই। কি বিষয়ে আলোচনা চলিবে, তাহা ঠিক করিয়া দেওয়া সম্পাদকের কার্য্য নহে।

বালিকা সমিতির সভ্যগণ, বেথুন স্কুল।

যাঁধার উত্তরগুলি সমস্তই ঠিক হইয়াছে, কিন্তু এক সঙ্গে না মিলিয়া প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে উত্তর বাহির করিলেই ভাল হইত।

শ্রীকালিদাস রায় চৌধুরী, মাধবকাটী।

হেঁয়ালীটি অত্যন্ত দীর্ঘ,—বিশেষতঃ তাহার কি [redacted] হইবে, লিখেন নাই।

শ্রীতুলসীচরণ দে, শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, কালিহাটি।—যে হেঁয়ালী গুলি পাঠাইয়াছেন, তাহার উত্তরও সেই সঙ্গে পাঠান উচিত ছিল।

শ্রীচুনিলাল ঘোষ, কৈখালি।—হেঁয়ালী গুলির উত্তর পাঠান নাই।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কালিকাটী।—হেঁয়ালী গুলি প্রকাশ করা যাইবে কিনা, আমরা সে বিষয়ে বিবেচনা করিব।

শ্রীতারাপ্রসন্ন বসু, ধূলজুরি।—আপনার উৎসাহপূর্ণ পত্রের জন্য ধন্যবাদ। সখার লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই সুপরিচিত নহেন, কাজেই নাম প্রকাশ করা [redacted] নাই। যাহা হউক, যদি জানিতে ইচ্ছা করেন, সখার আগামী কোন সংখ্যায় তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা যাইতে পারে।

শ্রীশ্যামাচরণ রায়, কাড়াপাড়া।—আপনার উৎসাহপূর্ণ পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। রচনাটী আপাততঃ বিবেচনাধীন রহিল।

শ্রীমন্মথনাথ পাল, বরাহনগর।—ভাল হয় নাই।

শ্রীধ, গ, [redacted] ঙিক, চ, কলিকাতা।—বেশ হইয়াছে, কিন্তু কিছু শক্ত বলিয়া প্রকাশিত হইল না।

শ্রীবনবিহারী বন্দোপাধ্যায়, ফরিদপুর।—মন্দ হয় নাই, আপাততঃ বিবেচনাধীন রহিল। কেবল পদ্য না লিখিয়া যাহাতে বুদ্ধিব্যয় করিতে হয়, এরূপ বিষয়ও লিখিবেন। সাধারণতঃ বিজ্ঞান, জীবন চরিত, ইতিহাস বা এইরূপ অন্য কোন বিষয় লিখিলেই ভাল হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ পাল, পিরোজপুর। 'সখা'র মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১।০ মাত্র। এইরূপ অল্প মূল্য সকলেই গ্রহণ করিতে পারেন; বিশেষতঃ পত্রিকার যে ব্যয় তাহাতে ইহা অপেক্ষা কম মূল্যে দিতে গেলে কাজ চলেনা, এই [redacted] আমরা নিয়ম করিয়াছি—সিকিমূল্য, অর্দ্ধমূল্য বা তিন চতুর্থাংশ মূল্যে কাহাকেও পত্রিকা দিব না।

শ্রীপ্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভৃতি—বরিশাল গবর্ণমেন্ট স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী। আপনাদের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। গতবারের প্রশ্নগুলির উত্তর সব ঠিক [redacted] নাই।

শ্রীকরুণানিধান সিংহ, কাঁথাড়া। মন্দ হয় নাই, কিন্তু স্থানে স্থানে ছন্দ পতন হইয়াছে, যাহা হউক আপাততঃ বিবেচনাধীন রহিল।

শ্রীবিঃ, সিনং, "উকিলের পরামর্শ," কলিকাতা; ছাপাভাব।

———

ধাঁধা।

পূর্ব্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। ঝি-লি-পি, ছা-না-ভা-জা। ২। 'ক' এই অক্ষরটী। ৩। পারাবতগণ। ৪। দীর্ঘসূত্রতা, ঈশ্বরপরায়ণতা। ৫। 'সন্তান' এই কথাটী হইতে 'তান্' ছাড়িয়া দিলে সন্ থাকে, তাহার নিকটে 'দেশ' এইটী বসাইলে 'সন্দেশ' হয়। ৬। কলম।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে উপরের প্রশ্নগুলির ঠিক উত্তর পাওয়া গিয়াছে;—বালিকা সমিতি, বেথুন স্কুল; শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য, পাতরীর বাগান, কলিকাতা; শ্রীহবিবুদ্দীন আহম্মদ, কলিকাতা মাদ্রাসা, শ্রীশারদানাথ বাঁ, বগুড়া; শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, গোপালপুর, শ্রীসতীনাথ বসু, বাগেরহাট; শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র, কলিকাতা, শ্রীমুক্তিদারঞ্জন রায়, কিশোরগঞ্জ।

নূতন।

১। আমার প্রসাদে কেহ ধনরত্ন পায়,
কৃপায় আমার কারো তৃষ্ণা দূরে যায়।
তিনটী অক্ষর মম সুন্দর শরীরে,
প্রথম ছাড়িলে সবে ঘৃণা করে মোরে।
দ্বিতীয় ছাড়িলে পরে বালক উল্লাসে,
ছাড়িলে তৃতীয় বর্ণে ন্যূনতা প্রকাশে।
কালেতে সুলভ আমি অকালেতে নই,
বলতো সুবোধ শিশু আমি কেবা হই।

২ একি দেখি সর্ব্বনাশ। ডাকাতে ঘিরিল বাড়ী
ঘেরা হ'তে ঘর পালালো, গৃহীর গলায় দড়ি।
বলতো কেমন করে?

৩। আমি যদি না থাকি, ত' হ'লে রক্ষা থাকে না; কিন্তু তবুও মানুষ আমাকে দুচোখে দেখতে পারে না। আমার প্রথম ও তৃতীয় অক্ষর এক সঙ্গে লইলে থাকবার জায়গা হয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অক্ষর এক সঙ্গে লইলে খেলাবার জিনিস হয়। বলতো আমি কে?

৪। রাখালের বাপ আমার সমস্তটা; তিনি এক দিন আফীস্ হইতে আসিয়া আমার প্রথম ও দ্বিতীয় দিয়া দেখিলেন, রাখাল তাঁহার হুকুম না মানিয়া তাহার ভগ্নীর প্রথম ও তৃতীয় লইয়া খেলা করিতেছে। তিনি রাগিয়া রাখালকে আমার দ্বিতীয় ও তৃতীয় মারিলেন।

৫। গ্রীষ্মকালে পথ হাটিয়া যে মানুষ বাড়ীতে আসে তাহাকে পাখী বলা যায় কি না? পাখীতে তাহাতে তফাত কি?

সখা

সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। 'সখা'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত এক টাকা চারি আনা। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র। ডাকের নোট, মণি অর্ডার, বা অর্দ্ধ আনার টিকিটে মূল্য পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ একখানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালক বালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালকবালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সম্বাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে, কেবল রচনা পরামর্শ প্রভৃতি, সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল বা কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে, তাহার উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রথম ভাগ। মে ১৮৮৩, বৈশাখ ১২৯০। ৫ম সংখ্যা।

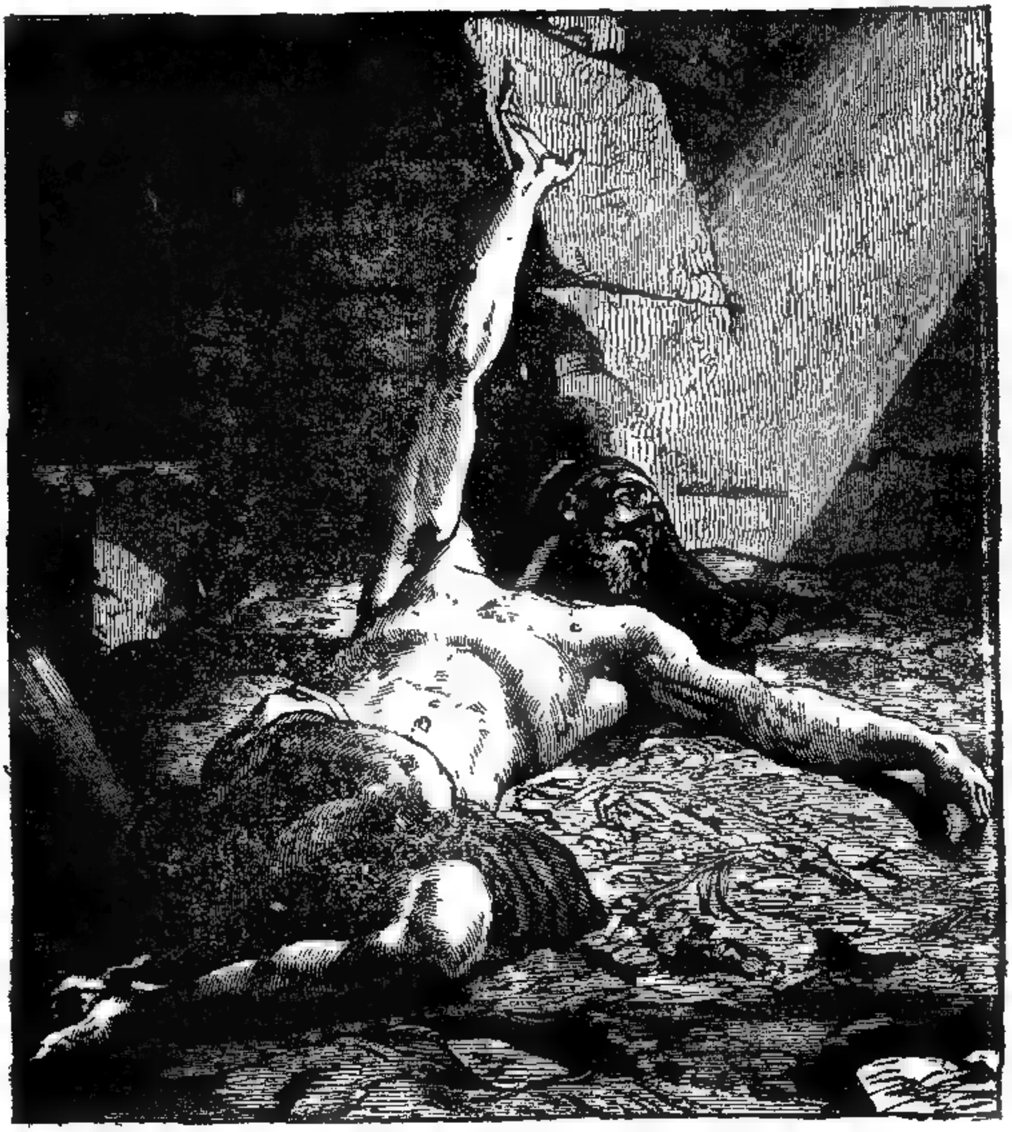

ভীমের কপাল।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন "তাইতো, কেমন হ'লো? টাকা না নিয়েই চলে গেল! ব্যাপারটা কি?"। সুতরাং অধিক বিলম্ব না করিয়া এই খানেই বলিয়া রাখি ব্যাপারটা কি? যে নৌকা ভীমেন্দ্র ইতিপূর্ব্বে স্থির করিয়াছিল, তাহার মাঝিরা প্রথমতঃ স্বীকৃত ছিল বটে, কিন্তু ভীমেন্দ্র চলিয়া গেলে, তাহারা পরামর্শ করিল যে ওরূপ ছেলেমানুষকে লইয়া যাওয়া উচিত নয়, এই স্থির করিয়া তাহারা নৌকা খুলিয়া পরপারে গিয়া বাঁধিয়া থাকিল। এদিকে আর একখানি নৌকা সেই ঘাটে আসিয়া বাঁধিয়াছিল, এ নৌকা বগুড়ার পুলীশের দারগা বাবুর। গদাধর বাবু কোন সরকারী কাজে সুজনখালীর নিকটে আসিয়াছিলেন; রাত্রিতেই তাঁহার ফিরিয়া যাইবার কথা;—তিনি পুলীশের লোক, চোর ডাকাত ধরিবার জন্য সর্ব্বদা সাবধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মাঝিরা তাঁহার অনুমতি পাইয়াছিল, "আমি নৌকায় উঠিলেই নৌকা খুলিয়া দিবে, কোনও কথাবার্ত্তার প্রয়োজন নাই—তাহা না হইলে কাজ উদ্ধার করা কষ্টকর হইয়া উঠিবে;" আবার যখন ভীমেন্দ্র নৌকায় উঠিয়াছিল, বাবুটীরও সেই সময় আসিবার কথা ছিল; সুতরাং ভীমেন্দ্র নৌকায় উঠিবা মাত্রই মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি ভীমেন্দ্র শীতে কষ্ট পাইয়াছিল, কিন্তু সে ভীমেন্দ্রের দোষ;—নৌকায় বেশ বিছানা ছিল, কিন্তু ভীমেন্দ্রের তাহা ব্যবহার করিতে সাহস হইল না। অর্দ্ধেক পথে গিয়া যখন মাঝিরা দেখিল ভীমেন্দ্র তাহাদের বাবু নহে, তখন তাহারা ভাবিল "এখন যদি ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে দারগা বাবু বিরক্ত হইবেন, যদি বগুড়া পর্য্যন্ত যাই, তাহা হইলেও বিরক্ত হইবেন,—তবে একবার বগুড়ায় ঘরে যাওয়াই ভাল।" এই ভাবিয়া তাহারা ভীমেন্দ্রকে লইয়া আসিয়াছিল। ভীমেন্দ্রকে নামাইয়া দিয়া মাঝিরা কিছুকাল বিশ্রাম করিল এবং আবশ্যক দ্রব্যাদি ঘর হইতে লইয়া পরে দারগা বাবুকে কি বলিবে ভাবিতে ভাবিতে নৌকা ছাড়িয়া দিল।

ভীমেন্দ্র নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। করতোয়া নদীর তীরে বগুড়া নগর অবস্থিত। স্থানে স্থানে নদীর ধারের শোভা অতি মনোহর—বিশেষতঃ যাহারা নূতন আসিয়াছে তাহাদের পক্ষে। ভীমেন্দ্র এ শোভা দেখিবার জন্য দাঁড়াইল না। সেই আত্মীয় স্বজন শূন্য স্থানে ভীমেন্দ্র ক্ষুধার জ্বালায় মলিন মুখে একাকী বেড়াইতে লাগিল। প্রাতঃকালে অনেক বাবু বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই ভীমেন্দ্রকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না, ভীমেন্দ্রও কাহাকে কোন কথা বলিল না। এক জন ১৫ বৎসরের বালক কতক্ষণ এইরূপে বেড়াইতে পারে? পরিশ্রান্ত হইয়া ভীমেন্দ্র একটা ঝাউগাছের তলে বসিয়া পড়িল। বাতাসের সহিত মাথা নাড়িয়া ঝাউগাছগুলি হুঁ হুঁ করিয়া যেন ভীমেন্দ্রের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতেছিল। ভীমেন্দ্র সেই শব্দ শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িল। এই সময়ে মুন্সেফ আদালতের উকিল হরিপদ বাবু এই রাস্তায় যাইতেছিলেন, তিনি দেখিলেন একটী শীর্ণকায় বালক পথের পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। সেই নগরের মধ্যে হরিপদ বাবু ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত। যাঁহারা হরিপদ বাবুকে চিনিতেন না, তাঁহারা অনেক সময় তাঁহাকে গালাগালি দিতেন, কিন্তু তাঁহাকে যাঁহারা চিনিতেন, তাঁহারা সকলেই

শ্রদ্ধা করিতেন। হরিপদ বাবু অধিক লেখাপড়া জানিতেন না বটে, কিন্তু সকলেই তাঁহাকে বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান বলিয়া জানিত। উকিল হইলেই প্রবঞ্চক হইতে হয় যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা শুনিলে কি মনে করিবেন জানি না, হরিপদ বাবু অসত্যের, প্রবঞ্চনার ছায়াতেও থাকিতেন না, যে মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া হরিপদ বাবুর বিশ্বাস হইত, যথেষ্ট অর্থের আশা থাকিলেও তাহাতে তিনি হাত দিতেন না। হরিপদ বাবুর আর একটী অসাধারণ গুণ এই ছিল যে তিনি সকল ধর্ম্মকেই শ্রদ্ধা করিতেন, কখনও কোনও ধর্ম্মকে পরিহাস করিতেন না, এই জন্যই হরিপদ বাবু ব্রাহ্ম হইয়াও সকলের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। হরিপদ বাবু নিকটে আসিয়া ডাকিলেন "ওহে, তুমি কে এখানে ঘুমুচ্ছো ?" ভীমেন্দ্র জাগিয়া উঠিয়া বসিল। হরিপদ বাবু পুনশ্চ ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভীমেন্দ্র বলিল "আমি কে, কোথায় আছি, তা কিছুই জানি না।" এইরূপ উত্তরে হরিপদ বাবু কিছু অপ্রস্তুত হইলেন, বলিলেন "তুমি কে তাও জান না, কোথায় এসেছ তাও জান না ? ভাল, এখানে এলে কি করে ?"

ভীমেন্দ্র বলিল, "তাও জানি না।"—ভীমেন্দ্র এইরূপে কথার উত্তর দিতেছে কেন বোধ হয় পাঠক পাঠিকারা বুঝিতে পারিয়াছেন। দুটী কারণে ভীমেন্দ্র এইরূপ করিতেছে, প্রথম কারণ কিরূপে নিজের পরিচয় দিলে বাবুটী চিনিতে পারিবেন তাহা, ভীমেন্দ্র ভাবিয়া পাইতেছিল না, কোন্ স্থানে এই-রূপ কথাবার্ত্তা হইয়েছিল, ভীমেন্দ্র বাস্তবিকই তাহা জানিত না ; তাহার পর এই স্থানে আসিবার ব্যাপার এত আশ্চর্য্য যে যদিও পাঠক পাঠিকা কি ঘটনা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন, ভীমেন্দ্র এখনও তাহা বুঝিতে পারে নাই ; দ্বিতীয় কারণ ভীমেন্দ্র ক্ষুধার জ্বালায় মৃতপ্রায় হই-য়াছে, এখন সবিশেষ বলিতে কোনরূপ ইচ্ছা নাই। হরিপদ বাবু বালকের চেহারা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন বালকটী কোন বিপদে পড়িয়াছে ; তখন তিনি স্নেহের সহিত তাহার হাত ধরিলেন এবং বলিলেন "আমার বাড়ীতে এস ; কিছুকাল বিশ্রাম করিলে, তাহার পর সকল কথা শুনিব।" ভীমেন্দ্র কলের পুতুলের ন্যায় উঠিল এবং ভাবিতে ভাবিতে, হরিপদ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে গেল।

বাড়ীর কর্ত্তা ধার্ম্মিক হইলে বাড়ীর কেহই যে অসৎ থাকিতে পারে না, হরিপদ বাবুর বাড়ী তাহার এক প্রমাণ। ভীমেন্দ্র যখন হরিপদ বাবুর বাড়ীতে গেল, তখন হরিপদ বাবুর ছেলে মেয়ে গুলি ছুটিয়া আসিল এবং 'ইনি কে, বাবা ?' 'আমাদের বাড়ীতে থাক্‌বেন কি ?' ইত্যাদি কথা বলিয়া [redacted] মিনিটের মধ্যেই ভীমেন্দ্রকে আপনার লোক করিয়া তুলিল। একটী ছেলে বলিল "বাবা, এঁকে কি ব'লে ডাক্‌বো ?" হরিপদ বাবু মহামুস্কিলে পড়িলেন, হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, ডাকবার বন্দোবস্ত পরে হবে, আগে ওঁর জলখাবা-রের বন্দোবস্ত কর দেখি, উনি বোধ হয় অনেক ক্ষণ কিছু খান নাই।" ছেলেরা যেন বিদ্যুতের মত হরিপদ বাবুর বাড়ী আলো করে ছুটিয়া গেল। মায়ের নিকট হইতে পয়সা লইয়া একটী বড় ছেলে দোকান হইতে খাবার লইয়া আসিল ; একটী মেয়ে আসন ও জলের গেলাস আনিল—যাহারা কিছুই লইয়া যাইতে পারিল না, তাহারা বড় দুঃখিত হইল, এবং এই দুঃখের কিছু উপশম করিবার জন্য আগে গিয়া খবর দিল "বাবা, খাবার আস্‌ছে।" গোঁয়ার ভীমেন্দ্র অসুখের অবস্থায় দীনদয়াল ও তকর নিকট যে স্নেহ পাইয়াছিল, দেখিল এখানে তদপেক্ষা কম নহে, বরং অধিক।—হরিপদ বাবুর আয় [redacted] অধিক নহে—অথচ পরিবারে লোক সাত আটটী, সুতরাং হরিপদ বাবুর একটী বই দাসী নাই। হরিপদ বাবু টাকা হাতে হইলে একেবারে অনেক দিনের

জন্য জিনিশ কিনিয়া রাখিয়া দেন, তাহাতে পয়সার সুবিধা হয়।—হরিপদ বাবুর স্ত্রী নিজে রন্ধন করেন, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখান, এবং ঘরদ্বার সজ্জিত করেন।—এই সকল কার্য্য সমস্ত দিন করিয়াও বসন্তবালা দেবীর মুখ কখনও মলিন দেখা যায় নাই।—ফলতঃ আলস্য বলিয়া একটী কথা হরিপদ বাবুর বাড়ীতে শুনা যাইত না।—এইরূপ স্নেহের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া ভীমেন্দ্রের গোঁয়ার প্রকৃতি যে কোথায় গেল, তাহার স্থিরতা রহিল না।—সকল ছেলেমেয়েরাই ভীমেন্দ্রকে 'দাদাবাবু' বলিয়া ডাকে, এখন ভীমেন্দ্র কাহার উপর রাগ প্রকাশ করিবে? ভীমেন্দ্র বালকবালিকাদিগকে নিজের ভাই বোনের মত ভাল বাসিতে শিখিয়াছে, ভালবাসায় তাহার মন গলিয়া জল হইয়া গিয়াছে—সে মনে আর রাগের বা তেজের স্থান কোথায় হয়? পাঠক পাঠিকা, জান কি কে প্রায়ই গোঁয়ার বা একগুঁয়ে হয়? যে কাহারও জন্য ভাবে না, যে মনে করে তাহার জন্য কেহ ভাবে না, সেই কঠিন হৃদয় হইয়া উঠে। কিন্তু যখন ভাল বাসিবার লোক ভগবান যুটাইয়া দেন, যখন আমার আপনার জনের জন্য ভাবিতে এবং তাহাদিগকে ভাল বাসিতে ভগবান শিক্ষা দেন, তখন আর গোঁয়ারের ভাব থাকেনা। ভীমেন্দ্র একথা বুঝিল।—ভীমেন্দ্র আর একটা বিষয় দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল—সেই বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলি বাপ মায়ের সহিত মিলিয়া প্রত্যহ ব্রহ্মসঙ্গীত গান করে, এবং ঈশ্বরের নাম করে। ভীমেন্দ্রের এতদিন বিশ্বাস ছিল, গান করাটা একটু খারাপ কাজ, সুতরাং বাপমায়ের সাক্ষাতে গান করা কখনই হইতে পারে না; তাহার আরও বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরের নাম করা, ধর্ম্মকর্ম্ম করা, এ সকল বৃদ্ধদের কাজ, ছেলেদের নহে; সুতরাং এখানে তাহার বিপরীত দেখিয়া কিছু অবাক্ হইল। ভীমেন্দ্র কখনও ঈশ্বরের নাম করিতে শিক্ষা করে নাই, সুতরাং হরিপদ বাবুর বাড়ীতে যখন উপাসনা হইত, তখন ভীমেন্দ্র এক পার্শে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, এবং ভাবিত "এ বাড়ীর ছেলে মেয়েগুলি পর্য্যন্ত যে ভাল একি এই ঈশ্বরের নাম করার গুণে? তাহা যদি হয় তবেতো ঈশ্বরোপাসনা ভাল।" ভীমেন্দ্র এইরূপ ভাবিত কিন্তু উপাসনা কি রূপে করিতে হয়, জানিত না বলিয়া কখনও উপাসনা করিত না।

এইরূপে পাঁচ ছয় দিন হরিপদ বাবুর বাড়ীতে কাটিয়া গেল। দীনদয়াল বাবুদের বাড়ী হইতে ভীমেন্দ্র দীনদয়ালকে দুঃখিত করিয়া, গুরুকে কাঁদাইয়া, সকলকে ব্যস্ত করিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল, ভীমেন্দ্র এখান হইতে পলাইবার কোনও চেষ্টা করিল না; কিন্তু কিছুকাল পরে কলিকাতায় যাইবার জন্য অত্যন্ত মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল।—এক দিন বসন্তবালাদেবী রন্ধন গৃহে আপনার কার্য্য করিতেছিলেন, এমন সময় ভীমেন্দ্র সেইখানে গেল। ভীমেন্দ্রকে সেইখানে দেখিয়া ছেলেগুলি ছুটী একটী করিয়া সেইখানে গিয়া যুটিল। ইহাদের ছাড়িয়া যাইবার কথা কেমন করিয়া গৃহিণীকে বলিবে ভাবিয়া ভীমেন্দ্রের চোখে জল আসিল। একটী ছোট বালিকা তাহা দেখিতে পাইয়া ছোট মুখটী কাল করিয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া গেল, এবং মায়ের মুখে হাত দিয়া বলিল "ওমা! মা! দাদাবাবুর খিদে পেয়েছে—দাদাবাবু কাঁদছে।" সরলার বিশ্বাস ক্ষুধা না পাইলে মানুষ কাঁদে না; কারণ হরিপদ বাবু কখনও বালক বালিকাদিগকে প্রহার করিতেন না। বসন্তবালা ভীমেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইলেন, দেখিলেন চোখের কোণে [illegible] শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া বসন্তবালা জিজ্ঞাসা করিলেন "ভীমেন্! বাবা, তুমি কাঁদছো কেন?" পাঠক পাঠিকা

দিগের মধ্যে বোধ হয় সকলেই জানেন দুঃখের সময় যদি কেহ দুটো মিষ্ট কথা বলে, তাহা হইলে দুঃখটা আরও যেন অধিক বোধ হয়—আর চোখের জল রাখা যায় না। ভীমেন্দ্র বাটীর গৃহিণীর এইরূপ ব্যস্ততা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কিছুই বলিল না। অবশেষে অতি-কষ্টে বলিল "আমি অনেক কাল মাকে দেখি নাই আমার বিধবা মা আমার জন্য না জানি কত কষ্ট পাইতেছেন; আমার কলিকাতায় যাইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু—।" ভীমেন্দ্র আর বলিতে পারিল না। ছেলেমেয়েদের কোমল হৃদয়ে ভীমেন্দ্রের রোদনে আঘাত লাগিল, তাহারাও কাঁদিতে লাগিল। বসন্তবালা দেবী আঁচলের কোণে চক্ষু মুছিলেন। অবশেষে হরিপদ বাবু আফীশ হইতে বাড়ীতে আসিলে স্থির হইল যে ভীমেন্দ্রকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু ভীমেন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে—বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ ১ বার—স্কুল ছুটি হইলে বগুড়ায় আসিতে হইবে; যাতায়াতের সমস্ত ব্যয় হরিপদ বাবু দিবেন। ভীমেন্দ্র যে চলিয়া যাইতেছে ছেলেদের একথা জানান হইবে না। এইরূপ বন্দোবস্তের পর হরিপদ বাবু ভীমেন্দ্রকে কিছু পথের খরচ দিলেন, একটী বাক্স পুরিয়া কিছু কাপড় ও খাবার দিলেন। হরিপদ বাবু ভীমেন্দ্রকে একখানি গরুর গাড়ী করিয়া দিলেন, তৎকালীন নিয়মানুসারে ভাড়া আগেই দিলেন এবং ভীমেন্দ্রের বাক্সটী তাহাতে তুলিয়া দিলেন। ভীমেন্দ্রের টাকা পয়সার থোলেটী বাক্সের মধ্যে পূরিয়া দিল;—পরিচিত গাড়োয়ান, ভয় কি? এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া কর্ত্তা ও গৃহিণীর নিকট বিদায় লইয়া, ঈশ্বরের নাম করিয়া (ভীমেন্দ্র যাত্রার সময় ঈশ্বরের নাম করিল, কিন্তু তাহা গৃহিণীর অনুরোধে) ভীমেন্দ্র বগুড়া পরিত্যাগ করিল।

ক্রমশঃ

রামায়ণের উপদেশ।

হরিশ্চন্দ্রের গল্প।

ধন্য মায়ের স্নেহ! এমন মাকে কত নিষ্ঠুর বালক অত্যাচার করিতে, কষ্ট দিতে ছাড়ে না। ওরে নির্ব্বোধ বালক! মা কি ধন আজ তাহা চিনিতেছ না; কিন্তু যে দিন মা মরিয়া যাইবেন—যে দিন 'আহা' বলিবার আর দুটী লোক থাকিবে না,—যখন 'মা' এই মিষ্ট কথা আর মুখে বলিতে পাইবে না—তখন বুঝিতে পারিবে, কি ধন ছিল, কি ধন গেল! আমরা মাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছি—এখন ভাবনার বোঝা মাথায় পড়িয়াছে;—যখন কষ্টে অস্থির হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাই—(হতভাগা আমাদের মা নাই)—সেই ভাবনার প্রাণের সহিত দুটো মিষ্ট কথা বলে এমন লোক নাই যখন দেখি, তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে ইচ্ছা হয়,—"মা আমার! এতকাল তোমাকে কষ্ট দিয়াছি—সেই দুঃখে কি মা আমাকে ছাড়িয়া গেলে? ফিরিয়া আইস;—তোমাকে যে কষ্ট দিয়াছি, তার দশগুণ কষ্ট দিয়া যদি খুসী হও, মাথা পাতিয়া দিলাম—তবু ও ফিরিয়া আইস। আমি যে এখন বড় হইয়াছি,—ভাবনা, পাহাড়ের মত চারধারে আমাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে;—এ সময়ে আপনার ভাবিয়া প্রাণের টানে দুটো স্নেহের কথা কে বলে?"—শৈব্যার মাতৃ স্নেহ দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পাহাড়ের ন্যায় মন ও গলিয়া গেল; তিনি অগত্যা শৈব্য ও রোহিতাশ্ব উভয়কে লইয়া চলিয়া গেলেন। হরিশ্চন্দ্র কিছুই বলিলেন না;—ভয়ানক দুঃখে কান্না পায় না—কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন, কিন্তু তাহাতেই তাঁহার প্রাণের তলা পর্য্যন্ত পুড়িয়া গেল। শৈব্যা রোহিতাশ্বকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রাজার নিকট বিদায় লইলেন; একদিন যাঁহার শত শত দাসী ছিল, সেই শৈব্যা আজ পরের ঘরে দাসীর কাজ করিতে গেলেন।

এদিকে বিশ্বামিত্র দিন গণিতেছিলেন, কখন রাজাকে তাড়া দিবার দিন আসিবে—কাজেই সময় মত কাশীতে দেখা দিলেন। গিয়া দেখেন অর্দ্ধেক টাকা যোগাড় হইয়াছে;—তখন বিশ্বামিত্রের আর রাগ দেখে কে? বলিলেন "এই যতটুকু বেলা আছে, এর মধ্যেই যোগাড় করে রাখ, নইলে বড় ভদ্রস্থতা নাই; আমি এখন স্নান করে আসি।" এই বলিয়া বিশ্বামিত্র চলিয়া গেলেন। হরিশ্চন্দ্র নিজেকে বিক্রয় করিবার জন্য সেই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে কাশীর বাজারে বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন কিন্তু কেহই তাঁহাকে কিনিতে চাহে না। অবশেষে এক চণ্ডাল সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অপরিষ্কার কালীর মত কাপড়ে চর্ব্বির গন্ধ, গলায় হাড়ের মালা, চোখ বসিয়া গিয়াছে, চুলে এত ধুলো দেখিলেই বোধ হয় যেন সমস্ত রাস্তাটা পা দিয়া না হাটিয়া মাথায় হাটিয়া আসিয়াছে, লম্বা লম্বা চুল কপাল ঢাকিয়া, চোখ ঢাকিয়া পড়িয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া পেচকের মত মিটির মিটির করিয়া তাকাইতে তাকাইতে, মুলোদাঁতে হাসিতে হাসিতে চণ্ডাল সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে চাকর বেচ্তিচে? মুই তোকে কিনমু। ব্যালো অইচে; এজ্ডা চাকর পালিতো মুই বেঁচে যাই। তোর দাম কতরে?" চণ্ডালের ভাবভঙ্গী দেখিয়াই হরিশ্চন্দ্রের বিরক্তি হইল, কিন্তু তিনি স্থির ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে বাপু"? চণ্ডাল আবার মুলোদাঁতে হাসিল, কপালের চুল সরাইয়া হরিশ্চন্দ্রের পা অবধি মস্তক পর্য্যন্ত বিশেষ করিয়া দেখিল, এবং বলিল "মুই বজ্জিলোক, হকোল মশানের কর্ত্তা—মোরে না পুছ ক'রে কোনো মড়া কেউ পোড়াতি পারে না—তোর দাম কত?" হরিশ্চন্দ্র বলিলেন "দামের কথা পেষে হবে; তোমার কি কাজ কর্‌তে হবে, আগে তাই বল।" শ্মশানের কর্ত্তা বলিলেন—"মোর যা কাম হকোলি তোকে কর্‌তি অবে। শোর চরাবি, মড়ার কাপড় যড়ো কর্‌বি, যে মড়া পোড়াতি আসবে, তার কাছে থেলো কাহন কড়ি লবি। লে, লে হব মোকে দিবি। এখন বল্ তোর দাম কত।" হরিশ্চন্দ্র বলিলেন "৪ কোটী মোহর।" চণ্ডাল বলিল "তুই যা চাস তাই তোকে দিচ্ছি; এখন আয় মোর সাথে আয়।" এই কথা বলিয়া চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্রকে ৪ কোটীর মোহর দিল;—বিশ্বামিত্র ৭ কোটী সোণা লইয়া বাজাইতে বাজাইতে স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

বিশ্বামিত্র কোথায় গেলেন, তাহা আমাদিগের জানিবার প্রয়োজন নাই। ইহার পর হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যার কি হইল, তাহাই দেখা যাউক। চণ্ডালের চাকর হইয়া হরিশ্চন্দ্র তাহার সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন, শ্মশানে মৃত দেহের কাপড় ইত্যাদি তুলিয়া রাখেন, যাহারা পোড়াইতে আসে তাহাদিগের নিকট পয়সা লন, এবং অন্যান্য সময়ে শূকর চরান। বিধাতা কেন যে অনেক সময় মহাধার্ম্মিকদিগকে মহাক্লেশে ফেলেন আর মহাপাপীরা পরের সর্ব্বনাশ করিয়া, পৃথিবীকে জ্বালাতন করিয়াও পায়ের উপর পা রাখিয়া মহাসুখে জীবন কাটায় এ সকল প্রথম প্রথম বড় আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে ধার্ম্মিকদিগের এইরূপ পরীক্ষা তাঁহাদের উপকারের কারণ। স্বর্ণ অগ্নিতে পোড়াইলে যেমন অধিক উজ্জ্বল হয়, প্রদীপের আলো যেমন গভীর অন্ধকারেই অধিক শোভা পায়, ধার্ম্মিকের চরিত্র ও সেইরূপ বিপদাপদের মধ্যেই পরীক্ষিত হইয়া সুন্দর শোভা ধরে। সমস্ত বিপদাপদের মূলে এইরূপে দেখিলে দেখা যায় যে সেখানেও ঈশ্বরের দয়া! এই জন্যই ধার্ম্মিক পুরুষগণ ভয়ানক বিপদে পড়িলেও হাত দুটী যুড়িয়া বলিয়া থাকেন, 'ঘোর বিপদেও ব'লব তোমায় দয়াময়!'

শ্মশানে ও অন্যান্য অপবিত্র স্থানে চণ্ডালের কার্য্য করিয়া হরিশ্চন্দ্রের আর পূর্ব্বের ন্যায় শ্রী রহিল না; কিছুকাল পরে তাঁহাকে আর চেনা যায় না; সামান্য চণ্ডালের ন্যায় অযোধ্যার পূর্ব্বের রাজা এইরূপে ধর্ম্মের জন্য জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহারাণী শৈব্যা রাজকুমার রোহিতাশ্বকে লইয়া ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দাসীর কার্য্য করিতে লাগিলেন, রোহিতাশ্ব ব্রাহ্মণের দেবপূজার ফুল, বিল্বপত্র সকল খুঁজিয়া আনে এবং শৈব্যা ঘরের অন্যান্য কার্য্য করেন। এইরূপে অনেক দিন যায়, এক দিন রোহিতাশ্ব ফুল সংগ্রহ করিতে গিয়া বিপদে পড়িল। যে গাছ হইতে রোহিতাশ্ব ফুল আনিতে গিয়াছিল, সেই গাছে সাপ ছিল; রোহিতাশ্ব ফুলের জন্য গাছ নাড়িবা মাত্র সর্প তাহাকে দংশন করিল। বালকের সমস্ত শরীর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল, সে বিষের জ্বালায় অস্থির হইয়া দৌড়িয়া গৃহে আসিল, এবং 'মা! আমার কি হ'ল' বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। শৈব্যা পাগলিনীর ন্যায় তাহাকে 'ভয় কি' 'ভয় কি' বলিয়া কোলে করিলেন, কিন্তু প্রাণ তখন বাহির হইয়া গিয়াছে। আহা! মায়ের প্রাণ কি তাহা বুঝে! শৈব্যা ব্রাহ্মণ-প্রভুর অনুগ্রহে চিকিৎসক পাইলেন, কিন্তু মৃত্যু যাহাকে ধরিয়াছে, চিকিৎসক তাহার কি করিবে? আহা! রাজরাণী পথের ভিখারিণী হইয়াও যে একমাত্র পুত্রের মুখ চেয়ে বেঁচেছিল, আজ সেই বুক-চেরা [illegible] তাকে ফাঁকি দিয়া গেল। কি কষ্ট! যত প্রতিবেশীর মেয়েরা আসিয়াছিল, সকলেই শৈব্যার মিষ্ট ব্যবহারে তাঁহার বাধ্য ছিল, সকলেই সেই 'সোণার চাঁদ' ছেলের জন্য দুঃখ করিতে লাগিল, কিন্তু ব্রাহ্মণের অধিক দয়া হইল না। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে—ব্রাহ্মণ বলিলেন "বাছা! তোমার ছেলেকে শ্মশানে [illegible] এসো। আমার বাড়ীতে রাত্রিতে মড়া থাকিতে পারিবে না।" শৈব্যা কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিলেন। মৃতপুত্র কোলে করিয়া শৈব্যা শ্মশানের দিকে চলিলেন। তোমরা দেখ, কে কোথায় আছে, একবার চেয়ে দেখ! রাজ রাজেশ্বরী আজ মৃতপুত্র কোলে ক'রে শ্মশানের দিকে যাইতেছেন। আহাহা! বিধাতার নিয়ম বুঝা ভার। কেন আজ শৈব্যা এত ক্লেশে পড়িলেন! আমি কেন তাঁহার ক্লেশের ভাগী হইতে পারিলাম না! যদি আমার দ্বারা তাঁহার কষ্টের কিছু শান্তি হইত, তাহা হইলে আমি যে মহা আহ্লাদে তাহা করিতাম। যাহারা চিরকাল সুখে কাটাইয়াছে, তাহাদের হঠাৎ এই অবস্থা-পরিবর্ত্তনের ক্লেশ যে সহ [illegible] না! শৈব্যা শ্মশানে গেলেন, যে শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র কার্য্য করিতেন, এ সেই শ্মশান। অন্ধকার রাত্রি; তাহাতে মেঘাচ্ছন্ন, —কাঁদিতে কাঁদিতে শৈব্যা সেই শ্মশানে গেলেন। হরিশ্চন্দ্র অন্য অন্য দিনের ন্যায় আজও শ্মশানে কার্য্য করিতেছিলেন, হঠাৎ কান্নার শব্দ শুনিতে পাইয়া সেই দিকে ফিরিলেন, তাঁহার কোমল মন উথলিয়া উঠিল। হরিশ্চন্দ্র যখন অন্ধকারের মধ্যে অল্প অল্প দেখিতে পাইলেন, যে একটী স্ত্রীলোক মৃত বালককে কোলে করিয়া আসিতেছে, তখন তাঁহার মনে নানারূপ আশঙ্কা হইতে লাগিল। 'আমার রোহিতাশ্ব নয়তো!' হায়রে দুঃখ! মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, দেখ কি! তোমারই রোহিতাশ্ব ওই গেল! তুমি চিনিতে পারিলে না! হরিশ্চন্দ্রের মনে দুঃখ হইল, কিন্তু দুঃখেতে পাছে আপন প্রভুর নিয়মানুসারে কড়ি ও কাপড় লইতে ভুলিয়া যান, এই জন্য দুঃখ দূর করিলেন। যেখানে শৈব্যা কাঁদিতেছিলেন, হরিশ্চন্দ্র সেই খানে আসিলেন, এবং অতি কষ্টে চক্ষের [illegible] সম্বরণ করিয়া বলিলেন 'ওগো আমার কড়ি দাও'। বিদ্যুতের আলোতে সেই হস্ত দুখানি দেখিতে পাইয়া শৈব্যা চিনিতে পারিলেন এবং 'মহারাজ! সর্ব্বনাশ হইয়াছে'

বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন হরিশ্চন্দ্রের যে ক্লেশ তাহা কে বর্ণনা করিবে। কাটা ছাগলের মত হরিশ্চন্দ্র ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন, এবং শৈব্যাকে বাতাস দিয়া যাহাতে তাঁহার জ্ঞান হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। শৈব্যা চক্ষু মেলিলেন, কিন্তু আবার সেই শোকের আগুন জ্বলিল। আর কত কষ্ট তাঁহারা সহ্য করিবেন? যখন কষ্টের চূড়ান্ত হইল, তখন ঈশ্বর হরিশ্চন্দ্রকে দেখা দিলেন; দৈব ঔষধের গুণে রোহিতাশ্বের প্রাণ বাঁচিল। রোহিতাশ্ব অবাক্‌ হইয়া পিতামাতাকে শ্মশানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তখন ঈশ্বর হরিশ্চন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অদৃশ্য হইলেন। হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা, রোহিতাশ্ব সকলে মিলিয়া নগরের দিকে আসিতেছিলেন, এমন সময় বিশ্বামিত্র সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার বিশ্বামিত্র আসিতেছেন দেখিয়াই শৈব্যার প্রাণ উড়িয়া গেল। বিশ্বামিত্র বুঝিতে পারিয়া আশ্বাস বাক্যে কহিলেন "ভয় নাই। যাহারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ পায়, পৃথিবীতে তাহাদের ভয় কি? আজ তোমাদের সুদিন। সত্যধর্ম্মে স্থির থাকিয়া তোমরা পৃথিবী ও স্বর্গ দুই ই জয় করিয়াছ। আর ক্লেশে প্রয়োজন নাই। তোমাদের রাজ্য তোমরা লও, তোমাদিগকে দান করিলাম।" এই বলিয়া বিশ্বামিত্র ঋষি চলিয়া গেলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র পুনর্ব্বার রাজা হইলেন। রামায়ণে হরিশ্চন্দ্রের চরিত্রের মত চরিত্র আর একটীও নাই। কিসে হরিশ্চন্দ্রের চরিত্রের এত খ্যাতি? একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় হরিশ্চন্দ্রের চরিত্র আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে বিধাতা আমাদিগকে পরম সুখে অথবা ভয়ানক দুঃখে যে অবস্থাতেই রাখুন না কেন, যদি সেই সকল অবস্থাতেই তাঁহারই চরণে মন রাখিয়া ধর্ম্মপথে থাকিতে পারি, তাহা হইলে ইহকাল ও পরকালে নিশ্চয়ই সুখী হইতে পারিব, এবং সেই সুখী হইবার এক মাত্র উপায়।

রামায়ণে হরিশ্চন্দ্রের বিষয়ে আরও একটু উল্লেখ দেখা যায়। হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মের গুণে হরিশ্চন্দ্র আপনার সমস্ত প্রজার সহিত স্বর্গে গিয়াছিলেন, কিন্তু স্বর্গীয় কোন ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন "বাপুহে! তুমি স্বর্গে আসিলে কোন্‌ গুণে?" তখন হরিশ্চন্দ্র নিজে যে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বলিতে লাগিলেন। অমনি হরিশ্চন্দ্রের পতন হইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে যতই সৎকার্য্য কর না কেন, একমাত্র অহঙ্কারই সকলকে নষ্ট করে। অতএব উপদেশ এই, যে কার্য্য করিবে, তাহাতে তোমার নিজের বল না দেখিয়া ঈশ্বরের দয়া দেখিবে। 'আমিই এই কার্য্য করিলাম' ইহা না ভাবিয়া, মনে করিও 'ঈশ্বরের দয়াতে এই কার্য্যটী হইল' কারণ তাঁহার দয়া না হইলে কি কোন কার্য্য হয়? এইরূপে সমস্ত কার্য্য ঈশ্বরকে দিলে অহঙ্কারের হস্ত হইতে বাঁচিয়া যাইবে।

মাকড়সা।

নেকে মাকড়সা মারাকে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করেন। "মাকড়সা মেরোনা" বলিলে তাঁহারা হয় তো চমকিয়া উঠেন। মাকড়সার পূর্ব্ব পুরুষ কেহ বড়লোক ছিল না, সুতরাং বেচারা আমাদের নিকট আদর পায় না।

মাকড়সা দেখিতে অনেকটা কাঁকড়ার মত। পিপ্‌ড়ে প্রভৃতির সঙ্গেও কিছু সাদৃশ্য আছে। একটা গোল আঁক দিয়া তার চারিদিকে আটখানি পা বসাইয়া দিলেই মনে করিতে পার একটী কাঁকড়া হইল। কাঁকড়ার পেছনে আর একটী গোলাকার রেখা সংযুক্ত কর মাকড়সার কাছাকাছি যাইবে। মাকড়সার মাথায় বড় পাগড়ী থাকিলে পিপ্‌ড়ে জাতীয় পোকার মত দেখা যাইত— তবে ঠ্যাং দুখানা বেশী হইত। মাকড়সার মুখে ভয়ানক দুটী অস্ত্র; তার দু একটী "চিম্‌টী" খাইলে হয় তো বড় সুবিধা বোধ করিবেন না। এই দুইটীকে

মাকড়সার সাঁড়াশী (দাঁত নয়!) বলা যাইতে পারে। যুদ্ধ এবং শিকারের সময় এই গুলি কাজে আসে। মাথায় বড় বড় দুটি চোখ। তার 'আশপাশে' খুঁজিলে ছোট ছোট আরো ৪।৫টী দেখিতে পাইবে। যদি জিজ্ঞাসা কর "এত চোখ কেন?" আমি বলিব "জানি না।"

মাকড়সার নাম লইলেই তাহার জালের [redacted] মনে পড়ে। জালে দুই কাজই চলে; বাড়ী করিয়া থাকা হয়, শিকারেরও সাহায্য হয়। মাকড়সার পেটের উপর গরুর বাঁটের মত ছোট ছোট কয়েকটী বাঁট আছে। এই বাঁটের মুখ দিয়া এক প্রকার আঠা বাহির হয় তাহাই বাতাসে [redacted] হইয়া দড়ির কাজ করে। এই দড়ি দিয়া জাল তৈরি হয়। এর এক একটা এত সরু যে চোখে দেখা যায় না, তবুও বড় বড় মাকড়সা তাহাতে ঝুলিয়া থাকে। কোন হতভাগ্য পোকা একবার যদি মাকড়সার জালে পড়িল তবে তাহার রক্ষার সম্ভাবনা অল্পই থাকে। হুড়োহুড়ি [redacted] বেশী

করে ততই গোলমাল আরো বাড়িতে থাকে। শেষে নিরুপায় হইয়া পড়ে। জালওয়ালা এতক্ষণ মধ্য হইতে শান্তভাবে চাহিয়াছিল। যাই দেখিল যোগাড়টা পাকাপাকি হইয়াছে অমনি আস্তে আস্তে কাছে আসিল। দড়ি সঙ্গেই আছে; চারিদিক উত্তম রূপে দেখিয়া অম্লান-বদনে হতভাগ্যকে বাঁধিতে লাগিল। বাঁধা শেষ হইলে আহার। মাথা ছিঁড়িয়া শরীরের রস চুষিয়া লয়, আর কিছু খায় না। মাঝে মাঝে দুই একটা বোলতা আসিয়া জালে পড়ে। তখন আমাদের ইনি মনে করেন আপদ গেলেই বাঁচি! বোলতা চড়্ পড়্ করিয়া জালের খানিকটা ছিঁড়িয়া পালায়।

জালের কোন অংশ ছিঁড়িয়া গেলে 'লোকটা' যত্ন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহা মেরামত করিয়া রাখে। এক জাল অকর্ম্মণ্য হইয়া গেলে আর একটা করিয়া লয়। এই রূপে দড়ির পুঁজি ফুরাইয়া যায়। তখন প্রতিবেশী কেহ থাকিলে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার জাল দখল করে। অন্যের জাল নিকটে না থাকিলে কি করে? গোল্ডস্মিথ সাহেবের মনেও এই প্রশ্ন হইয়াছিল। তিনি একটা মাকড়সার পেছনে লাগিলেন। সে তাহার থাকিবার ঘরেই বাড়ী করিয়াছিল। তিনি তাহার সমস্ত ভাঙ্গিয়া তাহাকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সে বার বার জাল গড়িতে লাগিল, সাহেব ও ভাঙ্গিতে ত্রুটি করিলেন না। একটা পোকার পেটে আর কত দড়ি থাকে! ভাল মানুষ নিরুপায় ভাবিয়া অগত্যা নিকটস্থ জাল দেখিতে গেল। জালের কর্ত্তা 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া প্রচণ্ড লড়াই করিলেন। কিন্তু সাহেবের মাকড়সারই জয় হইল। সাহেব ইহা দেখিয়া ঘরের সমস্ত জাল ছিঁড়িয়া দিলেন। এবার বেচারা বড় বিপদে পড়িল। কিন্তু ছোট জন্তু বলিয়া বুদ্ধি কম নয়। সাহেবের কাগজ পত্রের মধ্যেই বাড়ী করিল। ক্ষুধা হইলে এক যায়গায় মড়ার মত পড়িয়া থাকিত, যেমন পোকা কাছে আসিলেই তাহাকে ধরিয়া ফেলিত।

ক্রমশঃ—

ফুঁদিয়ে প্রদীপ নিবাইও না।

(প্রাপ্ত)

আমি ছেলে বেলায় বড় দুরন্ত ছিলাম কাহাকেও বড় একটা গ্রাহ্য করিতাম না। কিন্তু ঈশ্বরের কেমন মহিমা বলিতে পারি না, মাকে বড় ভাল বাসিতাম, তাঁহার কথা শুনিতাম। তিনি ধমকাইতেন না তাই বলিয়া হউক, বা আর কোন স্বাভাবিক কারণ থাকাতেই হউক কখনও তাঁহার অবাধ্য হইতে সাহস হইত না। আমি যা ধরিতাম, তা ছাড়িতাম না। তবে মা বারণ করিলে আর যেন তাহা করিতে প্রবৃত্তি হইত না।

এক দিন সন্ধ্যার সময় মা রান্নাঘরে প্রদীপ জ্বালিয়াছেন, ঘরটী আলোতে 'ফুট ফুটে' হইয়াছে, অন্ধকার চোরের মতন কোন্ কোণে লুকাইয়াছে। মা সেই ঘরে বসিয়া কি কাজ করিতেছেন, আমি সেই সময় "খিদে পেয়েছে" "খিদে পেয়েছে" বলে তাঁর কাছে গেলাম, মা আমার কথার উত্তর দিলেন না, তাই তাড়াতাড়ি একটু রাগ করিয়া বলিলাম "আচ্ছা যেমন আমায় খাবার দিলে না, তেমনি তোমার কাজ পণ্ড করছি—আমি তোমার প্রদীপ নিবাইয়া দিই।" যেমন বলা; অমনি কাজ করা। আমি প্রদীপ নিবাইয়া দিলে মা বলিলেন "যা! প্রদীপটা নিবাইয়া ফেল্লি! দেখ দেখি কত কাজের ক্ষতি হইল। তা যা করেছিস্, তা করেছিস্, তা প্রদীপটা ফুঁ দিয়া নিবাইস্ নিত?" আমি বলিলাম "ফুঁ দিয়াই নিবাইয়াছি।" মা বলিলেন "হারে হাবা ছেলে, ফুঁ দিয়া কি প্রদীপ নিবাইতে

আছে?" আমি বলিলাম "কেন তাতে দোষ কি মা?" মা বলিলেন "তা তুমি জানিবে কি ক'রে? ওতে যে মুখে দুর্গন্ধ হয়। কথা কইতে গেলে মুখ দিয়া ভক্ ভক্ করে গন্ধ বেরোয়। কেউ তোমার সহিত কথা কহিতে চাহিবে না, যদিও বা কথা কয়, তাও নাকে মুখে কাপড় দিবে। তখন মনে কত কষ্ট পাবে, মনে ভেবে দেখ দেখি।" আমার মনে একটু দুঃখ হইল, মনে ভাবিলাম, কি কুকর্ম্মই করিয়াছি! সে দিন হতে স্থির করিলাম এমন কাজ আর করিব না। আমি আর কোন উত্তর করিলাম না।

রাত্রিটা নিদ্রায় কাটিয়া গেল। সকালে ঘুম ভাঙ্গিল, কালিকার রাত্রির কথাটা মনে পড়িয়া বড় ভয় হইল। তবে আজ আমার সঙ্গে কেহ কথা কহিতে আসিলে নাক মুখে কাপড় দিবে? দু বার তিন বার মুখের গন্ধ লইবার জন্য জোরে নিশ্বাস টানিলাম, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি মাকে বলিলাম "মা দেখত আমার মুখ হতে গন্ধ বাহির হচ্চে কি না।" মা একটু হাসিয়া আমার মুখের দ্রাণ লইয়া বলিলেন, "গন্ধ হয়নি, এক দিনে তত গন্ধ হয় না।" একটু সুস্থ হইলাম, প্রাণটা যেন বাঁচিল। সেই থেকে আর ফুঁ দিয়া প্রদীপ নিবাই না।

[illegible] কথা এখন ছাড়িয়া দিই। আসল কথাটা বলি। মা যাহা বলিয়াছেন, যে ফুঁ দিয়া প্রদীপ নিবাইও না, ইহা বড় সত্য। আজ কাল বিজ্ঞান তাহা অপেক্ষা ভয়ানক কথা বলে। মাতো কেবল মুখের দুর্গন্ধের [illegible] দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু বিজ্ঞান তাহার চেয়ে শক্ত ভয় দেখায়। এখন জানিয়াছি, যে উহাতে কঠিন পীড়া, এমন কি প্রাণনাশ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। কেরোসিন তৈলের দীপ ফুঁ দিয়া নিবাইতে গিয়া মানুষ মারা পড়িয়াছে শুনিয়াছি।

সকলেই জানেন [illegible] প্রদীপ নিবাইলে একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ বাহির হয়। ঐ দুর্গন্ধময় পদার্থটা বড় ভয়ানক জিনিষ। ইংরাজিতে উহার নাম কার্ব্বনিক এসিড। বাঙ্গালায় কেহ উহাকে দ্রব্য অঙ্গারক কেহ বা কেবল অঙ্গারক বাষ্প বলেন। অনেক অঙ্গারক বাষ্প যেখানে থাকে সেখানে মানুষ বাস করিলে তাহার প্রাণ নষ্ট না হউক, শক্ত রোগ জন্মিতে পারে। যাত্রা শুনিতে গেলে গরম বোধ হয়—সর্দ্দিগর্ম্মি লাগে। তাহার কারণ ঐ অঙ্গারক বাষ্প। আমরা যে বায়ু নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করি তাহাতে উহার ভাগ নাই বলিলেই চলে,—১০০০০ ভাগে ৩।৪ ভাগ থাকে মাত্র। উহাই বিশুদ্ধ বায়ু। বিশুদ্ধ বায়ু শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে। যখন বায়ুতে অঙ্গারক বাষ্পের ভাগ বেশী হয়, তখন তাহা নিশ্বাসে টানিয়া লইলে শরীরের মধ্যে যাইয়া রক্ত দূষিত করে। রক্ত দূষিত হইলে সকল পীড়াই জন্মিতে পারে। রোগ হইলে জীবনের কত অপকার এক বার ভাবিয়া দেখ। যদি আমি প্রতিদিন ফুঁ দিয়া প্রদীপ নিবাই তাহা হইলে অঙ্গারক বাষ্প নিশ্বাসের সহিত শরীরের ভিতরে যাইবে, রক্ত দূষিত করিবে, কত রোগ জন্মাইবে, কত কষ্ট দিবে। এক আধ দিনে যদিও জানিতে পারা না যাক্ কিন্তু রোজ রোজ এইরূপ করিলে একটু একটু করিয়া অঙ্গারক বাষ্প শরীরের মধ্যে ঢুকিয়া একটু একটু করিয়া রক্ত দূষিত করিবে, কঠিন পীড়া জন্মাইয়া দিবে। দেখ এই একটা সামান্য কাজে কত অনিষ্ট করে। তাই বলি একাজটা কিছু নয় বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। আমাদের দেশের মেয়েরা যদিও বিজ্ঞান জানেন না, কিন্তু তাঁহারা কেমন বৈজ্ঞানিক দেখ। যাহা মেয়েরা অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দেন না, তুমি কি তাহা উড়াইয়া দিবে? ফুঁ দিয়া প্রদীপ নিবান অভ্যাসটা বড় মন্দ। সাবধান!

বালিকাদিগের বিশেষ পৃষ্ঠা।

পাঠিকাগণ! আপনাবা যে আমাদিগেব ঘরে বেতন না লইয়া নিজের ইচ্ছায় রন্ধন করেন এবং ঘবেব অন্যান্য সমস্ত কার্য্য করেন, ইহাতে কি শুধু আমাদেবই সুখ, আপনাদিগের কি নাই? যখন আমাব ভগ্নী অথবা আমার মাতা, অথবা আমাব স্ত্রী, আমাবই সুখের জন্য নিজে কষ্ট স্বীকার কবিয়াও অনেক দ্রব্য প্রস্তুত কবেন বা অনেক কাজ কবেন তখন আমার ক্লেশের বোঝা কত কমিয়া যায়, প্রাণে কত আরাম হয়, তাহা কি আপনাবা বুঝিতে পারেন? কিন্তু ইহাতে কি শুধু আমাদিগেরই আনন্দ, আপনাদিগেব কি ইহাতে বিলক্ষণ আনন্দ নাই? সে মূর্খ যে বলে 'নাই!' "আমাবই ভাই অথবা আমাবি পুত্র, অথবা আমাবি স্বামী আমার সামান্য পবিশ্রমেব গুণে মনের সুখে, শরীবেব সুখে কাল কাটাইবেন," এই চিন্তাতেও কোন্ স্ত্রীলোকেব মন না উৎসাহিত হইয়া উঠে? জগদীশ্বর স্ত্রীলোককে ঘরের গৃহিণী কবিয়া বাস্তবিকই যেন পৃথিবীর দুঃখের বোঝা অর্দ্ধেক কমাইয়া ফেলিয়াছেন। সমস্ত গৃহকর্ম্মের মধ্যে রন্ধন একটী প্রধান কর্ম্ম,—স্ত্রীলোকেরা ইহাতে যত পবিপক্ক, পুরুষেরা প্রায়ই তত নহেন। যাঁহারা ধনী তাঁহাবা অনেক সময় ব্রাহ্মণ রাখিয়া এই ভাল কাজ কবেন না। রন্ধন যে স্ত্রীলোকদিগেব সকল অবস্থাতেই কবিতেই হইবে এরূপ বলিতেছি না, তবে ভগিনী, মাতা, স্ত্রী, অথবা কন্যা নিজ হাতে কোন দ্রব্য সামান্য ভাবে রন্ধন করিলেও ভ্রাতা, পুত্র, স্বামী, বা পিতার তাহা আহার করিতে [redacted] মিষ্ট লাগিবে, হাজার ব্রাহ্মণে ঘিয়ের 'শ্রাদ্ধ' করিলেও কি তত মিষ্ট লাগিতে পারে? এই জন্যই, যাঁহারা ব্রাহ্মণের হাতে [redacted] রন্ধনের ভার দিয়া নিজেরা কিছুই করেন না, আমরা তাঁহাদিগেব এই কাজকে তত ভাল মনে করি না। আজ আমবা একটী পরম সুন্দব দ্রব্য [redacted] কবিবাব নিয়ম পাঠিকাদিগকে শিখাইয়া দিব, যাঁহাবা জানেন না তাঁহাবা শিখিয়া প্রস্তুত কবিয়া দেখিবেন। অল্পবয়স্কা পাঠিকাদিগের জন্য যদিও এইটী লিখিত হইতেছে, তথাপি আশা করি ইহাতে অনেক অধিকবয়স্কা পাঠিকারও উপকাব হইতে পাবিবে।

চন্দ্রপুলি প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

আগে এই কয়েকটী জিনিশ যোগাড় করিয়া রাখঃ—(১) একটা ঝুনো নাবিকেল, (২) খানিকটা ছানা, (৩) খানিকটা দোববা চিনি, অভাবে যত ভাল পরিষ্কার পাওয়া যায়, সেইরূপ চিনি; (৪) ২।৩ ঝিনুক দুধ; (৫) খানিকটা ক্ষীর; (৬) অল্প একটু ঘি; (৭) পেস্তা, কিস্‌মিস, বাদাম, (৮) মিশ্রির গুঁড়ো, (৯) কিছু কলাপাতা, (১০) এক যোড়া কাঁচি বা একখানা ছুরি, বা বঁটি, (১১) গোটাকয়েক বাটী, (১২) গোটা দুই কড়াই, (১৩) শিল নোড়া।

তাহার পর নাবিকেলের উপরটা ছোবড়া ছাড়াইয়া বেশ করিয়া চাঁছিতে হইবে, তাহার উদ্দেশ্য এই, তাহা না হইলে ছোবড়ার গুঁড়ো সকল উড়িয়া কুরিবার সময় আসিয়া পড়িবে। এইরূপ বেশ পরিষ্কার করিয়া ভাঙ্গিয়া কুরতে হবে। তৎপরে খুব কাদার মত না হয়, একটু শক্ত থাকে, এই ভাবে বাটিতে হইবে, এবং ছানাও (যতটুকু দিলে ভাল হব মনে হইবে' সেই আন্দাজে) নিংড়ে বাটিতে হইবে। এই দুটী বাটা জিনিশ একপাশে রাখিয়া দাও। এদিকে দোববা চিনি জলে গুলিয়া চড়ান আবশ্যক; চিনি যখন ফুটে উঠিবে, তখন ২।১ ঝিনুক দুধ ছড়াইয়া দিবে; ইহাতে গাদ উঠিতে থাকে। গাদ শেষ হইলে, ছানিয়া ছেঁকে লইয়া একটা বাটীতে রাখ।

ইহার পর কড়াটিকে বেশ পরিষ্কার করিয়া বা অন্য একটা পরিষ্কার কড়ায়, নারিকেল এবং

ছানার আন্দাজে এই রস চড়াও। রসটা বেশ ঘন হয়ে আসিলে নারিকেল, ছানা, আর তাহার উপযুক্ত ক্ষীর দেওয়া আবশ্যক। অনন্তর খন্তি বা অন্য কোন যন্ত্র দিয়া খানিকক্ষণ নাড়িতে থাক, যখন দেখিবে বেশ পাক হইয়াছে অর্থাৎ এমন হইয়াছে যে ঘি হাতে মাখিয়া উনুনের উপরের জিনিশ গুলি হাতে পাকাইলে হাতে লাগিয়া যায় না, তখন নামাইয়া পেস্তা, বাদাম, কিসমিস্ পরিমাণমত দিয়া নাড়িতে হইবে। নাড়িতে নাড়িতে সবগুলি বেশ মিশিয়া গেলে, ছুটো কলাপাতার ভিতরে ফেলিয়া দুহাত দিয়া চন্দ্রের আকার করিয়া ঠেলিতে হইবে। এই কার্য্য শেষ হইলে কাঁচি দিয়া কাটিয়া, প্রত্যেক পুলির উপরে মিশ্রির গুঁড়ো ছড়াইয়া দিবে।

ওঃ নূতন বছ'রর আমোদ দেখ !!

নববর্ষ।

হুররা! বাহবা! হোঃ! হোঃ! হোঃ! ছেলে বাবুরা একেবারে হেসেই কুটপাট! বলি এত হাসি কেন? নূতন বছর এসেছে, বলেই বুঝি বাবুরা আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে উঠেছ? বেশ। বেশ।

নূতন বৎসর আসিয়াছে। 'সখা'র পাঠক পাঠিকাগণের আর এক বৎসর বয়স বাড়িল। এই বালকবালিকারা যেমন নূতন পোষাক পরিয়া আহ্লাদে হাসিতেছে, আমরাও আজ সেইরূপ মনের আহ্লাদে, নূতন পোষাক পরিয়া পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া, সকলকেই আমাদিগের মনের আদর এবং মঙ্গল ইচ্ছা জানাইতেছি; আশীর্ব্বাদ করি নূতন বৎসরে সকলে সুখে থাকুন।

একটী বৎসর চলিয়া গেলে—দেশের সকলেই আনন্দ করে। বাড়ীর গৃহস্থ, দোকানের দোকানী, নৌকার মাঝি, সকলেই নূতন বছরে আপন আপন থাকিবার স্থান সাজায় এবং আনন্দ করে। যাঁহারা লেখাপড়া শিখিতেছেন, নূতন বৎসরের প্রথমে তাঁহারা আপন আপন ভাই ভগ্নী বা ভাল, বাসার অন্য দশজনকে নানারূপ নূতন জিনিশ কিনিয়া দিয়া থাকেন। আমরাও নূতন বৎসরে আনন্দিত হইয়াছি কিন্তু পাঠক পাঠিকাদিগকে কিছু উপহার দি, এমন সাধ্য আমাদের নাই। তবে নূতন পোষাক পরিয়া সকলের নিকট আসিয়া এই মনের কথা জানাইতেছি যে "ছবিতে চিত্রিত বালকবালিকাদিগের ন্যায় আপনাদিগের সকলের নূতন বৎসর এইরূপ মনের সুখে কাটুক।"

কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে একটী কথা না বলিলে যথার্থ 'সখা'র কার্য্য করা হয় না। সমস্ত বৎসর কাটিয়া গেল—সকলের একবৎসর বয়স বাড়িল—কিন্তু এই এক বৎসরে 'সখা'র পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে কে কতখানি উন্নতি করিয়াছেন, কে কতখানি লেখা পড়া অধিক শিখিয়াছেন, কে কতখানি ভাল হইয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার এই সময়। যদি একটী বৎসর মিছামিছি নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে আনন্দ করা উচিত হইবে কি? সেই হাসুক, যাহার বছর ভাল গিয়াছে। যাহা হউক, যে অবস্থাতেই হউক না কেন, নূতন বৎসরের প্রথমে সকলে প্রতিজ্ঞা করুন 'যেন এই বৎসর সকলে ভাল কাজ করিয়া, ভাল হইয়া, নিজের উন্নতি করিয়া কাটাইতে পারি।' পরমেশ্বর 'সখা'র পাঠক পাঠিকাদিগের ভাল ইচ্ছার সহায় হউন, 'সখা'সম্পাদকের এই আন্তরিক প্রার্থনা।

নূতন বৎসরের সুখবর।

সখার পাঠক পাঠিকাগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে আমাদিগের কোন বন্ধুর স্ত্রী ইচ্ছা করিয়াছেন সখার পাঠক পাঠিকাদিগের উৎসাহের [redacted] কিছু পুরস্কার দিবেন। তিনি [redacted] আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করা গেল:—

"শিশুদিগের উৎসাহের জন্য আমি ইচ্ছা করিয়াছি দ্বাদশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক যে বালক কিম্বা বালিকা আপনার পত্রে মুদ্রিত ধাঁধা সকলের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তর দিতে সক্ষম হইবে, তাহাকে বৎসরান্তে পাঁচ টাকা পারিতোষিক দিব। আশা করি আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন।"

শুভাকাঙ্ক্ষিণী

অলকাসুন্দরী রায়।

বোধ হয় বলাবাহুল্য যে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত আমাদিগের মাননীয়া পত্রপ্রেরিকার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছি, এবং তাঁহার নিকট আমাদিগের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 'সখা'র পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহাদের বয়স ১২ বৎসরের কম তাঁহারা এইবার চেষ্টা দেখুন। যে যতগুলি ধাঁধার উত্তর দিতে পারেন, আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, আমরা তাহার একটী হিসাব রাখিতে স্বীকৃত আছি। বৎসরের শেষে যাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে, তিনিই এই পুরস্কার পাইবেন। ধাঁধার উত্তর গুলি কাহারও সাহায্য না লইয়া নিজে নিজে বাহির করিতে হইবে, এবং পত্রিকা প্রকাশের পর ১৫ দিনের মধ্যে আমাদিগের কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিতে হইবে।

আর একটী আশার কথা।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে 'সখা'র অল্পবয়স্ক একজন গ্রাহক নিজের সুখের ক্ষতি করিয়া 'সখা' গ্রহণ করিতেছেন। আমাদিগের কোন বন্ধু লিখিয়াছেন যে এই বালকটী মাতার নিকট হইতে জলখাবারের জন্য একটী টাকা পাইয়াছিল, কিন্তু সে তাহা জলখাবারের জন্য খরচ না করিয়া তাহা দ্বারা 'সখা'র গ্রাহক হইয়াছে। বালকদিগের মধ্যে যে এইরূপ জ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা দিন দিন বাড়িতেছে, সুখের একটু ক্ষতি করিয়াও যে বালকগণ নূতন নূতন বিষয় শিখিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ কি?

বোধ পিতা মাতা এইরূপ সৎকার্য্যে বাধা না দিয়া বরং উৎসাহই দিবেন, কারণ সেই বালকই বড় হইয়া ভাল হয়, যে এই রূপে বাল্যকাল হইতেই শিক্ষার জন্য একটু একটু কষ্ট স্বীকার করা অভ্যাস করে। প্রত্যেক বালক বালিকারই উচিত এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়া চলেন।

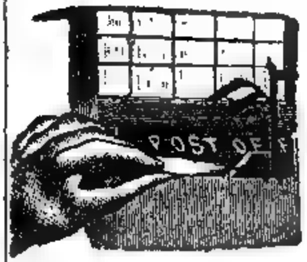

ত্র প্রেরকদের প্রতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ — যে মাসে পত্রের বিষয়ে উল্লেখ করিতে হইবে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পত্রগুলি এখানে আসা আবশ্যক। যাঁহাদের পত্রের বিষয়ে কিছু লেখা নাই, তাঁহারা জানিবেন যে তাঁহাদিগের পত্র হয় মনোনীত নহে, নতুবা স্থানাভাব।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুর।—একটী মাত্র গৃহীত হইল।

শ্রীশরৎকুমার সরকার, ঘোড়ামারা,—৪টীর উত্তর হইয়াছে।

শ্রীতুলসীচরণ দে, কাদিহাটী।—প্রথমটী ভাল হইয়াছে, অন্যগুলি নয়, কিন্তু স্থানাভাব।

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, কাদিহাটী। বাণানের দিকে আর একটু মন দিলে ভাল হয়। হেঁয়ালী মনোনীত নহে।

শ্রীসুশীলাবালা মুখোপাধ্যায়, কাদিহাটী। এই রূপ প্রশ্ন পাইলে আমরা বড়ই সুখী হই, তবে কোন কোন বালক বা বালিকা যেমন সম্পাদকের বিদ্যা বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার জন্য রাজ্যের 'বিদ্ঘুটে' প্রশ্ন সকল করিয়া থাকেন, সেরূপ না করাই যথার্থ সুশীল বা সুশীলার কার্য্য। প্রশ্নগুলির উত্তর এই:—১। যখন আকাশে মেঘ উঠে, তখন সেই মেঘের মধ্যে তড়িৎ নামে একরূপ জিনিশ জন্মে—আবার তাহার ঠিক নীচে পৃথিবীতে ও তড়িৎ জন্মে। তড়িতে তড়িতে পরস্পরের দিকে একটু যেন ভালবাসার টান আছে, তাই পরস্পরের কাছে যাইতে চায়। এইরূপ টান যদি খুবও মেঘের মধ্যস্থ তড়িতে হয় তাহা হইলে আর

পৃথিবীর লোকের বজ্রপাতের ভয় থাকে না; কিন্তু যখনই পৃথিবীর তড়িতে আর একখণ্ড মেঘের তড়িতে ভয়ানক টান হইল, অমনি মেঘের তড়িৎ পৃথিবীতে চলিয়া আসে। এই আসিবার নামই বজ্রপাত। এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে যাইবার সময় তড়িতের তেজে যে আলো হয়, তাহাকেই আমরা বিদ্যুৎ বলি, আর যে শব্দটী আমরা শুনিতে পাই তাহাও এই তড়িতের দ্বারাই উৎপন্ন হয়। যখন ভয়ানক তেজে, ভয়ানক বেগে বাতাসের মধ্য দিয়া মেঘের তড়িৎ পৃথিবীতে নামে, তখন বাতাস হঠাৎ দুভাগ হইয়া তড়িৎকে পথ দেয়, কিন্তু তাহার পরেই সেই দুভাগ বাতাস খুব জোরের সহিত 'ঘসাঘসি' করিয়া মিশিয়া যায়। এই মিশিবার সময়েই দুভাগের 'ঘসাতে' যে শব্দ হয়, আমরা তাহাই শুনিতে পাই। বিদ্যুৎ বজ্রপাতের আগে হয়, একথা না বলিয়া বোধ হয় ইহাই বলা অধিক সঙ্গত যে শব্দ হইবার আগে আমরা বিদ্যুৎ দেখি। ইহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল এই, যে শব্দ যত তাড়াতাড়ি চলে আলোক তাহা অপেক্ষা অধিক তাড়াতাড়ি যায়, এই জন্যই আমরা আগে বিদ্যুৎ দেখি, পরে শব্দ শুনি। বোধ হয় সকলেই জানেন যে যখন হাওয়া এক দিকে বহিতেছে, তখন যদি কেহ তাহার অন্য দিকে খানিকটা দূরে (মনে করুন নদীর একপাশে) দাঁড়াইয়া, দক্ষিণ বা উত্তর পাশে, একজন ধোবা কাপড় পরিষ্কার করিতেছে, তাহা দেখেন, তাহা হইলে দেখিবেন, কাঠের উপর কাপড় পড়িবার খানিক পরে শব্দটা কাণে আসে। এই দুই স্থলের কারণই এক। বজ্রপাত বলিলে সচরাচর সকলে মনে করে একখণ্ড লোহা মাথায় পড়িয়া মানুষ মরে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, তড়িতের তেজে শরীরের ভিতর এমন ভয়ানক একটা ঝাঁকুনি লাগে যে তাহাতে তখনই প্রাণ বাহির হয়। ২। বিদ্যুতের দ্বারা অনেক উপকার হয়, যাহা জানি; এমনও অনেক উপকার থাকিতে পারে যাহা বিদ্যুতের সৃষ্টিকর্ত্তাই জানেন। একটী উপকার;—ইহাতে সমস্ত বায়ুমণ্ডলের দূষিতভাবটী শোধরাইয়া দেয়; দ্বিতীয় উপকার,—ইহাতে অনেক পীড়া ভাল করে; তৃতীয় উপকার,—মানুষের জন্য দেশে বিদেশে 'খবরাখবর' লইয়া বেড়ায়, ইত্যাদি, ইত্যাদি। [illegible]।—স্ফটিক প্রাসাদের ন্যায় প্রস্তাব থাকিবে কি না, তাহা [illegible] যায় না। আমাদের বিলাতের লেখিকার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে বিদেশের কথা বলার আগে, দেশের নানারূপ খবর দিলে ভাল হয় না কি? আমরা তাহারই চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীশ্যামাচরণ রায়, কাড়াপাড়া—পূর্ব্বের রচনা প্রকাশিত হইবে না, স্থির করা গিয়াছে। আপনার শেষের পত্রের বিষয় আগামীবারে আলোচিত হইতে পারে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আপনার বয়স কত তাহা জানা আবশ্যক, কারণ বালক ভিন্ন অন্য কেহ এই পত্রিকায় আলোচনা করিতে পারিবেন না।

শ্রীনলিনাক্ষ রায়, কড়াপাড়া।—স্থানাভাব, বিশেষতঃ লেখা কাগজের একপিঠে এবং আরও পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল। 'সখা' বালকবালিকাদিগের কাগজ হইলেও বালকবালিকাদিগের লেখার দ্বারা আমরা 'সখা'কে পূরিয়া দিতে চাই না। বালকদিগের রচনায় অত সংস্কৃত শ্লোক কেন?

ভ্রমসংশোধন।

এবারকার প্রথম পৃষ্ঠায় যে ছবিটী দেওয়া হইয়াছে, সেটী "শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র" রাজার ছবি—স্থানাভাবে পূর্ব্বে লেখা হয় নাই।

ধাঁধা।

পূর্ব্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। কমলা=লক্ষ্মী, লেবু। ২। জাল দিয়ে মাছধরা। ৩। বাতাস। ৪। উকীল। ৫। দুয়েরই পাখা আছে, প্রভেদ এই পাখীর পাখা শরীরে, বাবুর পাখা হাতে, বাতাস খাইতেছেন।

নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে উপরের উত্তরগুলি সমস্ত পাওয়া গিয়াছে,—বালিকা সমিতি, বেথুন স্কুল, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ব্যাসডাঙ্গা; সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, কলিকাতা; শ্যামাচরণ রায়, কাড়াপাড়া; বিহারীলাল গোস্বামী এবং হরিভূষণ গুপ্ত, পাবনা।

নূতন।

১। একটী সাড়েচার বৎসরের বালক 'সখা'র পাঠক পাঠিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—

"বাঘ নয়, ভালুক নয়, আস্ত মানুষ গেলে"—কে?

২। একজন শিক্ষকের অনেকগুলি ছেলে, তাহাদের মধ্যে একজন খুব চালাক। শিক্ষক একদিন রাগিয়া তাহার নাক কাড়িয়া লইলেন, এবং তাহাকে সিদ্ধ করিয়া খাইয়া ফেলিলেন। বলতো খাওয়াটা কি রকম হইল?

৩। এমন সাতটী কথা কি যাহাদের প্রথম অক্ষর গুলি একসঙ্গে লইলে একজন লাট সাহেবের নাম, এবং শেষের অক্ষর গুলি একসঙ্গে লইলে অন্য একজন লাট সাহেবের নাম হয়? কথাগুলির বিশেষ পরিচয় এই—

১ম কথাটী, ইংরাজী	—	কার্য্য বিবরণ।
২য় কথাটী	—	অত্যন্ত।
৩য় কথাটী	—	৯০০।
৪র্থ কথাটী	—	বাগান।
৫ম কথাটী	—	সর্ব্বদা।
৬ষ্ঠ কথাটী	—	২ নয়।
৭ম কথাটী	—	প্রস্তুত করিব।

৪। নিম্নলিখিত পত্র খানির মধ্যের শূন্যস্থান পূর্ণ কর, কেবল সাবধান হইবে যে প্রথম শূন্য স্থানটী যে কথাটী বা কথাগুলির দ্বারা পূর্ণ করিবে, দ্বিতীয় স্থানটী, সেই কথার উলটা কথা দিয়া পূর্ণ করিতে হইবে; যথা, প্রথমটী পূর্ণ করিতে যদি 'তন' লাগে, তাহা হইলে দ্বিতীয়টী পূর্ণ করিতে, 'নত' বসাইতে হইবে।—

ভাই বন্ধু—

তোমার পত্র পাইলাম। অখিল এবং—সে দিন—তে স্নান করিতে গিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছিল।—ও সঙ্গে ছিল, কিন্তু—কোন বিপদে পড়ে নাই। তাহারা যখন যাইতেছিল, তখন আমি বলিলাম তোমরা এখন—; কিন্তু আমার—না শুনিয়া,—সেই—রাত্তিই—তে গেল।—একটু শুনিয়াছিল, কিন্তু অখিল কোনমতে না শুনিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।—বকল ও পাইয়াছেন;—রকম এই হইয়াছে যে গিয়া যাই নাবিয়াছেন, অমনি—গুলি মাছ সেই ঘাটে ছিল, তাহারা অখিলের পায়ের—অংশ ছিঁড়িয়া লইয়াছে, এবং—কে—র মধ্যে কাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। অখিল এখন খোড়া হয়ে পড়ে আছে। সত্বর যে আ—হবে তাহার সম্ভাবনা নাই; বলিতে কি এখন সে—র মত পড়ে থাকে। আর অধিক কি লিখিব, ইতি। তোমার স্নেহের হেমচন্দ্র।

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা ও মফস্বলে এক টাকা মাত্র। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণি অর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিটে, "সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না। তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ একখানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে, তবে সুদীর্ঘ হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালকবালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে; কেবল রচনা পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল বা কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে সেই নম্বরের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

৮। ধাঁধার উত্তর, আলোচনার বিষয়, বা সখায় প্রকাশ করিবার জন্য পত্র প্রভৃতি, পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগের কার্য্যালয়ে পৌঁছা আবশ্যক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং সীতারাম ঘোষের [redacted] "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রথম ভাগ। জুন, ১৮৮৩, । ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ভীমের কপাল।

৭ম অধ্যায়।

বগুড়া হইতে কলিকাতা যাইতে হইলে চৈতন্যগ্রাম পর্য্যন্ত গরুর গাড়ীতে আসিতে হয়। তথায় বিশ্রাম না করিয়া গরুর পক্ষে চলা কষ্ট, সুতরাং তৎকালে এইরূপ নিয়মই ছিল যে বগুড়া হইতে কলিকাতার আসিতে হইলে চৈতন্যগ্রামে গিয়া গাড়ী বিদায় দেওয়া হইত। পূর্ব্বে নৌকা করিতে গিয়া যেরূপ ঠকিয়াছিল ভীমেন্দ্রের তাহা স্মরণ ছিল, সুতরাং সে এবার মনে করিয়া 'কাহার গাড়ী' একথা জানিয়া রাখিয়াছিল। সন্ধ্যাবেলা গরুর গাড়ীর আড্ডায় গিয়া ভীমেন্দ্র দেখিল দু তিন খানা গাড়ী প্রস্তুত রহিয়াছে, ভীমেন্দ্র একখানার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'একি খোদাবক্সের গাড়ী?' গাড়োয়ান বলিল হাঁ। ভীমেন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে গাড়ীতে উঠিল—গাড়োয়ান গরু যুতিয়া গাড়ী হাঁকিতে লাগিল।

ভীমেন্দ্র কখনও গরুর গাড়ীতে চড়ে নাই, সুতরাং যখন এক একবার মাথা নীচের দিকে পা উপর দিকে যাইতে লাগিল, এক [illegible] বার যখন গড়াইতে গড়াইতে গাড়ীর এপাশ ওপাশ করিতে হইল, তখন ভীমেন্দ্রের কিছু ক্লেশ বোধ হইল। যাহা হউক এইরূপে সমস্তরাত্রি কাটিয়া গেল, ভীমেন্দ্র অর্দ্ধ জাগরণে অর্দ্ধ নিদ্রায় রাত্রি কাটাইল। প্রাতঃকালে ভীমেন্দ্র গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল 'আর কতদূর আছে?' গাড়োয়ান বলিল "আর ১ ক্রোশ। এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছিব।" অবশেষে একটী বড় গ্রাম বা বন্দর দেখা যাইতে লাগিল। ভীমেন্দ্র মনে করিল 'ঐ চৈতন্যগ্রাম';—জিজ্ঞাসা করিল 'ঐ বুঝি দেখা যায়?' গাড়োয়ান বলিল "হাঁ বাবু!" যথা সময়ে গাড়ী থামিল। ভীমেন্দ্র নামিয়া বলিল "গাড়োয়ান! বাক্সটা কই?" গাড়োয়ান কহিল "কই, আমার এই গাড়ীতে কেউ কোন বাক্স দেয় নাই ত!" ভীমেন্দ্র মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার গাড়োয়ানের সহিত যে কথা বার্ত্তা হইল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তাহার মর্ম্ম এই; এস্থান চৈতন্যগ্রাম নহে—ভীমেন্দ্র এবারেও ভুল করিয়া অন্য গাড়ীতে আসিয়াছিল। বগুড়ার এক পার্শ্বে খোদাবক্স নামে একজন মুসলমান বাস করিত, তাহার অনেক গুলি ভাড়াটিয়া গরুর গাড়ী ছিল। সকলগুলিই 'খোদাবক্সের আড্ডার গাড়ী' এই নামে পরিচিত। সুতরাং বিশেষ করিয়া গাড়োয়ানের নাম জিজ্ঞাসা না করাতেই এই গোলমাল ঘটিয়াছিল। যে দিন ভীমেন্দ্র চৈতন্যগ্রামে যাইবার জন্য খোদাবক্সের একটা গাড়ীতে বাক্স তুলিয়া দিয়াছিল, সেই দিনই আর একটা গাড়ীতে বগুড়ার মুন্সেফ বাবুর একটী দূর সম্পর্কীয় ভাইপোর রক্তল-

পুর যাইবার কথা ছিল। এখন পাঠক পাঠিকা বোধ [illegible] বুঝিতে পারিয়াছেন ভীমেন্দ্র কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে। রঙ্গলপুরে ভীমেন্দ্র আসিল, কিন্তু তাহার যে বাক্সের মধ্যে টাকা, খাবার, সমস্তই রহিয়াছে সে বাক্স না পাইয়া ভীমেন্দ্র বড়ই দুঃখিত হইল। তখন সে ভাবিল "ভাল, এই গাড়ীতেই বগুড়ায় ফিরিয়া যাই না কেন?" গাড়োয়ানকে এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে গাড়োয়ান বলিল "আমার গরুকে না ঠাণ্ডা করে আমি যেতে পারি না। পরন্তু আমি এখান থেকে যাব।" তবেইত বিপদ! অন্য গাড়ী করিতে হইলে নিয়মানুসারে আগেই ভাড়াটা দিতে হয়; ভীমেন্দ্র টাকা কোথায় পাইবে? তখন সে গাড়োয়ানের নিকট বিদায় লইয়া খানিকটা দূরে গিয়া ভাবিতে বসিল। রঙ্গলপুরের বাজার দেখিলে বোধ হয় যেন রঙ্গলপুর খুব একটা প্রকাণ্ড গ্রাম, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সেই গ্রামে সপ্তাহের মধ্যে দুদিন হাট বসে, নানা স্থান হইতে নানারূপ দ্রব্যের আমদানি এবং এবং অনেক লোকের জনতা হয়, এই জন্য বাজারটি খুব বড়। ফলতঃ রঙ্গলপুর একখানি ক্ষুদ্র-গ্রাম। তাহাতে চাষা, জেলে, ইত্যাদি জাতি ভিন্ন অন্য জাতির বাস নাই। ভীমেন্দ্র ভাবিতে লাগিল, কি ভাবিল তাহা ভীমেন্দ্রই জানে, বোধ [illegible] কলিকাতা হইতে মামার বাড়ীতে যাত্রা এইখান হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কথাই ভীমেন্দ্রের মনে পড়িয়া গিয়াছিল। পল্লীগ্রামে অপরিচিত একটী লোক আসিয়াছে, ভীমেন্দ্রের আসিবার অল্পকালের মধ্যেই এই সংবাদ গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল। তখন গ্রামের প্রাচীনলোকেরা ৪।৫ জন ভীমেন্দ্রের কাছে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন ভীমেন্দ্র মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে; দেখিয়াই তাঁহারা খানিক-ক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। রঙ্গলপুরের দরিদ্র ছোট লোকদিগকে 'তিনি' 'তাঁহারা' এরূপভাবে উল্লেখ করিতেছি কেন, জানিতে চাও? ইহাঁদের মত ভদ্র, শিবহত্কারী, নির্ব্বিবাদী, সহজ-সন্তুষ্ট লোক আমি আর দেখি নাই। রঙ্গলপুরের চাষা-দের সহিত যে একবার আলাপ করিয়াছে সেই তাহাদের গুণের প্রশংসা করিয়াছে। যাঁহারা মনে করেন ধর্ম্ম, সৎভাব, প্রভৃতি কেবল বড়লোকের মধ্যেই দেখা যায়, তাঁহাদিগের যে অত্যন্ত ভুল, রঙ্গলপুরের চাষাদের জীবন দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। ইনি ভদ্র, উনি অভদ্র, এরূপ প্রভেদ যদি কেবল বংশেতেই হইত, তাহা হইলে এই চাষাদের মান্য করিতাম না। আমি ভদ্রবংশে এরূপ ছোট-লোক দেখিয়াছি, যাহাদিগকে 'তুই' বলিয়া কথা বলিতেও ঘৃণা বোধ হয়, আর রঙ্গলপুরের ঐ যে ৫ জন চাষা ভীমেন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, উহাঁদের পবিত্র জীবন দেখিয়া উহাঁদের প্রতি ভক্তি না দিয়া কি থাকিতে পারা যায়? পাঠক! তুমি যদি নীচবংশে জন্মিয়া থাক, লজ্জিত হইও না।—রঙ্গলপুরের এই চাষাদের মত হও, আমি তোমাকে ভদ্র বলিব। আর যদি ভদ্রবংশে জন্মিয়া ভদ্রোচিত গুণ না পাইয়া থাক, তবে তোমাকে ছোট লোক ভিন্ন কি বলিব?

বদন জেলে, কেরামতালি চাষা, হারাণ কামার, জগন্নাথ তেলী এবং ভগীরথ নাপিত সেই গ্রামের মধ্যে প্রধান লোক বলিয়া পরিচিত।—ইহাঁদের কার্যদক্ষতা এবং ধর্ম্মভয় যাঁহারা দেখিয়া-ছেন, তাঁহারাই ইহাঁদের দ্বারা আপনাদের আবশ্য-কীয় কাজ করাইয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ফলতঃ এই সকল "ছোট লোকেরা" তাহাদের সৎচরিত্র এবং পরিশ্রমী হস্তের গুণে মহাসুখে কাল কাটাইতেছিল। তুমি বিদ্বান, তুমি হয়ত নিজের বিদ্যার মনে মনে অহঙ্কৃত হইয়া আমার এইরূপ বর্ণ-নায় হাস্য করিবে, কিন্তু তোমাকে একটি কথা বলিয়া রাখি—লেখা পড়া শিখিয়া বড় [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দশের প্রশংসা-ভাজন হও, তাহাতে দুঃখ কি?

কিন্তু যদি সৎচরিত্র এবং শ্রমশীলতা এই দুটী জিনিসের তোমার অভাব হয়, যদি যথেচ্ছাচারকে এবং আলস্যকে তোমার অঙ্গের ভূষণ করিয়া থাক, যদি উদরান্নের জন্য শারীরিক পরিশ্রমকে তুমি ছোটলোকের কাজ মনে করিয়া তাহা হইতে বিরত থাক, তাহা হইলে তোমার বিদ্যা তোমার সুখের কারণ না হইয়া, গলগ্রহ মাত্র হইয়া উঠিবে।

ভীমেন্দ্র খানিকক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া দেখিল কয়েকজন প্রাচীন লোক কাছে দাঁড়াইয়া আছেন, ভীমেন্দ্র কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না; ভীমেন্দ্র অপরিচিত লোকের চাউনি সহ্য করিতে পারিত না; একবার ভাবিল অন্যত্র চলিয়া যাই, আবার কি ভাবিয়া মাথা হেট করিয়া বসিয়া রহিল। তখন হারাণ কামার এবং ভগীরথ নাপিত একটু অগ্রসর হইয়া আসিলেন। অনন্তর উভয়ে কি পরামর্শ করিয়া, হারাণ কামার ভীমেন্দ্রের নাম, বয়স, অবস্থা, সেখানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীমেন্দ্র নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলিল। বুড়ো কেরামতালি এই দুঃখের কথা শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন "আল্লা কখন কাকে কোন্ দুঃখে ফেলেন, তা তিনিই জানেন।—সে বার মকবুলালির ছেলে খেতাবদিন যে কোথায় গেল, আর তাকে পাওয়া গেল না। হয়ত মারা পড়েছে। আল্লাতালা আমাদের বুড়োদের না নিয়ে ছেলেদের কেন যে নেন তা বুঝি না।" এই কথা বলিতে বলিতে কেরামত ছুটিয়া আসিয়া ভীমেন্দ্রকে বলিলেন "বাবা! এস আমাদের বাড়ীতে কি যেখানে খুশি, এস—এখানে তুমি ছেলেমানুষ পড়ে থাক্‌লে আমরা বুড়ো মানুষ কোন্ প্রাণে ঘরে যাই?" সেই বুড়োদের মধ্যে কে ভীমেন্দ্রকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইবে, এই লইয়া বাদানুবাদ হইল। অবশেষে স্থির হইল, ভীমেন্দ্র হারাণ কামা-[illegible] বাড়ীতেই থাকিবে। সকলে আসিয়া তাহাকে রোজ দেখিয়া যাইবে, এবং হাটের দিন বাবুরা আসিলে ভীমেন্দ্রকে কলিকাতায় পাঠাইবার বন্দো-[illegible] করিবে। 'বাবুরা' এ কথার অর্থ এই যে বর্দ্ধমানপুরের রাজার যাঁহার সম্পত্তি, প্রতি হাটবারে তাঁহার দুজন প্রধান কর্ম্মচারী সকলরূপ গোলমাল নিবারণের জন্য সেখানে উপস্থিত থাকেন। ইঁহারাই 'বাবুরা' এই নামে পরিচিত। এইরূপ স্থির হইলে অসহায় ভীমেন্দ্র হারাণ কামারের সহিত তাহার বাড়ীতে গেল। অন্যান্য চাষারাও আপন আপন কর্ম্মে গেল। ক্রমশঃ—

গিল্‌ফয় সাহেবের অদ্ভুত সমুদ্র-যাত্রা।

আমরা—'ইউনাইটেড্ স্টেট্‌স্'কোথায় জান? পৃথিবীর মান চিত্রের বাঁ ধারের গোলাকারটির নাম নূতন মহাদ্বীপ। নূতন মহাদ্বীপের বড় দেশটা আমেরিকা। আমেরিকার মাঝখানটা খুব সরু, দেখিতে দুইটী দেশের মত দেখায়। এই দুইটীর উপরেরটীর নাম উত্তর আমেরিকা আর নীচেরটীর নাম দক্ষিণ আমেরিকা। উত্তর আমেরিকার যত দেশ, ইউনাইটেড্ স্টেট্‌স্ তার মধ্যে সকলের বড়!

ইউনাইটেড্ স্টেট্‌সে গিল্‌ফয় সাহেবের বাড়ী। গিল্‌ফয় সাহেব বড় মজার লোক। বয়স ৩৩ বৎসর হইবে। সাহেব এই বয়সটা প্রায় জাহাজে থাকিয়াই কাটাইয়াছেন। জাহাজে চড়িয়া কত দেশে গিয়াছেন, কত তামাসা দেখিয়াছেন, কিন্তু একা ছোট নৌকায় প্রশান্ত মহাসাগর পার হন নাই, এই দুঃখে সাহেবের আর মন ঠাণ্ডা হয় না। ছুতোরকে বলিলেন 'আমাকে একখানা নৌকা গড়িয়া দাও'। ছুতোর তাহাই করিল। নৌকা দীর্ঘে ১২ হাত, চওড়ায় ৪ হাত, আর উঁচুতে ২ হাত হইল। ৫৫ মোন জিনিস ধরে। নাম রাখিলেন পাসিফিক্। সাহেব বলিলেন জলবিহার করিয়া ফরিয়া অষ্ট্রেলিয়া যাইব। অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকা হইতে প্রায় ৬০০০ মাইল দূরে।

পাঁচ মাসের আন্দাজ খাদ্য সামগ্রী নৌকায় উঠান হইল। ১৮৮২ সালের ১৯এ আগষ্ট গিল্‌ক্রাস্ট সাহেব যাত্রা করিলেন। প্রথম সপ্তাহ বেশ সুখে সুখে গেলেন—তবে নৌকা বড় নীচু বলিয়া জল ছিটিয়া খাবার জিনিষ গুলি ভিজাইয়া দিতে লাগিল,—এই একটু অসুবিধা। এর পর প্রায় একমাস পর্য্যন্ত কোন দিন বাতাস পান কোন দিন বা বাতাস থাকেই না; আর দলে দলে মাছ এবং সামুদ্রিক কচ্ছপ আসিয়া নৌকা ঘিরিয়া তামাসা দেখে। বাতাস নাই, পথ এগোয় না; খাবার জিনিষও বেশী নাই; সাহেব দেখিলেন অত বেশী খাইলে চলিবে না। এক যায়গায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে এই সময়ে সাহেবের ক্ষুধা হ্রাস হইয়া উঠিল। বেশী খাইতে পারেন না—সুবিধার বিষয়ই হইল। ভোর হইবার পূর্ব্বে ৩।৪ ঘন্টা নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস ছিল, কিন্তু নৌকার নীচে কিসে ঠক্ ঠক্ করিয়া তাহার বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। সাহেব দেখিলেন হাঙ্গরের তাড়ায় ছোট ছোট মাছ আসিয়া নৌকায় ঠেকে—তাহাতেই এই শব্দ হয়। তিনি হাঙ্গর তাড়াইবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তোমরা অনেকে বোটের মাঝিদের হাতে এক রকমের লগী দেখিয়াছ, তাহার মাথায় লোহার একটা বড়শির মত লাগান থাকে। সাহেবের এর একটা ছিল। তিনি তাহার অগ্র-ভাগটা সোজা করিয়া লইলেন। এই অস্ত্র হাতে করিয়া তিনি হাল ধরিতে বসিতেন আর হাঙ্গর কাছে আসিলেই সুট করিয়া ঘা মারিতেন। হাঙ্গরগুলি [illegible] পাইল, তিনি যতক্ষণ বাহিরে বসিয়া থাকিতেন ততক্ষণ আর কাছে আসিতে সাহস পাইত না। ঘুমাইবার সময় একটা পিরাণ তাঁহার বসিবার যায়গায় লট্‌কাইয়া রাখিতেন; তাহাতে হাঙ্গরগুলি মনে করিত মানুষটাই বুঝি বসিয়া রহিয়াছে; সুতরাং ঠক্ ঠকি থামিল।

১০ই নবেম্বর একখানা জাহাজ দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহার কাছে গিয়া কিছু খাবার চাহিয়া লইলেন। তার পর কয়েক দিন এত বাতাস পাইয়াছিলেন যে এক দিন প্রায় ১০৯ মাইল গিয়াছিলেন। ১৪ই ডিসেম্বর, ঝড় তুফানের দিন, একটা বড় ঢেউ আসিয়া তাঁহার নৌকাখানি উল্টাইয়া ফেলিল। সাহেব সাঁতরিয়া নৌকার পাশ দিয়া গেলেন, এবং নঙ্গরের দড়ি ধরিয়া প্রাণপণে টানাটানি করিতে করিতে এক ঘণ্টায় নৌকাটিকে সোজা করিলেন। জল সেঁচিতে গিয়া তিনি কিছু বেশী হুড়ো হুড়ি করিতে লাগি-লেন—নৌকা খানি আবার উল্টিয়া গেল। দ্বিতীয় বার নৌকা সোজা করিতে তত কষ্ট বোধ হইল না, এবার খুব সাবধান হইয়া জল সেঁচিলেন। এই গোলমালে সাহেবের ঘড়ি এবং কম্পাস হারাইয়া গেল। কিছু কাল পরে একটা কিরিচ মাছ আসিয়া নৌকার গায় ছিদ্র করিয়া দিয়া গেল। সাহেব তখন টের পাইলেন না। কিন্তু শেষে যখন দেখিলেন নৌকায় জল উঠিয়া জিনিশপত্র ভাসিতেছে, তখন চেতনা হইল। তাড়াতাড়ি ছিদ্র বন্ধ করিলেন।

নূতন বৎসর আসিল। ৭ই জানুয়ারি একটী পাখী উড়িয়া নৌকায় আসিল, সাহেব তাহা ধরিয়া খাইলেন। ১১ ই জানুয়ারি আর একটী পাখী ধরিলেন। কখন কখন দুই একটী "উড়ুক্কু" মাছ নৌকায় আসিয়া পড়িত তাহাও বিনা আপত্তিতে ভক্ষণ করিতেন। ১৬ই তারিখ তাঁহার হালটী ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি আর একটী করিয়া লইলেন। ইহার পর আর এক দিন একটী পাখী ধরিয়াছিলেন। কিন্তু ২১এ হইতে ক্ষুধায় তাঁহাকে রোগা করিতে লাগিল। নৌকার গায়ে যে সমস্ত শামুক ছিল তাহার বড় গুলি চুষিয়া খাইলেন। আর এক দিন গুলি করিয়া একটী পাখী মারিয়াছিলেন; কিন্তু জল হইতে উঠাইতে

পারিলেন না। ৩০এ একটি পাখী ধরিয়া দেশলাইএর আগুনে পোড়াইয়া খাইলেন। তার পর এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন যে নৌকা কোন্ দিকে যাইতেছে তাহার প্রতি মনোযোগ রহিল না। এক দিন হেট মস্তকে বসিয়া নিজের অবস্থার কথা ভাবিতেছেন এমন সময় হঠাৎ মাথা তুলিয়া দেখিলেন—একটা জাহাজ। তিনি আনন্দে জাহাজের দিকে যাইতে লাগিলেন; জাহাজের লোকেরাও দেখিতে পাইয়া জাহাজ ফিরাইল। জাহাজে উঠিয়াই কিছু খাবার চাহিলেন। খাবার শীঘ্রই আনা হইল; খাইয়া ঠাণ্ডা হইলে পর সমস্ত লোক তাঁহার ইতিহাস শুনিতে আসিল। তিনি নোট বহিতে সব লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; সেই বহি হইতে ইংরেজী পত্রিকায় এই গল্পটী ছাপা হইয়াছে।

শিশু-স্বাস্থ্য রক্ষা।

উপক্রমণিকা।

বালক বালিকাগণ। শরীর রক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষাই তোমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই দুয়ের মধ্যে যেটীকে অবহেলা করিবে, তজ্জন্যই ইহার পর ক্লেশ পাইতে হইবে। যেমন বিদ্যা না শিখিলে চিরকাল অতি গরিবের দশায় কাটাইতে হইবে, তেমনি শারীরিক নিয়ম অবহেলা করিলে চিরকাল সকল সুখে বঞ্চিত থাকিবে। যিনি তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিই তোমাদের শরীর [illegible] মন দুয়েরই চালনা করিতে বলিয়াছেন। যেমন পাঠশালায় উত্তম পড়া বলিতে পারিলে তোমাদের মনে আনন্দ হয়, সেইরূপ কোন নির্দ্দোষ শারীরিক খেলায় খুব ভাল হইতে পারিলেও মনে অতিশয় আমোদ উপস্থিত হয় এবং কোন রূপ পরিশ্রান্ত হয় না, বরং শরীরে ও [illegible] অতিশয় স্ফূর্ত্তিই হইয়া থাকে। এই যে আনন্দ ও মনের স্ফূর্ত্তি, ইহাতে এই কথাই প্রমাণ হইতেছে যে শরীরের চালনা করাও ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

সুতরাং শরীর [illegible] মন ইহার কিছুরই অবহেলা করিওনা। যদি বিদ্বান ও ধনী হইতে চাও, প্রতি দিন শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিবে। এই দুয়েরই এক সঙ্গে উন্নতি করিলে তোমরা চিরকাল সুখী হইবে। তোমরা বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছ, যে তোমাদের দেশের অনেক সুশিক্ষিত যুবক কেবল শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিবার অপরাধে কেহ বা [illegible] বয়সে মরিয়া গিয়াছেন এবং কেহ বা চিরকাল রোগে সারা হইতেছেন। আমি অনেককে জানি যাঁহারা কালেজ হইতে বাহির হইয়া বা তৎপূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছেন, সুতরাং শিক্ষাদ্বারা তাঁহার কি তাঁহার পিতা মাতার কি ফল লাভ হইল, দেশেরই বা কি উপকার হইল? এই জন্য বলিতেছি, তোমরা যাহাতে শরীর ও মন উভয়েরই মঙ্গল সাধন করিতে পার, উভয়কে উন্নত করিতে পার, এরূপ চেষ্টা করিবে। (ক্রমশঃ)

মণিরামের 'কাহিনী।'

বিনোদ বাবুর বাড়ীতে আজ সকলেই দুঃখিত। বিনোদ বাবুর মেয়ে হিরণ্ময়ী আজ মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে; কর্ত্তা এবং গৃহিণীরও দুঃখ হইয়াছে তাঁহারাও নিশ্বাস ছাড়িতেছেন। বাড়ীর বাঘাকুকুর কি একটা ব্যাপার ঘটিয়াছে বুঝিতে পারিয়া ছট ফট করিয়া ঘেউ ঘেউ শব্দে চারিদিকে ঘুরিতেছে, মেনী বিড়ালটা পর্য্যন্ত দুঃখে পড়িয়া শুইয়া রহিয়াছে; চাকর বাকর সকলেই 'আহা বেস ছিল!' এই বলিয়া দুঃখ করিতেছে; সকলেরই দুঃখ,—মণিরাম মরিয়া গিয়াছে।

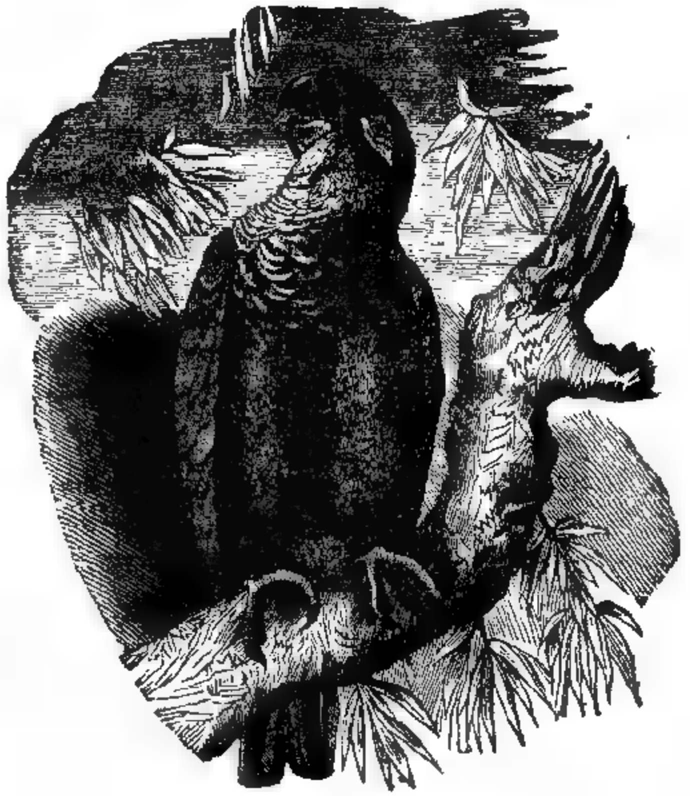

কিন্তু মণিরাম কে? কোন বালক? না বাড়ীর কোন আত্মীয় স্বজন, কেউ? না। তবে মণিরাম কে? মণিরাম একটী সুন্দর কাকাতুয়া পাখী। সাদা ধব ধব করিতেছে, মাথায় হলুদে ঝুটি। পাখীটী অনেক কেলে, বয়স ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। তাহার কত গুণ! সে হাঁসের মত ক্যাঁ ক্যাঁ করিত, শিশুর ন্যায় কাঁদিত, বিড়ালের ন্যায় ম্যাও ম্যাও করিয়া ডাকিত, কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ করিত, বালিকার ন্যায় হাসিত, বুড়োর ন্যায় কাশিত, "ওরে রামশশী" এই গান এবং এই [redacted] আরও অনেক গান গাইত, ফোঁৎ ফোঁৎ করিয়া নাক ঝাড়িত, ভয়ানক হাঁচি দিত, রেলের বাঁশীর শব্দ করিত, এবং হিরণ্ময়ী [redacted] কর্ত্তা এবং গৃহিণীর সঙ্গে মাঝে মাঝে লুকোচুরী খেলিত।

বাড়ীর সকলের মধ্যে হিরণ্ময়ীর সঙ্গেই মণিরামের কিছু অধিক ভাব ছিল। হিরণ্ময়ীর বয়স ১৩। ১৪ বৎসর। দুঃখ কাহাকে বলে সে তাহা জানেনা; এক গাল প্যান চিবাইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া হাসিয়া হিরণ সমস্ত দিনই বাড়ীময় আমোদ করিয়া ফিরিত। মণিরামকে খাবার দিবার ভার হিরণের উপর ছিল। সে পাখীকে খাবার দিত, কখনও তাহার ধারাল ঠোঁটে চুমো খাইত, কখনও তাহার সহিত খেলা করিত এবং কখনও 'বাছা আমার' 'যাদু আমার' বলিয়া আদর করিত। এই [redacted] কারণে মণিরাম হিরণ্ময়ীর বড়ই বাধ্য ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া যে সে সকলেরই বাধ্য হইত তাহা নহে। যে একবার তাহাকে অভক্ত করিয়াছে মণিরাম কখনও তাহাকে [redacted] মানে নাই। মণিরামের অন্য ক্ষমতা বেশী থাক না থাক নষ্ট করিবার ক্ষমতাটি বেশ ছিল। যেখানেই

তাহাকে বসাইয়া রাখ সে কিছু না কিছু নষ্ট করিয়া বসিয়া আছে। প্রথমে পোষাপাখী বলিয়া মণিরামকে শিকলে বাঁধা হয় নাই, কিন্তু খোলা বেড়াইতে পাইয়া যখন সে বাড়ীঘরের ক্ষতি করিতে লাগিল, তখন তাহাকে পায়ে শিকল বাঁধিয়া রাখা হইতে লাগিল।

বিকাল বেলা তাহাকে [illegible] সময়ের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইত কিন্তু সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই আবার পায়ে শিকল পরিয়া, মণিরামকে সেই অবস্থাতেই সমস্ত রাত্রি রান্নাঘরে থাকিতে হইত। মণিরাম রান্নাঘরে একা থাকিতে ভাল বাসিতেন না, কাজেই যাই দেখিতেন সকলে তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল, অমনি সুর চড়াইয়া, গলা কাঁপাইয়া বলিতেন "রান্নাঘরে কেও ?—একাকিনী!"

বাড়ীতে যখন লোক জন আসিত তখন মণিরামের জাঁক দেখে কে! মণিরাম তখন মাথা উঁচু করিয়া, ঝুঁটি বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিত "হা! হা! কর্ত্তাকে চাই ?" যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা সকলেই মণিরামকে আদর করিতেন—মণিরাম ও তাহাই চাহিত। যদি কখনও দেখিত যে অনেক লোক আসিয়াছে কিন্তু কেহই তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিতেছে না, তাহা হইলে মণিরাম প্রথমে আস্তে, আস্তে, তার পরে একটু জোরে, তারপর আরও একটু জোরে, তার পর ভয়ানক চীৎকার করিয়া বলিত "আহা বেচারা! আহা বেচারা"; চীৎকার এত বেশী হইত যে এই জন্য মণিরামকে কখন কখন শাস্তি পাইতে হইয়াছে; কিন্তু অভ্যাস কোথায় যায় ?

সে যাহা হউক দুই বৎসর পূর্ব্বে মণিরাম হিরণের একটা মস্ত উপকার করিয়াছিল। একদিন দুপুর বেলা কর্ত্তা আফিসে গিয়াছেন, হিরণের মা কি একটু দরকারে পাড়ায় গিয়াছিলেন, হিরণ কোথায় কি তামাসা দেখিতে গিয়াছে, বাড়ীতে শুধু ঝি আর মণিরাম। এমন সময়ে [illegible] চোর কিছু 'যোগাড়' দেখিবার আশায় চুপি চুপি রান্নাঘরে ঢুকিয়া যায়; মণিরাম তাহা দেখিতে পাইল। অমনি সে বলিয়া উঠিল "রান্নাঘরে কেও ? একাকিনী!" বেচারা চোর ভাবিল, বুঝি কেউ দেখিতে পাইয়াছে; তখন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল, পায়ের শব্দ শুনিয়া ঝি ছুটিয়া আসিল, তখন চোর ভায়া কি করেন? লজ্জার ভয়ে মার দৌড়! সেদিন মণিরামের আদর দেখে কে! সে দিন মণিরামের খাবারটা খুব ভালরকমেরই হইয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি মণিরাম খুব কাশিতে পারিত। এক দিন মণিরাম বাগানে বসিয়া আছে এমন সময়ে বাগানের মালী সেই খানে কাজ করিতে আসিল। বেচারা বুড়োমালীর কাশির ব্যারাম ছিল, তাহাকে কাজ করিতে করিতে অনেক বার থামিয়া কাশিতে হইত। মালীর দু একবারের কাশির শব্দ শুনিয়াই মণিরামের মজা লাগিয়া গেল, মণিরাম ও তখন কাশিতে আরম্ভ করিল। মালী যত কাশে মণিরাম ও তত কাশে, মালী ভাবিল বুঝি কেহ ঠাট্টা করিতেছে। কিন্তু যখন দেখিল যে সে মণিরাম, অমনি রাগিয়া দাঁত কিড়িমিড়ি করিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "উঁঃ গা—ধা! যদি সত্যি সত্যি কাশ হ'ত তবে টের পেতে!"

এমন আমুদে পাখীকে কে না ভাল বাসে? কিন্তু এই আমোদ আর অধিক দিন রহিল না। এক দিন খাঁচার মধ্যে মণিরামের মাথা ঢলিয়া পড়িল—মণিরামের ভয়ানক অসুখ হইয়াছিল। এই অসুখের মধ্যে [illegible] হিরণের সাধের পাখী দুবার তিন বার "আহা বেচারা!" "আহা বেচারা!" বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার ঠোঁটের কথা ঠোঁটেই রহিয়া গেল। কর্ত্তা কতবার তাহাকে কথা কহাইবার চেষ্টা করিলেন, কত ঔষধ পত্র করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ৫৬ বৎসর [illegible] মণিরাম মরিয়া গেল। হিরণ্ময়ী কাঁদিয়া

কাঁদিয়া চোখ্ ফুলাইয়া শেষে মুখ ভার করিয়া বসিল। কর্ত্তা, গৃহিণী এবং বাড়ীর সকলেরই দুঃখ হইল। যাহাকে ভালবাসা যায় সে চলিয়া গেলে কাহার না মনে কষ্ট হয় ?”

প্রকৃতির শোভা।

১

আকাশে উঠেছে তারা
বাগানে ফুটেছে ফুল।
খোকা খোকা ফল কোলে
ডালে ডাকে পাখীকুল।

২

নিশি করে ঝক্ মক্
নদী করে কুল কুল!
পুরাণ পুকুর পারে
ফুটেছে বকুল ফুল।

৩

মাঠেতে করেছে শোভা
খোকা খোকা পাকাধান।
প্রহরী চাষার ছেলে
মনে,সুখে করে গান।

[illegible]

সপ সপ বায়ু বয়
পাতা করে মর মর।
ঝন্ ঝন্ ধান বাজে
হেলে দুলে আছে খড়।

[illegible]

আকাশে উঠিয়ে চাঁদ
আলোক করিছে দান।
পুলকেতে পৃথিবীর
হাসি হাসি মুখ খান।

[illegible]

আধঘুমে জেগে উঠে
চাষার কোলের ছেলে
মধুমাখা আধ বোলে
ডাকিতেছে মা মা বলে।

৭

ঘন ঘন পেঁচা ডাকে
ভয়ে কাঁপে পাখীগণ।
বালক বালিকা বুড়ো
ঘুমে সব অচেতন।

৮

কালি হবে বাকি পড়া
আজি পড়া রেখে দাও।
হয়েছে অনেক রাত্রি
বই রেখে ঘুম যাও।

সুরেন্দ্র বাবুর কারাবাস।

“সখার” পাঠকেরা বোধ [illegible] প্রায় সকলেই বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাল করিয়া জানেন। সুরেন্দ্র বাবু কলিকাতার ছেলেদের দেবতা। তিনি কলিকাতার যুবকদলের মনে একটী নূতন ভাব জাগাইয়া দিয়াছেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের আপনার যে একটা দেশ আছে, ইহা ভাল করিয়া বাঙ্গালী যুবকেরা জানিতেন না। মাতৃভূমির ঠিক অর্থ তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না। সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা অসাধারণ; এবং এই ক্ষমতাগুণে তিনি বাঙ্গালীর প্রাণে স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য ভালবাসা জন্মাইয়া দিয়াছেন। ইংরাজেরা আমাদের দেশ শাসন করেন; আমাদের আইন কানুন তাঁহারাই প্রস্তুত করেন; আমাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া আমাদের টাকা তাঁহারাই আপনাদিগের ইচ্ছামত ব্যয় বা অপব্যয় করেন, আমাদিগের *তাহাতে কোন হাত নাই।* ইহাতে অনেক সময় দেশের ঘোর অনিষ্ট হয়। ভাল কাজে যে টাকার প্রয়োজন অনেক সময় মন্দ কাজে সে টাকা খরচ হয়। তার পর আমরা নিজেরা নিজেদের আইন কানুন তৈয়ার করিতে পারি না বলিয়াও অনেক সময় বিশেষ অনিষ্ট হয়। ইংরাজেরা বিদেশী লোক, ভিন্ন ভাষার কথা বলেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র ও আমরা যে ভাবে থাই, থাকি তাঁহারা সে ভাবে থান, থাকেন না। কাজে কাজেই আমাদিগের যে কি দরকারী ও কি দরকারী নহে, ইহাঁরা সহজে তাহা বুঝিতে পারেন না। সুতরাং আমাদের দরকার মত আইন কানুনও সব সময় তৈয়ার হয় না। তার পর দেশের বড় বড় কাজ যত—যাহাতে অধিক চিন্তা, অধিক বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন [illegible] যাহাতে বেশী মাহিয়ানা পাওয়া যায়, তাহাও সবই প্রায় তাঁহাদের দখলে। ইংরাজেরা আমাদের দেশের উপকার করিয়াছেন; তাঁহারা দেশে আছেন বলিয়া এখনও আমাদের অনেক উপকার হইতেছে; কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমাদের যতই চোখ্ ফুটিতেছে, যতই আমরা জ্ঞান ও শিক্ষা পাইতেছি ততই সমস্ত কাজ চালাবার ভার আমাদিগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। এই সকল ভাব দেশের যুবকগণের [illegible] জনসাধারণের মনে প্রবা-

নতঃ সুরেন্দ্র বাবুই গাঁথিয়া দিয়াছেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা এ কথা ভাবিতাম না; দশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের শাসন-কার্য্য যাহাতে ভাল হয়, অপর অপর জাতির মত যাহাতে আমরাও আমাদের নিজেদের হাতে আমাদের স্বদেশের শাসনভার পাইতে পারি, এবিষয়ে লোকের মনোযোগ প্রায় ছিল না বলিলেও হয়। সুরেন্দ্র বাবু বক্তৃতা করিয়া ও কাগজে লিখিয়া আমাদের এই কর্ত্তব্যভাব সজাগ করিয়াছেন। বিগত আট নয় বৎসর কাল তিনি প্রাণপণে আমাদের জন্য, তাঁহার স্বদেশের উপকারের জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি আমাদের পরম বন্ধু; তিনি সমস্ত ভারত-বর্ষের পরম হিতৈষী। মাতৃভূমির দুঃখ ক্লেশ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদে, ও দেশের নরনারীর ঘোর দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি সর্ব্বদা হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পান। ধন্য সেই ব্যক্তি যে আপনার মাতৃভূমির ও আপনার স্বজাতির দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রাণে ভয়ানক ক্লেশ পায়। দেশের জন্য যে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে, সে পুণ্যবান। তাহার এই সামান্য এক এক ফোঁটা চোখের জল স্বর্গে ভগবানের নিকটে মুক্তা-ফলের মত শোভা পাইয়া থাকে!

বেঙ্গালী নামক একখানি অতি সুন্দর ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র আছে। সুরেন্দ্র বাবু এই পত্রের সম্পাদক। কিছু দিন হইল ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনি-য়ান নামক আর একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রে হাইকোর্টের জজ নরিস সাহেবের নামে কয়েকটী কথা লেখা হয়। নরিস সাহেব আজ প্রায় নয় মাস হইল এ দেশে আসিয়াছেন। প্রথমে লোকে তাঁহার একটীভাল কাজ দেখিয়া বড়ই সুখী হয়। চৌরঙ্গীর রাস্তায় তিনি এক দিন গাড়ীতে যাইতে-ছিলেন; এমন সময়ে আর এক জন সাহেবের গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া একটী বৃদ্ধা মেয়েমানুষ আহত হয়; সাহেব তাহার দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না; সাঁ সাঁ করিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া চলিলেন; নরিস সাহেবের প্রাণে আঘাত লাগিল। নিষ্ঠুরহৃদয় সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ জোরে গাড়ী চালাইয়া তাঁহাকে ধরিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, এই হতভাগ্য স্ত্রীলোকটীকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া কি আপনার উচিত নয়?" নিষ্ঠুর সাহেব বলিয়া উঠিল,—"এদেশের সাহেবদের গাড়ীর চাপে কোনও দেশীয় লোক পড়িলে, তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার নিয়ম নাই।"—উচ্চমনা নরিস এই কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। নিজে গাড়ী করিয়া বৃদ্ধাকে হাঁস-পাতালে পাঠাইয়া দিলেন। [illegible] সংবাদ শুনিয়া দেশ-শুদ্ধ লোক আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়িল। কিন্তু এ দেশে আসিয়া সাহেবেরা অনেক দিন ভাল থাকিতে পারেন না। নরিসেরও স্বভাব উল্টাইতে লাগিল। তিনি দেশীয়দিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং সময়ে সময়ে তাহাদিগের উপর অপমান অত্যাচারও করিতে আরম্ভ করিলেন। "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ান" পত্রে তাঁহার অনেকগুলি নিন্দার কথা বাহির হইল। সুরেন্দ্র বাবু তাঁহার বেঙ্গালী পত্রে ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ানের লিখিত একটী প্রবন্ধ তুলিয়া দেন। "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ান" লিখিয়াছেন যে নরিস সাহেব জোর করিয়া হিন্দুদের দেবতা শাল-গ্রাম ঠাকুরকে খোলা কাচারিতে আনিয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবু এই কথা উপলক্ষ করিয়া নরিস সাহেব হাইকোর্টের জজিয়তির উপযুক্ত নন, [illegible] কথা বলেন। বহুদিন হইল বিলাতে জেফ্রি নামে অতি-শয় অধার্ম্মিক ও অত্যাচারী এক জন বিচারক ছিলেন; সুরেন্দ্র বাবু এই প্রবন্ধে নরিস সাহেবের অত্যাচার, অবিচারের কথা বলিবার [illegible] এই জেফ্রি [illegible] তাঁহারই মতন অত্যন্ত অধর্ম্মপরায়ণ স্কুগস্ নামে অন্য এক জন জজের নাম করেন। "ইংলিশম্যান" নামে ইংরাজদের একখানা খবরের

কাগজ আছে। এই খবরের কাগজ চিরকালটা বাঙ্গালীদের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া কাটাইয়াছে। সুরেন্দ্র বাবুর উপরি উক্ত লেখাটী নকল করিয়া "ইংলিশম্যান" পত্র লেখেন যে এতদ্দ্বারা হাইকোর্টের অপমান করা হইয়াছে। জজ নরিসের ইংলিশম্যানের কথা পড়িয়া মনে হইল,—"তাইত!" আর অমনি তিনি বেঙ্গালী পত্রের সম্পাদক সুরেন্দ্র বাবু ও ঐ পত্রের ছাপাওয়ালা বাবু রামকুমার দের উপর সমন অর্থাৎ আদালতে আসিবার হুকুম জারি করিলেন। সুরেন্দ্র বাবু সমন পাইয়াই, হাইকোর্টে আসেন, এবং তথায় জানিতে পান যে ব্রাহ্মপাবলিক ওপিনিয়ান শালগ্রাম সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা সত্য নহে। অর্থাৎ জজ নরিস জোর করিয়া শালগ্রাম আনেন নাই। কিন্তু উভয় পক্ষের সম্মতি লইয়া তাঁহাদের ইচ্ছামতেই তিনি হিন্দুদের একজন দেবতাকে হাইকোর্টের বারান্দায় আনিয়া উপস্থিত করেন। পর দিন প্রধান বিচারপতি গার্থ সাহেব, নরিস সাহেব ■ অপর দুইজন ইংরাজ জজ ■ আমাদের দেশের রত্ন জজ রমেশচন্দ্র মিত্রকে লইয়া সুরেন্দ্র বাবুর বিচার করিতে বসেন। সুরেন্দ্র বাবুকে লোকে এত ভাল বাসে, ও এই বিচার কিরূপ হইবে সে বিষয়ে লোকের এত উৎকণ্ঠা হইয়াছিল যে বিচারের দিন হাইকোর্টের গার্থ সাহেবের এজলাসে, বারান্দায়, উঠানে পর্য্যন্ত তিল ফেলিবার স্থান ছিল না। কেবল হাইকোর্টের প্রকাণ্ড বাড়িটী যে লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল তাহা নহে; বাহিরের রাস্তায়, ও পাশের মাঠে পর্য্যন্ত হাজার হাজার লোক জড় হইয়াছিল।

কোনও বিষয়ে ভুল হইয়াছে জানিতে পারিলে তাহা অবিলম্বে স্বীকার করা ■ তৎক্ষণাৎ তাহা শোধরাইবার চেষ্টা করা উচিত। ইহাতে সত্যপ্রিয়তা প্রকাশ পায়; ইহাদ্বারা চরিত্রের মাহাত্ম্য প্রমাণ হয়। যথার্থ বীরত্বের লক্ষণই এই। সুরেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মপাবলিক ওপিনিয়নের যে কথা সত্য বলিয়া লইয়াছিলেন, তাহা ঠিক সত্য নহে জানিতে পারিয়া, আপনার ভুল স্বীকার করিলেন। এবং ভুল-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া জজ নরিসের প্রতি যে কটু কথা ব্যবহার করিয়াছেন তাহার জন্যও দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে এই রূপ ভাবে বিচার করিবার ক্ষমতা হাইকোর্টের নাই; এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন। তবে ক্ষমতা আছে কি না এ বিষয় ভাল করিয়া তর্ক বিতর্ক করিতে হইলে অনেক আইন কানুন, অনেক নজির ■ অনেক খাতা পত্র খুঁজিতে হইবে, সুতরাং তিনি জজদিগের নিকট কিছুকালের জন্য তাঁহার মোকদ্দমা মুলতবি অর্থাৎ থামাইয়া রাখিতে প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তিনি যে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছিলেন তিনি সুরেন্দ্র বাবুর এই প্রার্থনায় দুকথা বলা উচিত বোধ করিলেন না। সুতরাং তিনি এ বিষয়ে বেশি কিছু বলিলেন না। জজেরা এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন,—ও পরদিন সুরেন্দ্র বাবুকে বিনা পরিশ্রমে দুইমাস কাল প্রেসীডেন্সী জেলে (হরিণবাড়ীতে) কয়েদ থাকিতে হুকুম দিলেন।

এই কারণেই আজ আমাদের প্রিয় সুরেন্দ্র বাবু কারাগারে। "সখা" বালক বালিকাদিগের পত্র, তাঁহার আইন কানুন লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং সুরেন্দ্র বাবু অন্যায় করিয়াছেন কি না, হাইকোর্টের তাঁহাকে এই রূপ শাস্তি দিবার অধিকার আছে কি না, অথবা যে দোষে কিছুদিন পূর্ব্বে এই হাইকোর্টেই ইংরাজ টেইলর সাহেবের কেবল জরিমানা হইয়াছিল, ও ইংলিশম্যান পত্রের সম্পাদক-সাহেব ক্ষমা চাহিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, সেই অপরাধে বাঙ্গালী সুরেন্দ্র নাথের দুইমাস কারাদণ্ড ন্যায় হইয়াছে কি অন্যায় হইয়াছে, তাহার আলোচনা আমরা করিব না। কিন্তু সুরেন্দ্র বাবু দেশের হিতৈষী, সুরেন্দ্র বাবু ছেলেদের—'সখা'র অনেক পাঠকের—শিক্ষক, তাই সুরেন্দ্র বাবুর অপমানে আমরা দুঃখিত হইয়াছি;

সুরেন্দ্র বাবুর অবমাননায় সমস্ত বাঙ্গালা অবমানিত হইয়াছে, এ কথা বলিব।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "আমরা সুরেন্দ্র বাবুর দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।" তাঁহারা ভ্রান্ত। সুরেন্দ্র বাবুর আবার দুঃখ কি? আপনার কর্ত্তব্য কাজ করিয়া যে কষ্ট পায় তাহার কি দুঃখ? দেশের উপকার করিতে গিয়া যাঁহার কষ্ট হয়, তাঁহার জন্য আমরা কাঁদিব কেন? সুরেন্দ্র বাবু পুণ্যবান, দেশের জন্য তিনি জেলে গিয়াছেন। তাঁহার আজ আনন্দের দিন, তাঁহার আজ গৌরব করিবার সময়। আমরা তাঁহার গৌরবে আপনাদিগের গৌরব হইল মনে করিতেছি। তাঁহার শাস্তিতে এই হতভাগা জাতির কাল মুখ আজ উজ্জ্বল হইল। পাঠক! পাঠিকা! তোমার হতভাগ্য মাতৃভূমির জন্য এক ফোঁটা চক্ষুজল ফেলিতে শেখ! এক দিন তোমার দ্বারাও ভারতের কারাগার পবিত্র হইবে, এক দিন তোমার নিজের ক্লেশে দেশের দুর্গতি দূর হইবে; এক দিন তোমার গৌরবেও তোমার জাতির মুখ উজ্জ্বল হইবে!

গল্প

ঠাকুরদাদার গল্প।

একদিন বিকালে নবীন বাবু তাঁহার ছোট ছোট দৌহিত্র, পৌত্রগুলিকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গেলেন। গঙ্গার জল কেমন বায়ু বেগে নাচিতেছে, ছোট ছোট ঢেউ গুলি কেমন কল কল করিয়া তীরে আসিয়া আঘাত করিতেছে, আবার ফিরিয়া যাইতেছে। সকলেই তথায় বসিয়া শোভা দেখিতে লাগিলেন। বালক বাবুদের তাহা ভাল লাগিল না। নলিন একটী প্রজাপতিকে ধরিতে ছুটিলেন, বিনয় জলে ঢিল ফেলিয়া মজা দেখিবেন বলিয়া ঢিলের সন্ধানে চলিলেন, কিশোরী ঠাকুরদাদার জুতা লইয়া দূরে পলায়ন করিল। নবীন বাবু বিনয়কে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা বল দেখি গঙ্গায় এত জল কোথা হইতে আসিল?" বিনয় বসিল, কিছু ক্ষণ ভাবিয়া বলিল "কেন, চিরকালই ত আছে! আমি আর বছরে এসেও দেখেছি গঙ্গায় ত এত জলই ছিল।" কিশোরী ও গল্প শুনিতে আসিয়া জুতা রাখিয়া বসিল, ক্রমে নলিন ও আসিয়া জুটিল—তাহারা গল্প বড় ভাল বাসে।

কিশোরী।—"আচ্ছা জল ত ক্রমাগতই চলিতেছে, এক বারও স্থির হয় না, তবে ফুরায় না কেন? এ কথাটী আজ আমাকে বুঝাইয়া দাও না।" নবীন বাবু।—"আমি ও সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, দেখি নলিন কি বলে।" নলিন বলিল "পিসী বলিয়াছেন গঙ্গা যে ঠাকুর, ঠাকুরের বুঝি আবার জল ফুরায়?" নবীন বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন "তবে মন দিয়া শুন। নলিনের পিসীর বাড়ীতে গঙ্গা আছে তোমরা জান। সে এই গঙ্গা, সেবার সেই যে তোমরা নৌকায় করিয়া সেখানে গিয়াছিলে।"

সকলে।—মনে আছে।

নবীন বাবু।—এখন বুঝিলে যদি কেহ ক্রমাগত উত্তর দিকে নৌকা করিয়া যায়, তবে গঙ্গার দুধারে কত গ্রাম, কত সহর, কত বন, কত পুরাতন ভাঙ্গা মন্দির, কত কত সুন্দর বাগান, কত বিস্তীর্ণ মাঠ, প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে যায়। ক্রমিক এক গ্রাম ছাড়াইয়া অন্য গ্রামে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে এই রূপে না থামিয়া যদি দিন রাত্রি চলে তথাপি ■ এই গঙ্গা, এই রূপ স্রোত দেখিতে পায়।

বিনয়।—তবে কি গঙ্গার শেষ নাই?

কিশোরী।—তাও কিও কি কখন হয়? অবশ্য শেষ আছে।

নবীন বাবু।—শেষ আছে, আমরা কিন্তু গোড়ারদিকে দেখিতেছি, গঙ্গার উৎপত্তি কোথা?

কিশোরী—কেন? হিমালয় পর্ব্বতে, আমারা ত পড়িয়াছি?

নবীঃ—ঠিক বলিয়াছ, কিন্তু উহা যে কি রূপ পদার্থ তাহা বোধ হয় জাননা। এই রূপে অনবরত চলিতে চলিতে ক্রমে প্রায় ৫০০ পাঁচ শত ক্রোশ দূরে হরিদ্বার নামে একটী স্থান আছে।

নলিন—হাঁ হাঁ আমি জানি—মা বলেন 'হরিদ্বার গঙ্গাসাগর' ভাই?

নবীঃ—হাঁ। সেই হরিদ্বারের নিকট গঙ্গা অতিশয় কম চওড়া। তারও পরে আরও সরু। তার পরে সেই হিমালয় পর্ব্বতের গা বহিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া পড়ে, তাহার নাম প্রস্রবণ বা ঝরণা। এখন বুঝিলে যে সেই ঝরণার জল ক্রমে একত্র হইয়া গঙ্গা হইয়াছে। এ জন্য হরিদ্বার এত সরু। ক্রমে যত নীচে আসে, অন্য অন্য সব ঝরণার জল ও সেই রূপে আসিয়া ইহার সঙ্গে মিশে, অন্য অন্য ছোট ছোট নদী আবার ইহাতে পড়ে, তাদের উপনদী বলে।

কিশোঃ—হাঁ, আমি জানি, যেমন যমুনা, শোণ, গণ্ডকী, বাঘমতী, কুশী। না দাদা?

নবীঃ—হাঁ ঠিক বলিয়াছ। এই সকল উপনদীর জলও সেই প্রকার ঝরণা হইতে আসে। ক্রমে ক্রমে গঙ্গা [redacted] নীচে আসিয়াছে ততই অনেক উপনদী আসিয়া ইহাতে মিলিয়াছে [redacted] ততই অধিক চওড়া হইয়াছে। যে দিকটা বেশী নীচু জল সেই দিকেই চলে, এজন্য গঙ্গা ক্রমে পর্ব্বত থেকে আসিতে আসিতে নীচে চলিয়াছে। যদি স্রোতের সঙ্গে বরাবর যাওয়া যায়, তবে শেষে [redacted] একটা স্থানে উপস্থিত হইব, যেখান হইতে কোন দিকেই কূল কিনারা দেখা যায় না চারিদিকেই অকূল জল ধু ধু করিতেছে, বড় বড় ঢেউ সকল উঁচু হইয়া উঠিতেছে, পড়িতেছে, জল মুখে দিবার যো নাই, বিকট লোণা।

কিশোঃ—সেই বুঝি সমুদ্র?

নবীন—হাঁ তার নাম গঙ্গাসাগর। এই খানে গঙ্গা বঙ্গ উপসাগরে পড়িয়াছে। এইখানে গঙ্গা ও সাগরে মিশিয়াছে বলিয়া ইহার নাম গঙ্গাসাগর। এই স্থানেই গঙ্গার যত জল সব হু হু শব্দে পড়িতেছে। চিরকালই গঙ্গার জল এই ৫০০ ক্রোশ পথ চলিয়া আসিয়া এখানে আসিয়া পড়ে। তুমি যদি আজ এখানে একটী বস্তু জলে ভাসাইয়া দাও, তবে উহা ভাসিতে ভাসিতে সেই গঙ্গাসাগরে গিয়া পড়িবে।

বিনঃ—দেখ দাদা, আমাদের খিড়কীর পুকুরের মোন দিয়া সেদিন বৃষ্টির পর যে জল চলেছিল তাতেও ঠিক এমনি মজা করেছিলাম। আমি একটা কচুরপাতা ছিঁড়িয়া দিলাম, পাতাটা ভাসিতে ভাসিতে পুকুরে পড়িল—সেখানে জল হুড় মুড় করিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তার পর দিন সকালে গিয়া আর খানায় জল দেখিতে পাইলাম না, বড় দুঃখ হল কিন্তু।

নবী:—ঠিক 'ন্দ সেইরূপ, গঙ্গা মনে কর সেই রূপ একটা খুব বড় খানা, আর সাগর একটা প্রকাণ্ড পুকুর। গঙ্গার সব জলই সাগরে গিয়া পড়ে। কিন্তু তথাপি গঙ্গার জল ফুরায় না; কেন বলিব? বর্ষাকালে যে বৃষ্টি হয়, সে সমস্ত জল কোথা যায়? তার কতক পুকুরে ও অন্যান্য জলাশয়ে পড়ে, কতক বড় বড় খাল দিয়া গঙ্গায় পড়ে, কতক মাটিতে শুষিয়া যায়। এইরূপে বৃষ্টির জলের অধিকাংশ গঙ্গা ও[illegible]পরে গিয়া সমুদ্রে পড়ে। এখন দেখিলে গঙ্গার জল কোথা কোথা হইতে আসে, সর্ব্ব প্রথমে হিমালয় পর্ব্বতের ঝরণাগুলি হইতে, পরে উপনদী হইতে, ও বৃষ্টির জল হইতে।

নলিন—ঝরণার জল কোথা [redacted] আসে?

নবী :—বলিতেছি শুন। ঐ পর্ব্বত প্রায় ৫০০।৬০০ ক্রোশ পর্য্যন্ত আমাদের দেশের উত্তর দিক ব্যাপিয়া আছে। আর উহা পৃথিবীর অন্য সকল পর্ব্বত অপেক্ষা উচ্চ—এমন কি প্রায় ১০০০টী নারিকেল গাছ উপরি উপরি রাখিলে উচ্চ হয় তত। আর একটী নিয়ম আছে জান যে যত উপরে উঠা যায় ততই শীত অধিক। তবে মনে কর, পর্ব্বতের উপরে কত শীতল। ভয়ানক শীত, এত শীত যে সেখানে জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। এখন দেখ গ্রীষ্ম কালে দক্ষিণ দিক হইতে ক্রমাগত বায়ু বহে, সেই বায়ু গিয়া হিমালয় পর্ব্বতে ধাক্কা লাগে। আমাদের দেশের দক্ষিণ দিকে,ভারত মহাসাগর,এই মহাসমুদ্র হইতে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে বাষ্প হইয়া উঠে, ঐ সকল সূক্ষ্ম জল কণাকে মেঘ বলে.ঐ মেঘ বায়ু অপেক্ষা হাল্‌কা এজন্য উহা বায়ুতে ভাসিতে থাকে। সুতরাং যখন বায়ু স্থির ভাবে থাকে তখন মেঘ নিশ্চল হইয়া থাকে, আর যখন বায়ু কোন দিকে বহে, তখন বায়ুতে ভাসিতে ভাসিতে মেঘরাশি ও সেই দিকে চলে ; বুঝিতে পারিতেছ না ?

নলিন—দাদা! মেঘেরাত শালপাতা খাইবার জন্য চলে ? কেশব বলেছিল!

কিশোর—না না, সে সকল কথা শুনিও না। কেন আমরাত প্রথম সংখ্যার 'সখা'তে পড়িয়াছি "মেঘ সূক্ষ্ম জলকণা বৈ আর কিছুই নহে।"

নবী :—সত্যইত ! তোমার বুঝি 'সখা' মন দিয়া পড়না ? এখন শোন। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-সাগর হইতে রাশি রাশি মেঘ বায়ুবেগে উত্তরদিকে চালিত হইয়া অবশেষে ঐ হিমালয় পর্ব্বতের গায়ে গিয়া ঠেকিয়া যায়, কেন না মেঘেরা অধিক উচ্চ দিয়া যায় না,—প্রায় আধ ক্রোশ, এক ক্রোশ বা দুই ক্রোশ উপর দিয়া যায়, কিন্তু হিমালয় ২॥০ আড়াই ক্রোশ উচ্চ। সুতরাং ঐ সমস্ত মেঘ গিয়া ভয়ানক শীতল পর্ব্বত-শৃঙ্গে আটকায় ও প্রচণ্ড শীতে জমিয়া তৎক্ষণাৎ বরফ হইয়া যায়। এই কারণে অতি উচ্চ পর্ব্বতের চূড়াগুলি সুন্দর শুভ্রবর্ণে শোভিত, চিরকালই ধপ্‌ ধপ্‌ করে। ভাল ; এই বরফ-রাশি ক্রমেই স্তূপাকার হইয়া পর্ব্বতের চূড়া ঢাকিয়া ফেলে। দিবাভাগে রৌদ্রে কতক গলিয়া যায়, কিন্তু সে এত অল্প যে তাহাতে ঐ স্তূপের কিছুই হ্রাস হয় না। আবার নূতন বরফ জমিয়া যায়। গ্রীষ্মকালে এই বরফ অনেক অধিক গলে ও পর্ব্বতের গা বহিয়া পড়ে—ইহাই নির্ঝর। আর এক প্রকারে নির্ঝরের উৎপত্তি হয়। যে সকল মেঘ কিছু নীচে গিয়া লাগে, যেখানে শীত কিছু অল্প, তাহারা তত জমিতে পায় না, বৃষ্টি হইয়া পড়ে। এ বৃষ্টিও বড় কম নয়, খুব বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টির জল অল্পে অল্পে পর্ব্বতের গা বহিয়া পড়িতে থাকে, ক্রমে ২।৫ টী স্রোত একত্র হইয়া একটী নির্ঝর হয়। কিন্তু এ ঝরণাগুলি কেবল বর্ষাকালেই দেখা দেয়, তদ্ভিন্ন বরফজাত যে গুলি সেগুলি বারমাস থাকে, কিম্বা গ্রীষ্মকালে তাহাদের বলবৃদ্ধি হয়।

এখন বুঝিতে পারিতেছ, এই যে গঙ্গার জল হড় হড় কুল কুল করিয়া সতেজে চলিতেছে, কোথায় ?—সমুদ্রে। আবার গ্রীষ্মকালে এই জলরাশি বাষ্পরূপে আকাশে উঠিবে,বায়ু অমনি পাল্কীবেহারা হইয়া ইহাদিগকে হিমালয় পর্ব্বতে লইয়া যাইবে, ইহারা যাইয়া কতক বৃষ্টি হইয়া নূতন ঝরণা প্রস্তুত করিবে, কতক জমিয়া বরফ কণা হইবে, ও ধীরে ধীরে রৌদ্রতাপে গলিয়া গিয়া পর্ব্বত বহিয়া নীচে নামিবে। সুতরাং নির্ঝর দুই প্রকার—বর্ষাকালীন ও চিরস্থায়ী। প্রথম গুলি বৃষ্টির জলে জন্মে, দ্বিতীয় গুলি অনবরত বরফ গলিয়া জন্মে। এই দুই প্রকার নির্ঝরই নদীর জলের মূল। সুতরাং দেখা যায়, যে সকল নদীর জল প্রথম প্রকার নির্ঝরের উপর নির্ভর করে তাহারা কেবল বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে শুকাইয়া যায়।

কিশোঃ—দাদা আমি কাকার সঙ্গে পাটনা যাবার সময়ে রেলের নীচে যে বার কত নদী দেখেছিলাম; তাতে জল নাই, কেবল সব বালি পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহারা গঙ্গার অপেক্ষা ছোট।

নবীঃ—হাঁ সে সকল নদী প্রায়ই ছোট হয়। আর যে সকল নদীর জল দ্বিতীয় প্রকার প্রস্রবণের উপর নির্ভর করে তাহাদের বার মাস জল থাকে, তবে বর্ষাকালে তাহাদের জল বাড়ে (যেমন গঙ্গার) আবার শীতকালে কমিয়া যায়। কেন না বর্ষাকালে অনেক অধিক বরফ গলে ও অনেক জল দেশগুলির উপর দিয়া আসিয়া নদীতে পড়ে। সুতরাং তখন জল বাড়ে। শীতকালে কেবল বরফের উপর নির্ভর, তাও আবার কম গলে; সুতরাং জল কমিয়া যায়; কিন্তু একেবারে শুষ্ক হয় না কেন না তখনও বরফ গলে, এবং আর একটী কারণ আছে। সেটী এই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৃষ্টির যে জল মাটীতে পড়ে তাহার কিছু পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করে। সে জলটা কোথা যায়? তোমরা আশ্চর্য্য হইবে, সে সমস্ত জলই প্রায় আবার নদীতে আসিয়া পড়ে। জলের একটী গুণ এই যে তাহা নীচু দেখিলেই সেই দিকে ছোটে। সূক্ষ্ম বৃষ্টির কণাগুলি মৃত্তিকার সূক্ষ্ম ছিদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, সেখানে অলস বালকের ন্যায় ঘুমায়না— ক্রমাগত নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। নিকটে যদি কোন নদী থাকে, তবে সত্বরেই তাহার গর্ভে প্রবেশ করে, নতুবা কিছু বিলম্বে ক্রমে ক্রমে আসিয়া অবশেষে পড়িবেই পড়িবে। কেন না মৃত্তিকার নিম্নে কিছু দূর খনন করিলে হয়ত এমন একটা স্থানে পৌঁছান যাইবে যে তাহার ভিতরে জল আর তেমন প্রবেশ করিতে পারেনা, সুতরাং সম্মুখে বাধা পাইয়া পার্শ্বদিকে গড়াইয়া যায় এবং অবশেষে নদীতে আসিয়া পড়ে। এই কারণে বৃষ্টিপতনের অনেককাল পরেও ঐ জলের কিয়দংশ মৃত্তিকার মধ্য দিয়া নদীতে উপস্থিত হয়; এই জন্যই গঙ্গাতে বর্ষার অনেক পরেও জল থাকে। কি শীত, কি বর্ষা, কি গ্রীষ্ম, সকল ঋতুতেই গঙ্গার জল দেখা যায়; তবে পূর্ব্বোক্ত কারণে বর্ষাকালে জল অধিক বৃদ্ধি পায়। এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছ বোধ হয় যে গঙ্গার জল কোথা হইতে আসে ও অনবরত চলিয়া ও ফুরায়না কেন?

নলিন—হাঁ দাদা, বেশ বুঝিয়াছি, আর আমি শিশীমার মিছা কথায় ভুলিব না। এখন অবধি আমার যে সন্দেহ হবে, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব।

বিনয়।—আজ বিকালে বেড়াইতে আসিয়া কেমন নূতন কথা সকল শিখিলাম, রোজ আসিব। আরও সকলকে ডাকিয়া আনিব।

কিশোঃ—সব বুঝিয়াছি, কিন্তু দাদা, তুমি যে বলিলে যত উপরে উঠা যায়, ততই শীত অধিক, এটী আমি বুঝিলাম না। উপরে আরও গ্রীষ্ম অধিক হওয়াই সম্ভব, কেননা সূর্য্যের যত নিকটে যাওয়া যায়, ততই উত্তাপ অধিক হওয়াই সম্ভব। তবে উপরে শীত এত অধিক কেন? এ বড় আশ্চর্য্য কথা, আমাকে বলিতে হইবে।

নবীঃ—আজ বড় রাত্রি হইয়া পড়িয়াছে, আর এক দিন বলিয়া দিব। আজ চল বাড়ী যাই, আজ যে নূতন বিষয় শেখা হইল তাহার জন্য পরমেশ্বরকে সকলে ধন্যবাদ দাও।

সে দিন সকলে বাটী গেলেন।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

অনেকে আপনাদের ইংরাজী বিদ্যা দেখাইবার জন্য আমাদিগকে Professor of Sakha, Secretary of Sakha, ইত্যাদি নূতন নামে পত্র লিখিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রতি নিবেদন এই যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক Editor কিংবা Manager, Sakha এই নামেই পত্র লিখিবেন; বাঙ্গালায় "সখা সম্পাদক" বা "সখা কার্য্যাধ্যক্ষ" বলিয়া পত্র লিখিলে আমরা আরও সুখী হই।

বালিকাদিগের বিশেষ পৃষ্ঠা।

পোষাক।

বালিকাদিগের* কিরূপ পোষাক হওয়া উচিত এই বিষয়ে আমাদিগকে কেহ কেহ 'সখা'য় লিখিতে বলিয়াছেন। আমরা আজ এই সম্বন্ধে আমাদের যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিব।

অনেক স্থানে দেখিয়াছি মেয়েরা এমন পোষাক পরেন যে সমস্ত শরীর দেখা যায়, কিন্তু তবুও তাহাদের লজ্জা হয় না, কেননা এইরূপ সরু কাপড়ের দাম অনেক, এবং কাজেই এই সকল কাপড় পরিয়া নিমন্ত্রণে যাওয়া উচিত! পাতলা কাপড় পরিলে যে ভদ্রসমাজে লোকে লজ্জায় মুখ ফিরায় তাহা এই সকল মেয়েদের মনে থাকে না। তাহাদিগকে এই কথা বলিলে, তাঁহারা মুখে হাত দিয়া বলেন "ওমা! পোষাকী কাপড় পরিব, তার আবার লজ্জা কি!" আমরা এরূপ কথার উত্তর দিতে পারি না। আমাদিগের বিবেচনায়, পোষাকী কাপড় পাতলা হইলে, তাহা শক্ত করিয়া ছুফের দিয়া পরা উচিত, এবং পরিবার কাপড় পাতলাই হউক আর পুরুই হউক, দশজনের নিকট যাইতে হইলে সর্ব্বদা একটী জামা গায়ে থাকা উচিত। যদি সুবিধা হয় তাহাহইলে হাটুর নীচে পর্য্যন্ত লম্বা, এবং হাতকাটা (কুনই পর্য্যন্ত) একটা জামা পরিয়া তাহার উপরে কাপড় পরিলে বড়ই ভাল হয়। আজকালকার কোন কোন মেয়ে সুশিক্ষিত বাপ বা ভাইয়ের যত্নে ভদ্র পোষাক পরিতে পান, কিন্তু আমাদের অধিকাংশ মেয়ে যেরূপ পোষাক পরেন, তাহাতে নিজের বাড়ীর লোকেরই সম্মুখে যাওয়া কষ্ট, ঘরের বাহিরে, নিমন্ত্রণে যাওয়াত দূরের কথা। আজকাল যত লেখা পড়ার চর্চ্চা বাড়িতেছে, ততই মেয়েদের এ দিকে দৃষ্টি পড়িতেছে। কিন্তু আমাদের ঘরের অধিক-বয়স্কা গৃহিণীরা আজিও জামা গায়ে দেওয়ার উপরে বিলক্ষণ বিরক্ত। আমি একটী সুশিক্ষিত লোকের স্ত্রীর কথা জানি, তিনি বাড়ীতে গেলেই, তাঁহার শাশুড়ী তাঁহাকে বলিতেন "জামাটা খোল,—ভদ্রলোক হও দেখি—কি মুসলমানের না খ্রীষ্টানের মেয়ের মত একটা জামা গায়ে!" এইরূপ বলিয়া অনেক সময় জামা খোলাইয়া তবে তিনি ছাড়িতেন। যাঁহাদের এরূপ মত যে গায়ে জামা না থাকিলেই ভদ্র, এবং থাকিলেই ভয়ানক অভদ্র হইতে হয়, তাঁহাদিগকে আমরা আর কি বলিব? তবে আমরা সহজ বুদ্ধিতে এই বুঝি যে মেয়েদের সমস্ত শরীর ঢাকিয়া পুরুষের নিকট বাহির হওয়া উচিত, কোন ক্রমেই খোলাগায়ে বাহির হওয়া উচিত নয়। কেহ কেহ বলেন "জামা গায়ে দিলে কাজ কর্ম্ম করিবে কেমন করিয়া?" তাহার উত্তরে এই বলিলেই হইবে যে যেরূপ হাতকাটা জামার কথা বলিয়াছি, তাহাতে কাজের কিছুই ক্ষতি হইতে পারে না। এইতো গেল লজ্জা-বারণের কথা। তাহার পর এইরূপ জামা থাকিলে শীতের সময় বেচারা মেয়েদের কত সুবিধা, কর্ত্তাদের একথা ভাবিয়া দেখা উচিত। ভাবিয়া দেখিলে, পূর্ব্বে যেরূপ জামার কথা বলিয়াছি সেইরূপ একটী জামা থাকিলে সবদিকেই ভাল হয়। এস্থলে গয়নার কথাও কিছু লেখা উচিত। আমাদের বিবেচনায় গয়নার ঘটা না করাই ভাল,—পোষাক যত 'সাদাসিধে' হয়, ততই ভাল। যাঁহাদের যথেষ্ট গয়না আছে, তাঁহারা এইরূপ গয়না পরিলেই চলিতে পারে, যথা:—কাণে ফুল্ বা ইয়ারিং, কি মাকড়ি; হাতে বালা, চুড়ি, কি শাঁখা; এবং গলায় চিক্ কি হার। আর অধিক গয়নার ঝম্ ঝম্, ঝমর্ ঝমর্ করার কোন প্রয়োজন আমরা দেখিনা; তবে অন্য কাহারও যদি অন্যমত হয়, তবে লাচার।

—

ধাঁধা।

পূর্ব্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। ইঁদের বড়ি বা জামা। ২। 'চালাক' এই কথাটি, হইতে 'আক' ছাড়িয়া দিলে 'চাল' থাকে, চাল সিদ্ধ করিয়া খাইলেই ভাত খাওয়া হইল। ৩। কথাগুলি এই—রিপোর্ট পরম, নরম, বাগান, হামেশা, ছু(ট) নহে, রুচির। প্রথম অক্ষরগুলি এক সঙ্গে লইলে "রিপন বাহাদুর," এবং শেষের অক্ষরগুলি এক সঙ্গে লইলে 'টমশন সাহেব' হইল। ৪।

ভাই যদু,—

তোমার পত্র পাইলাম। অখিল এবং (দীন) সে দিন (নদী)তে স্নান করিতে গিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছিল। (নবীন) ও সঙ্গে ছিল, কিন্তু (নবীন) কোন বিপদে পড়ে নাই। তাহারা যখন যাইতেছিল, তখন আমি বলিলাম তোমরা এখন (থাক), কিন্তু আমার (কথা) না শুনিয়া, (তারা) সেই (রাতা) রাতিই (নদী)তে গেল। (দীন) একটু শুনিয়াছিল, কিন্তু অখিল কোন মতে না শুনিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল। (না শুনা)র ফলও পাইয়াছেন; (না শুনা)র ফল এই হইয়াছে যে গিয়া যাই নামিয়াছেন, অমনি (কতক) গুলি মাছ সেই ঘাটে ছিল, তাহারা অখিলের পায়ের (কতক) অংশ ছিঁড়িয়া লইয়াছে, এবং (দীন)কে (নদী)র মধ্যে কাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। অখিল এখন খোঁড়া হয়ে পড়ে আছে। সত্বর যে আ(রাম) হবে তাহার সম্ভাবনা নাই, বলিতে কি এখন সে (মরা)র মত পড়ে থাকে। আর অধিক কি লিখিব, ইতি।

তোমার স্নেহের হেমচন্দ্র।

নূতন।

১। এই কথাগুলি সাজাইয়া একটি বাক্য রচনা করা দেখি; নূতন কথা বসাইতে পারিবে না এবং ইহার একটিও ছাড়িতে পারিবেনা,—

যদি, যদি, যদি, হইতে, থাকিতে, হয়, হয়, হয়, সুস্থ, প্রশংসাভাজন, প্রকৃত,সকল, প্রার্থনীয় শারিরীক, মানসিক, বাঁচিয়া, হইয়া, করিয়া, করিও, মনুষ্যনাম, হস্ত ক্ষেপ, তবে, মনে, তাহাতে দশের, ঈশ্বরের কার্য্যকেই।

২। বলতো কোন্ জিনিশ খেতে খুব মিষ্ট, কিন্তু দেখালেই বা খেতে বল্লেই লজ্জা করে এবং কখনও কখনও রাগ হয়?

৩। ভাগ্য দোষে দিবা রাত্রি ঘুরিয়া বেড়াই,
অথচ ঘুরিতে কেহ নাহি দেখে ভাই!
কিন্তু নাহি যাই একা, যত লোকে পাই দেখা
সবারে সঙ্গেতে করি ভ্রমণেতে যাই।
মূলকথা বাজি রাগী, কিছুই বুঝিনা,
কেবা খোঁড়া কেবা অন্ধ কিছুই জানিনা—
চির রোগী যেই জন কিবা মৃত, অচেতন
আমাকে ছাড়িয়া থাকে, হেন কোন জনা?
সঙ্গে করে লয়ে ঘুরি,—তাওকি জাননা!

৪। একটী লোককে তাহার বয়স জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল—"আমার ঠাকুর্দ্দাদার বয়স আমার বাবার বয়সের [illegible]; আমার বয়স বাবার বয়সের [illegible]; এক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের তিন জনের বয়স এক সঙ্গে ৯×২০ ছিল।" স্থির কর কাহার বয়স কত?

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা ও মফস্বলে এক টাকা মাত্র। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ✓১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণি অর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিটে, "সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া ✓০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না। তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ একখানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালকবালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে; কেবল রচনা পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল বা কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে সেই নম্বরের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

৮। ধাঁধার উত্তর, আলোচনার বিষয়, বা সখার প্রকাশ করিবার জন্য পত্র প্রভৃতি, পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগের কার্য্যালয়ে পৌঁছা আবশ্যক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৫০নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা," কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

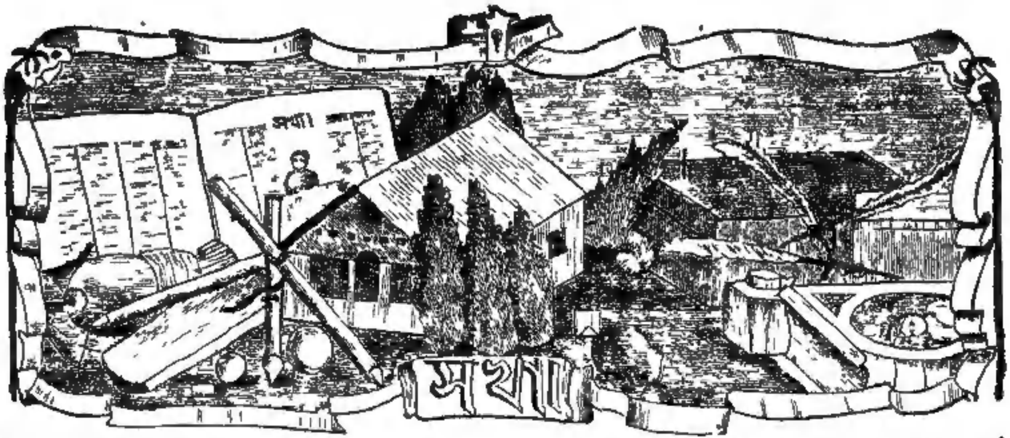

প্রথম ভাগ। জুলাই, ১৮৮৩। ৭ম সংখ্যা।

ভীমের কপাল।

অষ্টম অধ্যায়।

পাঠক পাঠিকা, তোমরা কি কেহ কখনও ভীমেন্দ্রের মত বিপদে পড়িয়াছ? ভীমেন্দ্র এতবার বিপদে পড়িল, কিন্তু যাঁহার বুদ্ধি আছে তিনি লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর কতবার ভীমেন্দ্রকে বাঁচাইয়া রাখিলেন। ভীমেন্দ্র ভাবিতেছে তাহার কপাল দোষেই সে বিপদে পড়িতেছে এবং তাহার কপালগুণেই সে প্রত্যেকবারে মাথা রাখিবার স্থান পাইতেছে। আমরা বলি বিপদে পড়া তাহার অবিবেচনার ফল এবং ভীমেন্দ্র যে বিপদে আশ্রয় প্রাপ্ত হইতেছে তাহা জীবন মরণের সহায় জগদীশ্বরের কৃপা।—ভীমেন্দ্র আজিও কৃতজ্ঞ হইতে শিখে নাই; কাহারও নিকট উপকার প্রাপ্ত হইলে ভীমেন্দ্র ভাবিত তাহার নিজের কপালের জোরে সে উপকার পাইল। কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে কত রকমে যে শিক্ষা দেন, তাহা কে বলিতে পারে? যে দুঃখী ছিল, ঈশ্বর তাহাকে দেখাইলেন, তাহার অপেক্ষাও দুঃখী পৃথিবীতে আছে, অমনি সে নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট ও ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হইল; যে ঈশ্বরের কথা, ধর্ম্মের কথা ভাবিত না, ঈশ্বর তাহার কোন ভালবাসার বন্ধুকে লইয়া গেলেন, অমনি সে ধর্ম্মের দিকে, ঈশ্বরের দিকে মন দিল; যে রোগের জ্বালায় মৃতপ্রায় হইয়াছিল, ঈশ্বর তাহাকে শিখাইলেন—তাঁহারই উপর নির্ভর না করিলে মানুষ সুখী হইতে পারে না এবং হাত পা ছাড়িয়া ঈশ্বর যা করেন বলিয়া বসিয়া পড়িলে, সেই দুর্য্যোগেই ঈশ্বর মানুষের সহায় হন। এই জন্যই বলিতেছি মানুষের দুর্য্যোগে ঈশ্বরের সুযোগ। ভীমেন্দ্রের জীবনটী পড়িলেও তাই মনে হয়। পাঠক পাঠিকা, এ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, ঈশ্বর ভীমেন্দ্রকে কেমন করিয়া কতকগুলি বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন,—প্রথম, সামান্য কারণে রাগ করা অনুচিত, দ্বিতীয় বিশেষ না দেখিয়া শুনিয়া কোনও কাজে হাত দেওয়া অন্যায়; তৃতীয়,—ভালবাসার লোক যত অধিক হয়, মানুষ ততই নিজের সুখ ভুলিয়া তাহাদের সুখের জন্য ব্যস্ত হয়। ভীমেন্দ্র বালক, এখনও তাহার অনেক শিখিবার ছিল—ঈশ্বরানুগ্রহে ভীমেন্দ্র সকলি শিখিয়াছিল। পাঠক পাঠিকাদিগকে সে সমস্ত বিষয়ই জানাইতেছি।

ভীমেন্দ্র হারাণ কামারের বাড়ীতে গেল। সেখানে গিয়া এক আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিল। কামারের বাড়ী অত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ভীমেন্দ্র কল্পনাও করে নাই।—বাড়ীতে তিনখানা বই ঘর নাই, তাহাও অত্যন্ত বৃহৎ নহে; কিন্তু বাড়ীতে আসিলেই যেন একটু পবিত্রতার ভাব মনে হয়। উঠানটী